দাওয়াত ও তবলীগ

নিজের একীন ও আমলকে সহীহ করা ও সকল মানুষকে সহীহ একীন ও আমলের উপর আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের তরীকাকে সমস্ত বিশ্বে যিন্দা করার চেষ্টা করা।

দাওয়াত ও উহার ফযীলতসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ [يونس:٢٥]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—এবং আল্লাহ তায়ালা শান্তির ঘর—অর্থাৎ জান্নাতের দিকে দাওয়াত দেন, এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরলপথ দেখান। (ইউনুস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ [الجمعة:٢]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আল্লাহ তায়ালা তিনি, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন,—অর্থাৎ সেই রাসূল উম্মী ও নিরক্ষর—যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান,—অর্থাৎ কুরআনে করীমের দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, নসীহত করেন, এবং তাহাদিগকে ঈমান আনয়নের জন্য উৎসাহিত করেন, (যদ্দ্বারা তাহারা হেদায়াত লাভ করে) এবং তাহাদের চরিত্র শোধন ও সুন্দর করেন। তাহাদিগকে কুরআন পাক শিক্ষা দেন এবং সুন্নাত ও সঠিক জ্ঞান বুঝ শিক্ষা দেন, আর নিঃসন্দেহে ইহারা এই রাসূল প্রেরণের পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (জুমুআহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ☆ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾ [الفرقان:٥١، ٥٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যদি আমরা চাহিতাম তবে (এই যুগেই আপনি ব্যতীত) প্রত্যেক বস্তিতে এক একজন করিয়া পয়গাম্বর প্রেরণ করিতাম (এবং একা আপনার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিতাম না, কিন্তু যেহেতু আপনার সওয়াব বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য সেহেতু আমরা এরূপ করি নাই। এইভাবে একা আপনার উপর সমস্ত কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। অতএব এই নেয়ামতের শোকর হিসাবে) আপনি কাফেরদের আনন্দদায়ক কাজ করিবেন না,—অর্থাৎ কাফেররা তো আপনি তবলীগ না করিলে বা কম করিলে আনন্দিত হইবে ; আর কুরআন (এ–হকের পক্ষে যে সকল দলীল প্রমাণ রহিয়াছে উহা) দ্বারা কাফেরদের জোরেশোরে মোকাবেলা করুন,—অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ তবলীগ করুন, সকলকে বলুন এবং বারবার বলুন, আর হিম্মতকে মজবুত রাখুন। (ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل:١٢٥]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি আপনার রবের পথের দিকে দাওয়াত দিন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা। (নাহাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الذريت: ٥٥]

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—আর বুঝাইতে থাকুন, কেননা বুঝানো ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে। (যারিয়াত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ☆ قُمْ فَاَنْذِرْ ☆ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

[المدثر:١-٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন,—হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং আপন রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। (মুদ্দাস্‌সির)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾

[الشعراء:٣]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে,—মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে চিন্তায় চিন্তায় নিজের জীবন দিয়া দিবেন। (শু'আরা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ [التوبة:١٢٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন, যিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন, যাঁহার নিকট তোমাদের কোন কষ্টকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়, তিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী (তাঁহার এই অবস্থা তো সকলের জন্য) বিশেষ করিয়া মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ﴾ [فاطر:٨]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের ঈমান না আনার দরুন, অনুতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণ না বাহির হইয়া যায়। (ফাতেহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ☆ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ☆ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ☆ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ

اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☆ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ☆ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْۤ اِلَّا فِرَارًا ☆ وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ☆ ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ☆ ثُمَّ اِنِّيْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ☆ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ☆ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ☆ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ☆ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ☆ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ☆ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ☆ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ☆ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ☆ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ☆ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ☆ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—নিশ্চয় আমি নূহ (আলাইহিস সালাম)কে তাঁহার কাওমের প্রতি এই হুকুম দিয়া পাঠাইয়া ছিলাম যে, স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করুন, ইহার পূর্বে যে, তাহাদের প্রতি যন্ত্রণাময় আযাব আসিয়া পড়ে। অতএব তিনি আপন কাওমকে বলিলেন, হে আমার কাওম, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টরূপে নসীহত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহাকে ভয় করিতে থাক এবং আমার কথা মান, (এইরূপ করিলে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন এবং মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আযাবকে পিছাইয়া দিবেন,—অর্থাৎ দুনিয়াতেও আযাব হইতে রক্ষা হইবে, আর আখেরাতে আযাব না হওয়া তো সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সময় যখন আসিয়া পড়ে, তখন উহা পিছনে হঠানো যায় না,—অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার বরকতে আযাব হইতে তো রক্ষা হইয়া যাইবে, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই আসিবে, যদি তোমরা ইহা বুঝিতে। (যখন দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাওমের উপর এই সকল কথার কোন আছর হইল না, তখন) নূহ (আলাইহিস সালাম) দোয়া করিলেন, আমার রব, আমি আমার কাওমকে রাত্রদিন দাওয়াত দিয়াছি, কিন্তু আমার দাওয়াতের দরুন তাহারা দ্বীন হইতে আরো দূরে সরিয়া যাইতেছে। আর আমি যখনই

তাহাদিগকে ঈমানের দাওয়াত দিতাম, যেন তাহাদের ঈমানের কারণে আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তখনই তাহারা নিজ নিজ কর্ণসমূহে স্বস্ব অঙ্গুলী ঢুকাইয়া লইত, এবং তাহাদের বস্ত্রসমূহ নিজেদের উপর জড়াইয়া লইত, (যেন তাহারা আমাকে দেখিতে না পায় এবং আমি তাহাদিগকে দেখিতে না পাই।) আর তাহারা (অন্যায়ের উপর) হটকারিতা করিল এবং সীমাহীন অহংকার করিল। তারপর (ও আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে নসীহত করিতে রহিয়াছি, সুতরাং) আমি তাহাদিগকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যেও বুঝাইয়াছি এবং গোপনেও বুঝাইয়াছি,—অর্থাৎ তাহাদের হেদায়াতের যে কোন উপায় হইতে পারে কোনটাই ছাড়ি নাই। প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি আবার বিশেষভাবে তাহাদের ঘরে ঘরে যাইয়াও প্রকাশ্যে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি এবং গোপনে চুপি চুপি তাহাদিগকে লাভক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করিয়াছি। আর (এই বুঝাইতে যাইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। এই ক্ষমা প্রার্থনার উপর তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। এবং তোমাদের মাল আওলাদে বরকত দান করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ লাগাইয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দিবেন। তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের খেয়াল রাখিতেছ না, অথচ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন ধাপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের কি জানা নাই যে, আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানকে কিরূপে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? আর সেই আসমানে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় বানাইয়াছেন আর সূর্যকে প্রদীপ (এর ন্যায় আলোময়) বানাইয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যমিন হইতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তোমাদিগকে (মৃত্যুর পর) যমিনেই ফিরাইয়া নিবেন এবং (কেয়ামতে) এই যমিন হইতে তোমাদিগকে বাহিরে আনয়ন করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালাই যমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানাইয়াছেন, যেন তোমরা উহার প্রশস্ত পথসমূহে চলাফেরা কর।—অর্থাৎ যমিনে চলাফেরা করিতে পথের কোন বাধা নাই। (নূহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ☆ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ☆ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ☆ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ☆ قَالَ اِنَّ

رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ☆ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٨]

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى☆ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى☆ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى☆ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّیْ وَلَا يَنْسَى☆ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾ [طه: ٤٩-٥٣]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ফেরআউন বলিল, রাব্বুল আলামীন কি জিনিস? মূসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমিন এবং উহাদের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুর প্রতিপালক। যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়। ফেরআউন তাহার আশেপাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে বলিল, তোমরা কি শুনিতেছ? (কেমন নিরর্থক কথাবার্তা বলিতেছে? কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা জারি রাখিলেন এবং) বলিলেন, তিনিই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণের প্রতিপালক। ফেরআউন নিজের লোকদেরকে বলিতে লাগিল, তোমাদের এই রাসূল যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন নিঃসন্দেহে পাগল। মূসা (আলাইহিস সালাম) বলিলেন, তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক এবং উহাদের মধ্যস্থিত সকল বস্তুরও। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান বুদ্ধি রাখ। (শুআরা)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ফেরআউন বলিল, (ইহা বল,) তোমাদের উভয়ের প্রতিপালক কে? মূসা (আলাইহিস সালাম) উত্তর দিলেন, আমাদের উভয়ের (বরং সকলের) প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন, (অতঃপর সমস্ত সৃষ্টিকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হাসিল করার) বুঝ জ্ঞান দান করিয়াছেন। (ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালামের যুক্তিসম্মত উত্তর শুনিয়া অনর্থক প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং) বলিল, আচ্ছা, পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা বলুন। মূসা আলাইহিস সালাম বলিলেন, তাহাদের সম্পর্কিত জ্ঞান আমার রবের নিকট লওহে মাহফুযে রহিয়াছে। আমার রব (এরূপ সর্বজ্ঞ যে,) বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলিয়াও যান না। (তাহাদের আমল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আমার রবের রহিয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ

তায়ালার এমন ব্যাপক গুণাবলী বর্ণনা করিলেন যাহা প্রত্যেক সাধারণ মানুষও বুঝিতে পারে। সুতরাং তিনি বলিলেন,) তিনি এমন রব যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা স্বরূপ বানাইয়াছেন এবং উহাতে তোমাদের জন্য রাস্তাসমূহ বানাইয়াছেন। আর আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন। (তহা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ﴾ [ابراهيم:٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)কে এই আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছি যে, আপন কাওমকে (কুফরের) অন্ধকার হইতে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহারা যে সকল মুসীবত ও নেয়ামতের ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয় সেসকল ঘটনাবলী তাহাদিগকে স্মরণ করাও। কেননা এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার লোকদের জন্য বড় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (ইবরাহীম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ﴾ [الأعراف:٦٨]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(নূহ আলাইহিস সালাম আপন কাওমকে বলিলেন,) আমি তোমাদিগকে আপন রবের পয়গামসমূহ পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ☆ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ☆ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ☆ وَيٰقَوْمِ مَالِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ☆ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ☆ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ☆ فَسَتَذْكُرُوْنَ

مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ☆ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ﴾

[المؤمن:٣٨-٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(ফেরআউনের কাওম হইতে) সেই ব্যক্তি যে, (মূসা আলাইহিস সালামের উপর) ঈমান আনিয়াছিল (এবং স্বীয় ঈমানকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল) আপন কাওমকে বলিল, আমার ভাইয়েরা, তোমরা আমার অনুসরণ কর আমি তোমাদিগকে নেকীর রাস্তা বলিয়া দিব। আমার ভাইয়েরা, দুনিয়ার যিন্দেগী অল্প কয়েকদিনের জন্য এবং স্থায়ী নিবাস তো আখেরাতেই হইবে। যে খারাপ কাজ করিবে সে প্রতিফলও সেরূপ পাইবে, আর যে নেক কাজ করিয়াছে, পুরুষ হউক আর মহিলা হউক যদি সে মুমিন হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যেখানে তাহারা বেহিসাব রুজী লাভ করিবে। আমার ভাইয়েরা, ইহা কেমন কথা, আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে দাওয়াত দিতেছি, আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকিতেছ, তোমরা আমাকে এই কথার প্রতি ডাকিতেছ যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তাহার অংশীদার সাব্যস্ত করি যাহাকে আমি জানিও না। আমি তোমাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীলের দিকে দাওয়াত দিতেছি। আর সুনিশ্চিত কথা তো এই যে, তোমরা আমাকে যে বস্তুর দিকে ডাকিতেছ, না উহা দুনিয়াতে ডাকার যোগ্য আর না আখেরাতে, আর নিঃসন্দেহে আমাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর যাহারা বন্দেগীর সীমা হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিঃসন্দেহে তাহারাই দোযখী হইবে। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি, তোমরা আমার এই কথা আগামীতে যাইয়া স্মরণ করিবে। আর আমি তো আমার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে রহিয়াছে। (পরিণতি এই হইল যে,) আল্লাহ তায়ালা সেই মুমিনকে তাহাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হইতে সুরক্ষিত রাখিলেন এবং স্বয়ং ফেরআউনীদের উপর কষ্টদায়ক আযাব নাযিল হইল। (মুমিন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ﴾

[لقمن:١٧]

(নিজ ছেলেকে হযরত লোকমানের নসীহত, যাহা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করিয়াছেন,) আমার প্রিয় ছেলে, নামায পড়, ভাল কাজের উপদেশ দাও, খারাপ কাজ হইতে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মুসীবত আসে উহার উপর সবর কর, নিশ্চয় ইহা সাহসিকতার কাজ।

(লোকমান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۨ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ☆ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ ۢبِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ﴾

[الأعراف:١٦٤، ١٦٥]

(বনী ইসরাঈলকে শনিবার দিন মাছ শিকার করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিছু লোক এই হুকুমের উপর আমল করিল, আর কিছু লোক নাফরমানী করিল, এবং কিছু লোক নাফরমানদেরকে উপদেশ দিল। এই আয়াতসমূহে সেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর ঐ সময় স্মরণ করার যোগ্য, যখন বনী ইসরাঈলের একদল (যাহারা নাফরমানী করিত না, আর না নাফরমান লোকদেরকে বাধা দিত, তাহারা ঐ সমস্ত লোকদেরকে যাহারা উপদেশ দিত,) বলিল, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দিতেছ যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিবেন, অথবা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এই কথার উপর উপদেশ দানকারী দল উত্তর দিল যে, আমরা এইজন্য উপদেশ দিতেছি, যেন তোমাদের (ও আমাদের) রবের নিকট আপন দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সামনে ইহা বলিতে পারি যে, আয় আল্লাহ, আমরা তো বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা শুনে নাই অতএব আমরা নির্দোষ।) আর এই আশায় যে, হয়ত ইহারা বিরত হইবে (এবং শনিবার দিন শিকার করা ছাড়িয়া দিবে।) অতঃপর যখন তাহারা সেই হুকুমকে অমান্য করিল যেই হুকুম সম্পর্কে তাহাদিগকে আমল করার উপদেশ দেওয়া হইত, তখন আমি সে সকল লোকদিগকে তো বাঁচাইয়া লইলাম যাহারা সেই মন্দকাজ হইতে নিষেধ করিত, আর নাফরমান লোকদিগকে তাহাদের সেই নাফরমানীর কারণে যাহা তাহারা করিত এক কঠোর আযাবে আক্রান্ত করিলাম। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ☆ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ﴾

[هود:١١٦، ١١٧]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে সকল কাওম তোমাদের পূর্বে ধ্বংস হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক কেন হইল না, যাহারা লোকদিগকে দেশে ফাসাদ বিস্তার করিতে বাধা প্রদান করিত, তবে কিছু লোক এমন ছিল যাহারা ফাসাদ হইতে বাধা দিত, যাহাদিগকে আমি আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের ধ্বংসের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, উহার কারণ এই ছিল যে, তাহাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক ছিল না যে, যাহারা তাহাদিগকে আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করিত। সামান্য কিছু লোক এই কাজ করিতেছিল, অতএব তাহাদিগকে আযাব হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।) আর যাহারা নাফরমান ছিল, তাহারা যে আরাম আয়েশে ছিল উহার পিছনেই পড়িয়া রহিল এবং তাহারা অপরাধ পরায়ণ হইয়া গিয়াছিল। আর আপনার রব এমন নহেন যে, তিনি ঐ সকল জনপদসমূহকে যাহার বসবাসকারীগণ নিজের ও অন্যদের সংশোধনে লাগিয়া রহিয়াছে অন্যায়ভাবে (অকারণে) ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দিবেন। (হুদ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْعَصْرِ☆ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ☆ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যমানার কসম, নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা নেককাজের পাবন্দী করে এবং একে অন্যকে হকের উপর কায়েম থাকার ও একে অন্যকে আমলের পাবন্দী করার তাকীদ করিতে থাকে (তাহারা অবশ্য পরিপূর্ণরূপে সফলকাম)। (আসর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾ [آل عمران:١١٠]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা উত্তম উম্মত, যাহাদিগকে

মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হইয়াছে, তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখ। (আলে ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ﴾ [يوسف:١٠٨]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন হইয়াছে,—আপনি বলিয়া দিন, আমার রাস্তা তো ইহাই যে, আমি পূর্ণ একীনের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেই, এবং যাহারা আমার অনুসারী তাহারাও (আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেয়।)। (ইউসুফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [التوبة:٧١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অন্যের দ্বীনী সাহায্যকারীর তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং তাহারা অসৎ কাজ হইতে বারণ করে এবং নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তায়ালার ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানিয়া চলে, এই সমস্ত লোকেরাই যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর, এবং গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সাহায্য করিও না। (মায়েদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ☆ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ☆ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾

[حم السجدة: ٣٣-٣٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কাহার কথা উত্তম হইতে পারে যে (লোকদিগকে) আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং (আনুগত্য প্রকাশার্থে) বলে যে, আমি অনুগতদের মধ্যে আছি। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, (বরং প্রত্যেকটির পরিণতি ভিন্ন) অতএব আপনি (এবং আপনার অনুসারীগণ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (অসদ্ব্যবহারের) প্রত্যুত্তর দিন। (যেমন রাগের উত্তরে সহনশীলতা, কঠোরতার জবাবে নম্রতা) অনন্তর এই সদ্ব্যবহারের পরিণতি এই হইবে যে, আপনার সহিত যাহার শত্রুতা ছিল সে অকস্মাৎ এমন হইয়া যাইবে যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া থাকে। আর ইহা সহনশীল লোকদেরই নসীব হয় এবং ইহা মহাভাগ্যবান লোকদেরই ভাগ্যে জুটে। (এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দিবে তাহার জন্য সবর, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।) (হামীম সেজদাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾ [التحريم:٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—হে মুমিনগণ, তোমরা নিজ দিগকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন মানুষ ও পাথরসমূহ হইবে, যাহাতে কঠোর স্বভাব শক্তিশালী ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রহিয়াছেন। তাহারা কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করেন না এবং তাহাই করেন যাহা তাহাদিগকে হুকুম করা হয়। (তাহরীম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾ [الحج:٤١]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এই মুসলমানগণ এরূপ যে, যদি আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতে রাজত্ব দান করি তবে তাহারা (নিজেরাও) নামাযের পাবন্দী করিবে এবং যাকাত প্রদান করিবে এবং (অন্যদেরকেও) নেক

কাজ করিতে বলিবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। আর সমস্ত কাজের পরিণাম তো আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতাধীন। (হজ্জ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج:٧٨]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য মেহনত করিতে থাক, যেমন মেহনত করা আবশ্যক, তিনি সারা বিশ্বে আপন পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করেন নাই, (অতএব দ্বীনের কাজ অতি সহজ এবং ইসলামের যে সকল হুকুম তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা দ্বীনে ইবরাহীমের অনুকূলে, কাজেই) তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের দ্বীনের উপর কায়েম থাক। আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে ও এবং কুরআনের মধ্যেও তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন,—অর্থাৎ অনুগত ও ওয়াদাপালনকারী। তোমাদিগকে আমি এইজন্য নির্বাচন করিয়াছি যাহাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হন আর তোমরা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হও। (হজ্জ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন অন্যান্য উম্মতগণ অস্বীকার করিবে যে, নবীগণ আমাদিগকে তবলীগ করেন নাই তখন নবীগণ উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিবেন। এই উম্মত সাক্ষ্য দিবে যে, নিঃসন্দেহে পয়গাম্বরগণ দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করিয়াছেন, যখন প্রশ্ন করা হইবে যে, তোমরা কিভাবে জানিলে? তখন উত্তর দিবে যে, আমাদিগকে আমাদের নবী বলিয়াছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

কোন কোন মুফাসসিরীন আয়াতের মর্মার্থ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এইজন্য নির্বাচন করিয়াছি, যেন রাসূল তোমাদিগকে বলিয়া দেন এবং শিক্ষা দেন এবং তোমরা অন্যান্যদের বলিয়া দাও ও শিক্ষা দাও। (কাশফুর রহমান)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ. رواه الطبرانى فى الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٣٩٥

১. হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তো আল্লাহ তায়ালার পয়গাম লোকদের পর্যন্ত পৌঁছানেওয়ালা, আর হেদায়াত তো আল্লাহ তায়ালাই দেন। আমি তো মাল বন্টন করনেওয়ালা আর দান করনেওয়ালা তো আল্লাহ তায়ালাই। (তাবারানী, জামে সগীর)

٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمِّهٖ: قُلْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ: إِنَّمَا حَمَلَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ: "إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ" الْآيَة. رواه مسلم، باب الدليل على صحة إسلام ..... ، رقم:١٣٥

২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা (আবু তালেব)কে (তাহার মৃত্যুর সময়) এরশাদ করিয়াছেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য সাক্ষী হইব। আবু তালেব জবাবে বলিলেন, যদি কোরাইশের এই খোঁটা দেওয়ার আশংকা না হইত যে, আবু তালেব শুধু মৃত্যু ভয়ে কলেমা পাঠ করিয়াছে, তবে আমি কলেমা পড়িয়া তোমার চক্ষু শীতল করিতাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন— إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহিবেন হেদায়াত দান করিবেন। (মুসলিম)

٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَكَانَ لَهٗ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَهٗ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِكَ، وَاتَّهَمُوْكَ بِالْعَيْبِ

لِآبَائِهَا وَأُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: "إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَدْعُوْكَ إِلَى اللّٰهِ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ أَسْلَمَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ أَحَدٌ أَكْثَرَ سُرُوْرًا مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَضَى أَبُوْبَكْرٍ فَرَاحَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَالْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ، فَأَسْلَمُوا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. البداية والنهاية ٣/٨٠

৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোস্ত ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, আবুল কাসেম, (ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনিয়াত বা উপনাম) কি ব্যাপার! আপনাকে আপনার কাওমের মজলিসে দেখা যায় না, আর লোকেরা আপনাকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের বাপ-দাদাদের দোষারোপ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার রাসূল, তোমাকে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শেষ হইতেই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর ইসলাম গ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত ছিলেন যে, মক্কার উভয় পাহাড়ের মাঝে আর কেহ কোন ব্যাপারে এত আনন্দিত ছিল না।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) সেখান হইতে হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ)এর নিকট (দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে) গেলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া

গেলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত ওসমান ইবনে মাযউন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রাযিঃ)দেরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। ইহারাও সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। (দুইদিনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর দাওয়াতে নয়জন ইসলাম গ্রহণ করিলেন।) (আল বিদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ)

٤- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ (فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ أَبِي قُحَافَةَ): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَى أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِأَبِيْهِ يَقُوْدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا آتِيْهِ فِيْهِ؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ، وَدَخَلَ بِهِ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهَا ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: غَيِّرُوا هٰذَا مِنْ شَعْرِهِ. رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ٦/٢٥٤

৪. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিন) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং মসজিদে হারামে আসিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাহার পিতা আবু কোহাফাকে তাহার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া এরশাদ করিলেন, আবু বকর, বড় মিয়াকে ঘরেই থাকিতে দিতে, আমি স্বয়ং তাহার নিকট ঘরে উপস্থিত হইতাম? হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহার নিকট যাওয়ার চাইতে তাহার হক বেশী যে, তিনি আপনার নিকট হাঁটিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের সামনে বসাইলেন এবং তাহার বুকের উপর হাত মোবারক বুলাইয়া এরশাদ করিলেন, আপনি মুসলমান হইয়া যান। সুতরাং হযরত আবু

কোহাফা (রাযিঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন তাহার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনিলেন তখন তাহার মাথার চুল সাগামাহ গাছের ন্যায় সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহার চুলের সাদা রংকে মেহেদী ইত্যাদি লাগাইয়া) পরিবর্তন করিয়া দাও।

(মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ সাগামাহ এক রকম গাছ যাহা বরফের ন্যায় সাদা হয়।

(মাজমায়ে বিহারিল আনওয়ার)

٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: "وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ" [الشعراء:٢١٤]، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: "يَا صَبَاحَاهُ" فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيْءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِيْ فِهْرٍ، يَا بَنِيْ يَا بَنِيْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ، تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ، صَدَّقْتُمُوْنِيْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ! قَالَ: فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ، فَقَالَ أَبُوْلَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا؟ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: "تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ". رواه أحمد ١٧/٥

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন— وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَ قْرَبِيْنَ 'অর্থাৎ, আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন—'অর্থাৎ হে লোকসকল, প্রত্যুষে শত্রু আক্রমণ করিবে! অতএব সকলেই এইখানে সমবেত হও।' সুতরাং সমস্ত লোক তাঁহার নিকট সমবেত হইল। কেহ স্বয়ং হাজির হইল আর কেহ নিজের প্রতিনিধি পাঠাইল। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে বনু আব্দিল মুত্তালিব, বনু ফিহির, হে অমুক গোত্র! হে অমুক গোত্র! বল দেখি, যদি আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ের পাদদেশে ঘোড়সওয়ারদের এক সৈন্যদল অপেক্ষমান রহিয়াছে যাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে চাহিতেছে, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী

মানিয়া লইবে? সকলে বলিল, হাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন আযাব আসার পূর্বে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) তুমি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হও। আমাদিগকে শুধু এইজন্য ডাকিয়াছিলে? ইহার উপর আল্লাহ তায়ালা تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ সূরা নাযিল করিলেন। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং সে ধ্বংস হউক। (মুসনাদে আহমাদ)

٦- عَنْ مُنِيْبِ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَقُوْلُ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِيْ وَجْهِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! لَا تَخْشَيْ عَلٰى أَبِيْكِ غِيْلَةً وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالُوْا: زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ. رواه الطبراني وفيه: منيب بن مدرك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٦/١٨، وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

৬. হযরত মুনীব আযদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন জাহিলিয়্যাতের যুগে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, লোকেরা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বল, সফলকাম হইবে। আমি দেখিয়াছি যে, তাহাদের কেহ তো তাঁহার চেহারায় থু থু দিতেছিল, আর কেহ তাঁহার উপর মাটি ফেলিতেছিল, আর কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল। এইভাবে দিনের অর্ধেক কাটিয়া গেল। তারপর একটি মেয়ে একটি পানির পেয়ালা লইয়া আসিল। তিনি উহা হইতে পানি লইয়া নিজের চেহারা ও উভয় হাত ধুইলেন এবং বলিলেন, আমার মেয়ে! তুমি তোমার পিতার ব্যাপারে অকস্মাৎ কতল হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না অথবা কোন প্রকার অপমানের আশংকা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যায়নাব (রাযিঃ)। তিনি একজন সুশ্রী বালিকা ছিলেন।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرٍّ، فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِىْ، فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: عَبْدُ شَرٍّ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَكَتَبَ مَعَهُ الْجَوَابَ إِلٰى حَوْشَبٍ ذِىْ ظُلَيْمٍ، فَآمَنَ حَوْشَبٌ. الإصابة ١/٣٨٢

৭. হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওসমান (রাযিঃ) আপন দাদা হযরত হাওশাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দিলেন তখন আমি আব্দেশার এর সহিত চল্লিশজন ঘোড়সওয়ারের একজামত তাঁহার খেদমতে পাঠাইলাম। তাহারা আমার চিঠি লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তিনি বলিলেন, (আমার নাম) আব্দেশার অর্থাৎ অনিষ্টকর। তিনি এরশাদ করিলেন, না, বরং তুমি আব্দে খায়ের অর্থাৎ কল্যাণকর। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন।) তিনি তাহাকে ইসলামের উপর বাইআত করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠির উত্তর লিখিলেন এবং তাহার হাতে হাওশাবের নিকট পাঠাইলেন। (চিঠিতে হাওশাবের প্রতি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত ছিল) হাওশাব (উক্ত চিঠি পড়িয়া) ঈমান আনয়ন করিলেন। (এসাবাহ)

٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان . . . . ، رقم:١٧٧

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন খারাপ কাজ হইতে দেখে তাহার উচিত উহাকে নিজের হাত দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেয়। যদি (হাত দ্বারা পরিবর্তন করার) শক্তি না থাকে তবে যবান দ্বারা উহাকে পরিবর্তন করিয়া দিবে।

আর যদি এই শক্তিও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ জানিবে, অর্থাৎ সেই খারাপ কাজের কারণে অন্তরে দুঃখ হয়। আর ইহা ঈমানের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অবস্থা। (মুসলিম)

٩- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِىْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوْا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا أَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيْعًا. رواه البخارى، باب هل يقرع فى القسمة والإستهام فيه؟ رقم:٢٤٩٣

৯. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে আর সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করে—ইহাদের উভয়ের উদাহরণ ঐ সমস্ত লোকদের ন্যায় যাহারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করিয়াছে। লটারীর মাধ্যমে জাহাজের তলা নির্ধারণ করা হইয়াছে। সুতরাং কিছু লোক জাহাজের উপরের তলায় এবং কিছু লোক জাহাজের নিচের তলায় অবস্থান করিয়াছে। নিচের তলার লোকদের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তাহারা উপরে আসে এবং উপর তলায় উপবেশনকারীদের নিকট দিয়া অতিক্রম করে। তাহারা ভাবিল যে, যদি আমরা আমাদের (নিচের) অংশে ছিদ্র করিয়া লই (যাহাতে উপরে যাওয়ার পরিবর্তে ছিদ্র হইতেই পানি লইয়া লইব) এবং আমাদের উপরের লোকদেরকে কষ্ট না দেই (তবে কতই না উত্তম হয়)। এমতাবস্থায় যদি উপরওয়ালারা নিচের লোকদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত হইতে বিরত না রাখে (আর তাহারা ছিদ্র করিয়া ফেলে) তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা তাহাদের হাত ধরিয়া ফেলে (যে, ছিদ্র করিতে দিব না) তবে তাহারা নিজেরাও বাঁচিবে এবং অন্যান্য সমস্ত মুসাফিরগণও বাঁচিয়া যাইবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীসে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত একটি জাহাজের সহিত দেওয়া

হইয়াছে, যাহাতে আরোহীগণ একে অন্যের ভুলের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারে না। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক কাওমের ন্যায় একই জাহাজের আরোহী। এই জাহাজে হুকুম পালনকারীও রহিয়াছে। হুকুম অমান্যকারীও রহিয়াছে। যদি অবাধ্যতা ব্যাপক হইয়া যায় তবে উহাতে শুধু সেই শ্রেণীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না যাহারা হুকুম অমান্য করিতেছে বরং সমস্ত কাওম ও সমস্ত দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব মানবসমাজকে ধ্বংস হইতে বাঁচানোর জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা হইতে বিরত রাখা একান্ত জরুরী। যদি এরূপ করা না হয়, তবে সমগ্র মানব সমাজ আল্লাহ তায়ালার আযাবে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১০- عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ حِيْنَ يَأْذَنُ اللّٰهُ فِيْ هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ. رواه الطبرانى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٧/٥٢٨

১০. হযরত উরস্ ইবনে আমীরাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের ভুলের উপর সকলকে (যাহারা সেই ভুলে লিপ্ত নহে) আযাব দেন না, অবশ্য ঐ অবস্থায় সকলকে আযাব দেন যখন হুকুম পালনকারীগণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও অমান্যকারীদেরকে বাধা না দেয়।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

১১- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ ﷺ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعٰى لَهُ. رواه البخارى، باب قول النبى ﷺ لا ترجعوا بعدى كفارا ...، رقم:٧٠٧٨

১১. হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জের সময় ১০ই জিলহজ্জ মিনাতে খোতবার শেষে) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি? (সাহাবা (রাযিঃ) বলেন,) আমরা আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। আপনি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি (ইহাদের স্বীকারোক্তির উপর) সাক্ষী

হইয়া যান। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, যাহারা এখানে উপস্থিত আছে তাহারা ঐসমস্ত লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে যাহারা এখানে উপস্থিত নাই। কারণ, অনেক সময় দ্বীনের কথা যাহাকে পৌঁছানো হয় সে, যে পৌঁছাইয়া দেয় তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে সক্ষম হয়।

(বোখারী)

ফায়দা ঃ এই হাদীস শরীফে তাকীদ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন কথা শুনার পর উহা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবে না, বরং উহা অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। হয়ত অন্যরা তাহার অপেক্ষা বেশী স্মরণ রাখিতে পারিবে। (ফাতহুল বারী)

১২- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن

১২. হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই আমর বিল মারুফ নহী আনিল মুনকার (সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) করিতে থাক। নতুবা অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আপন আযাব পাঠাইয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা দোয়া করিলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করিবেন না। (তিরমিযী)

১৩- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ. رواه البخارى، باب يأجوج ومأجوج، رقم:٧١٣٥

১৩. হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, জ্বি হাঁ, যখন অসৎ কাজ ব্যাপক হইয়া যাইবে। (বোখারী)

١٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات ....، رقم:١٣٥٦

১৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এক ইহুদী ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি তাহার মাথার নিকট বসিলেন এবং বলিলেন, মুসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার দিকে দেখিল। পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল। পিতা বলিল, আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কথা মানিয়া লও। অতএব সে ছেলে মুসলমান হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন বলিতেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি এই ছেলেকে (জাহান্নামের) আগুন হইতে বাঁচাইয়া লইলেন। (বোখারী)

١٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ، فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. رواه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للخير، رقم:٢٣٨

১৫. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন ভাণ্ডার। অর্থাৎ দ্বীনের উপর আমল করা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতের ভাণ্ডার হইতে উপকৃত হওয়ার উপায় এই সমস্ত ভাণ্ডারের জন্য চাবি রহিয়াছে। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের চাবি (ও) অকল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ—যাহাকে হেদায়াতের উসীলা বানাইয়া দেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণের চাবি (ও) কল্যাণের তালা বানাইয়া দেন। অর্থাৎ যে গোমরাহীর উসীলা হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٦- عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنِّىْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا. رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل٣/١١٠٤، دار ابن كثير، دمشق

১৬. হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করিলাম যে, আমি ভালভাবে ঘোড়ায় সওয়ার হইতে পারি না। তিনি আমার বুকের উপর হাত মারিয়া দোয়া দিলেন, আয় আল্লাহ, ইহাকে ভাল ঘোড়সওয়ার বানাইয়া দিন এবং নিজে সরলপথে চলিয়া অন্যদের জন্যও সরল পথ প্রদর্শনকারী বানাইয়া দেন। (বোখারী)

١٧- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَرٰى أَمْرًا، لِلّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُوْلُ فِيْهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْلَ فِىْ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُوْلُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُوْلُ: فَإِيَّاىَ، كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشٰى. رواه ابن ماجه، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم:٤٠٠٨

১৭. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ নিজেকে হেয় মনে না করে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, নিজেকে হেয় মনে করার কি অর্থ? এরশাদ করিলেন, এমন কোন বিষয় দেখে যাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তাহার উপর সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সে উক্ত বিষয়ে কিছুই বলে না। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে বলিবেন, কি জিনিস তোমাকে অমুক অমুক বিষয়ে কথা বলিতে বাধা দিয়াছিল? সে আরজ করিবে, মানুষের ভয়ে বলি নাই যে, তাহারা আমাকে কষ্ট দিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমি ইহার বেশী উপযুক্ত ছিলাম যে, তুমি আমাকে ভয় করিতে। (ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসৎ কাজে নিষেধ করার যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে মানুষের ভয়ে সেই দায়িত্ব পালন না করা হইল

নিজেকে নিজে হেয় মনে করা।

١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ: يَا هٰذَا! اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ"-إِلٰى قَوْلِهِ-"فٰسِقُوْنَ" [المائدة:٧٨-٨١] ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللّٰهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

رواه أبو داوٗد، باب الأمر والنهي، رقم:٤٣٣٦

১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এইভাবে আরম্ভ হইল যে, একজন যখন অপরজনের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং তাহাকে বলিত, হে অমুক, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, তুমি যে কাজ করিতেছ তাহা ছাড়িয়া দাও, কেননা উহা তোমার জন্য জায়েয নাই। অতঃপর দ্বিতীয় দিন যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত তখন তাহার না মানা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি নিজের সম্পর্কের দরুন তাহার সহিত খানাপিনা, উঠাবসা পূর্বের মতই করিত। যখন ব্যাপকভাবে এরূপ হইতে লাগিল এবং আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করা ছাড়িয়া দিল তখন আল্লাহ তায়ালা ফরমাবরদারদের দিলকে নাফরমানদের ন্যায় কঠিন করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

হইতে فٰسِقُوْنَ পর্যন্ত পড়িলেন।

(প্রথম দুই আয়াতের তরজমা এই) বনী ইসরাঈলের উপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লা'নত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা নাফরমানী করিত এবং সীমা

অতিক্রম করিত। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে তাহারা একে অপরকে নিষেধ করিত না। প্রকৃতই তাহাদের এই কাজ মন্দ ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্য সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান কর, জালেমকে জুলুম হইতে বিরত রাখিতে থাক এবং তাহাকে হক কথার দিকে টানিয়া আনিতে থাক আর তাহাকে হকের উপর ধরিয়া রাখ। (আবু দাউদ)

١٩- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة:١٠٥]، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، رقم:٢١٦٨

১৯. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা, তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, নিজেদের ফিকির কর, যখন তোমরা সোজা পথে চলিতেছ তখন যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয় তাহার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন লোকেরা জালেমকে জুলুম করিতে দেখিয়াও তাহাকে জুলুম হইতে বাধা দিবে না, তখন অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সকলকে স্বীয় ব্যাপক আযাবে লিপ্ত করিয়া দিবেন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তোমরা আয়াতের মর্ম এই বুঝ যে, যখন মানুষ নিজে হেদায়াতের উপর রহিয়াছে তখন তাহার জন্য আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার করা জরুরী নহে, কারণ অন্যদের ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হাদীস বর্ণনা করিয়া আয়াতের এই ভুল অর্থকে নাকচ করিলেন। যাহা দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, যথাসম্ভব অন্যায় কাজ হইতে বাধা দেওয়া এই উম্মতের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক

ব্যক্তির কাজ। আয়াতের সঠিক অর্থ এই যে, হে ঈমানদারগণ, নিজের সংশোধনের ফিকির কর। তোমাদের দ্বীনের রাস্তায় চলা এইভাবে হউক যে, নিজেরও সংশোধন করিতেছ আবার অন্যদের সংশোধনেরও চেষ্টা করিতেছ। তারপর যদি কেহ তোমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও গোমরাহ হইয়া যায় তবে তাহার গোমরাহ হওয়ার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।

(বয়ানুল কুরআন)

٢٠- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَاَيُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَاَيُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ، عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ، وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مِرْبَادًا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

رواه مسلم، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ....، رقم:٣٦٩

২০. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের দিলের উপর আগে পিছে এমনভাবে ফেৎনাসমূহ আসিবে যেমন চাটাইয়ের চটাগুলি আগে পিছে একটা অপরটার সহিত জড়িত থাকে। অতএব যে দিল এই সকল ফেৎনা হইতে কোন একটিকে গ্রহণ করিবে সে দিলে একটি কাল দাগ লাগিয়া যাইবে। আর যে দিল উহা গ্রহণ করিবে না সে দিলে একটি সাদা চিহ্ন লাগিয়া যাইবে। অবশেষে দিল দুই প্রকার হইয়া যাইবে। একটি সাদা মর্মর পাথরের ন্যায়,—যতদিন আসমান যমিন কায়েম থাকিবে কোন ফেৎনা উহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ মর্মর পাথর মসৃণ হওয়ার কারণে যেমন উহার উপর কোন জিনিস স্থির থাকিতে পারে না তেমনি ঈমান মজবুত হওয়ার কারণে তাহার দিলের উপর ফেৎনা কোন প্রভাব ফেলিতে পারিবে না।) দ্বিতীয় প্রকার দিল, কালো ছাই রঙের উপুড় করা পেয়ালার ন্যায় হইবে। অর্থাৎ অধিক গুনাহের কারণে দিল কালো হইয়া যাইবে। যেমন উপুড় করা পেয়ালার মধ্যে কোন জিনিস থাকে না তেমনি এই দিলের মধ্যে গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ঈমানের নূর অবশিষ্ট থাকিবে না। যে কারণে সে না নেকীকে নেকী, না গুনাহকে গুনাহ বুঝিবে। শুধু নিজের খাহেশের উপর আমল করিবে, যাহা তাহার দিলের ভিতর জমিয়া গিয়া থাকিবে। (মুসলিম)

٢١- عَنْ اَبِيْ اُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: سَاَلْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ؟ (عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ) قَالَ: اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْهَا خَبِيْرًا، سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: بَلِ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَاْيٍ بِرَاْيِهِ، فَعَلَيْكَ يَعْنِيْ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَاِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ، اَلصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ اَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَقَالَ (اَبُوْثَعْلَبَةَ): يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ. رواه أبوداود، باب الأمر والنهي، رقم:٤٣٤١

২১. হযরত আবু উমাইয়্যাহ শা'বানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু সা'লাবাহ খুশানী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ 'অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের ফিকির কর', এর ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি এমন ব্যক্তির নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে এই ব্যাপারে খুব ভালভাবে অবগত আছে। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন যে, (ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, শুধু নিজের ফিকির কর) বরং একে অন্যকে সৎকাজের আদেশ করিতে থাক এবং অসৎ কাজ হইতে বাধা দিতে থাক। অতঃপর যখন দেখিবে যে, লোকেরা ব্যাপকভাবে কৃপণতা করিতেছে, খাহেশাতকে পূরণ করা হইতেছে, দুনিয়াকে দ্বীনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের রায়কে পছন্দ করিতেছে (অন্যের রায়কে মানিতেছে না) তখন সাধারণ লোকদেরকে ছাড়িয়া নিজের সংশোধনের ফিকিরে লাগিয়া যাইও। কেননা শেষ যামানায় এমন দিন আসিবে যখন দ্বীনের হুকুমসমূহের উপর অটল থাকিয়া আমল করা জ্বলন্ত কয়লা হাতে লওয়ার ন্যায় কঠিন হইবে। সেই সময় আমলকারী তাহার একটি আমলের উপর এত পরিমাণ সওয়াব পাইবে যত পরিমাণ পঞ্চাশজন উক্ত আমল করিলে পায়। হযরত আবু সা'লাবা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ,

তাহাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের সওয়াব পাইবে, (না আমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশ জনের)? (কেননা সাহাবা (রাযিঃ)দের আমলের সওয়াব অনেক বেশী) এরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে পঞ্চাশজনের সওয়াব সেই একজন পাইবে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ এই নয় যে, শেষ যমানায় আমলকারী ব্যক্তি তাহার এই বিশেষ ফযীলতের কারণে সাহাবা (রাযিঃ)দের অপেক্ষা মর্যাদায় বাড়িয়া যাইবে। কেননা সাহাবা (রাযিঃ) সর্বাবস্থায় অবশিষ্ট সমস্ত উম্মত হইতে উত্তম।

এই হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, আমর বিল মারুফ নহী আনিল মুনকার করিতে থাকা জরুরী। অবশ্য যদি এমন সময় আসিয়া পড়ে যে, হক কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা একেবারেই খতম হইয়া যায় তবে সেই সময় পৃথক হইয়া থাকার হুকুম রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে এখনও সেই সময় উপস্থিত হয় নাই, কেননা এখনও এই উম্মতের মধ্যে হক কথা কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

٢٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ، قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا..... رقم:٦٢٢٩

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসিও না। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য রাস্তার উপর না বসিয়া উপায় নাই, আমরা সেখানে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি বসিতেই হয় তবে রাস্তার হকসমূহ আদায় করিবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাস্তার হকসমূহ কি? তিনি এরশাদ করিলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া, (অথবা স্বয়ং কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া) সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। (বোখারী)

ফায়দা ঃ সাহাবা (রাযিঃ)দের উদ্দেশ্য ছিল, রাস্তায় বসা হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমরা মজলিস করিতে পারি। এইজন্য যখন আমরা কয়েকজন একত্রিত হই তখন সেখানে রাস্তার উপরেই বসিয়া যাই এবং নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করি। একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করি। কেহ অসুস্থ হইলে তাহার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, পরস্পর কোন মনঃকষ্ট থাকিলে উহা দূর করিয়া আপোষ করি।

(মাজাহিরে হক)

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رقم:١٩٢١

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমাদের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে না। (তিরমিযী)

٢٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحديث) رواه البخاري، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، رقم:٧٠٩٦

২৪. হযরত হোযাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের স্ত্রী, মাল, আওলাদ এবং প্রতিবেশী সম্পর্কিত হুকুম পালনে যে ত্রুটি বিচ্যুতি ও গুনাহ হয়, নামায সদকা আমর বিল মারুফ ও নহী আনিল মুনকার উহার কাফফারা হইয়া যায়। (বোখারী)

٢٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا

بِأَهْلِهَا، قَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ. مشكاة المصابيح، رقم:٥١٥٢

২৫. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন যে, অমুক শহরকে উহার বাসিন্দা সহ উল্টাইয়া দাও। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দাও রহিয়াছে, যে ক্ষণিকের জন্যও আপনার নাফরমানী করে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, তুমি সেই শহরকে উক্ত ব্যক্তিসহ সমস্ত শহরবাসীর উপর উল্টাইয়া দাও। কেননা শহরবাসীকে আমার হুকুম অমান্য করিতে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও সেই ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তন হয় নাই। (মেশকাতুল মাসাবীহ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার এরশাদের সারমর্ম এই যে, এই কথা সত্য যে, আমার বান্দা কখনও আমার নাফরমানী করে নাই, কিন্তু তাহার এই অপরাধই বা কম কিসে যে, লোকজন তাহার সম্মুখে গুনাহ করিতে থাকিল, আর সে নিশ্চিন্ত মনে তাহা দেখিতে থাকিল। অসৎ কাজ ছড়াইতে থাকিল এবং লোকেরা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিতে থাকিল, কিন্তু সেই অসৎ কাজ ও নাফরমানীতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে দেখিয়া তাহার চেহারায় কখনও অসন্তোষের ভাবও অনুভূত হইল না। (মেরকাত)

٢٦- عَنْ دُرَّةَ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه أحمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر، مجمع الزوائد٧/٥٢٠

২৬. হযরত দুররাহ বিনতে আবি লাহাব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে

বেশী কুরআন শরীফ পাঠকারী, সবচেয়ে বেশী তাকওয়া ওয়ালা, সবচেয়ে বেশী সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজে নিষেধকারী এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারকারী।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٢٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلٰى كِسْرٰى، وَإِلٰى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. رواه مسلم، باب كتب النبي ﷺ إلى ملوك الكفار ....، رقم:٤٦٠٩

২৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসরা, কাইসার, নাজাশী এবং বড় বড় শাসনকর্তাদের নিকট চিঠি লিখিলেন। (সেই সমস্ত চিঠির মাধ্যমে) তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দিলেন। এই নাজাশী সেই নাজাশী নহে (যে মুসলমান হইয়াছিল এবং) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার নামাযে জানাযা পড়াইয়াছিলেন (বরং এই নাজাশী অন্য ব্যক্তি ছিলেন। হাবশার প্রত্যেক বাদশার উপাধি নাজাশী হইত)। (মুসলিম)

٢٨- عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. رواه أبو داوُد، باب الأمر والنهي، رقم:٤٣٤٥

২৮. হযরত উরস্ ইবনে আমীরাহ্ কিন্দী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জমিনে কোন গুনাহ করা হয় তখন যে উহা দেখিয়াছে এবং উহাকে খারাপ মনে করিয়াছে সে উহার আযাব হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায় নিরাপদে থাকিবে, যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল না। আর যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সেই গুনাহ হওয়াকে খারাপ মনে করিল না, সে উক্ত গুনাহের আযাবে সেই ব্যক্তির ন্যায় অংশীদার হইবে যে গুনাহের স্থানে উপস্থিত ছিল। (আবু দাউদ)

٢٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفَلَّتُونَ مِنْ يَدِيْ.

رواه مسلم، باب شفقته ﷺ على أمته ...، رقم:٥٩٥٨

২৯. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ সেই ব্যক্তি ন্যায় যে আগুন জ্বালাইল, আর কীটপতঙ্গ সেই আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিল আর সে উহাদিগকে আগুন হইতে সরাইতে লাগিল। আমিও তোমাদের কোমরে ধরিয়া ধরিয়া তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাইতেছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত হইতে ছুটিয়া যাইতেছ। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের পড়িতেছ। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ উক্ত হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে স্বীয় উম্মতকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাইবার জন্য সীমাহীন দয়ামায়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। (নাভাভী)

٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:٣٤٧٧

৩০. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইতেছি, তিনি এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার কাওম তাঁহাকে এত মারপিট করিল যে, রক্তাক্ত করিয়া দিল, আর তিনি আপন চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমার কাওমকে ক্ষমা করিয়া দিন, কারণ তাহারা জানে না। (এই ধরনের ঘটনা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে ঘটিয়াছে।) (বোখারী)

٣١- عَنْ هِنْدِ بْنِ أَبِيْ هَالَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَا

يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ. (وهو طرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، رقم:٢٢٦

৩১. হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, তিনি (উম্মতের ব্যাপারে) সর্বদা ভারাক্রান্ত ও সারাক্ষণ চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এক মুহূর্তের জন্য তাহার আরাম ছিল না। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাকিতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলিতেন না। (শামায়েলে তিরমিযী)

٣٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثقيف وبني حنيفة، رقم:٣٩٤٢

৩২. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাকীফ গোত্রের তীরগুলি আমদিগকে শেষ করিয়া দিল, আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আয় আল্লাহ, সাকীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন। (তিরমিযী)

٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ﴾ [إبراهيم:٣٦] الآية وَقَالَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [المائدة:١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ، وَبَكٰى، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا جِبْرِيْلُ! اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللّٰهُ: يَاجِبْرِيْلُ! اذْهَبْ إِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ. رواه مسلم، باب دعاء النبي ﷺ لأمته ...، رقم:٤٩٩

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের সেই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ ঃ হে আমার রব, এই সমস্ত মূর্তিগুলি অনেক মানুষকে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে। (অতএব নিজের ও নিজের আওলাদদের জন্য মূর্তিপূজা হইতে বাঁচার দোয়া করিতেছি, এমনিভাবে জাতিকেও মূর্তিপূজা হইতে বাধা প্রদান করিতেছি।) অতঃপর (আমার বলার পর) যে আমার কথা মানিল, সে তো আমার আছেই (এবং তাহার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রহিয়াছে)। আর যে আমার কথা মালি না (তাহাকে আপনি হেদায়াত দান করুন, কেননা) আপনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল এবং অতিশয় দয়াময়। (হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুমিনীনদের জন্য শাফায়াত করা ও কাফেরদের জন্য হেদায়াত কামনা করা।)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ ঃ যদি আপনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন তবে ইহারা আপনার বান্দা এবং আপনি তাহাদের মালিক। (আর মালিকের জন্য বান্দাদিগকে তাহাদের গুনাহের উপর শাস্তি প্রদানের অধিকার রহিয়াছে।) আর যদি আপনি তামাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি মহাপরাক্রান্ত, (কুদরত ওয়ালা, অতএব ক্ষমা করার উপরও ক্ষমতা রাখেন এবং) হেকমতওয়ালা (ও)। (অতএব আপনার ক্ষমা ও হেকমত অনুসারে হইবে।)

উভয় আয়াত তেলাওয়াত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর আপন উম্মতের কথা স্মরণ হইল, সুতরাং তিনি) দোয়ার জন্য হাত উঠাইলেন এবং আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার উপর আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও। যদি তোমার রব সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন তবুও তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কেন

কাঁদিতেছেন? অতএব হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে এই চিন্তা আমাকে কাঁদাইতেছে যে, আখেরাতে তাহাদের কি উপায় হইবে। (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যাইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথা আরজ করিলে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, হে জিবরাঈল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল যে, তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব এবং তোমাকে ব্যথিত করিব না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহ তায়ালার এই পয়গাম শুনিয়া বলিলেন, আমি তো তখন নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইব যখন আমার একজন উম্মতীও দোযখে না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুধু তাঁহার সম্মানার্থে পাঠাইয়াছিলেন। (মাআরিফুল হাদীস)

٣٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طِيْبَ نَفْسٍ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ادْعُ اللّٰهَ لِيْ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حَتّٰى سَقَطَ رَأْسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيَسُرُّكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَسُرُّنِيْ دُعَاؤُكَ؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِيْ لِأُمَّتِيْ فِيْ كُلِّ صَلَاةٍ.

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة، مجمع الزوائد٩/٣٩٠

৩৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট দেখিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, ...اللهم اغفر لعائشة অর্থাৎ আয় আল্লাহ, আয়েশার অতীত ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিন এবং ঐ সমস্ত

গুনাহও মাফ করিয়া দিন যাহা সে গোপনে বা প্রকাশ্যে করিয়াছে। এই দোয়া শুনিয়া আমি আনন্দে এই পরিমাণ হাসিলাম যে, আমার মাথা আমার কোলের সঙ্গে লাগিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার দোয়ার কারণে তোমার কি খুব আনন্দ হইতেছে? আমি বলিলাম, আপনার দোয়ার কারণে আমি কেন আনন্দিত হইব না? তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এই দোয়া আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক নামাযের মধ্যে করিয়া থাকি।

(বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٣٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِىْ. (وهو بعض الحديث) رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن "الإسلام بدأ غريبا...."، رقم: ٢٦٣٠

৩৫. হযরত আমর ইবনে আওফ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দ্বীন শুরুতে অপরিচিত ছিল এবং অতিসত্বর আবার পূর্বের ন্যায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। অতএব ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ যাহাদিগকে দ্বীনের কারণে অপরিচিত মনে করা হইবে। ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা আমার পর লোকেরা আমার তরীকার মধ্যে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটাইয়াছে উহার সংশোধন করিবে। (তিরমিযী)

٣٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: إِنِّىْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٦٦١٣

৩৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করার দরখাস্ত করা হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে লা'নতকারী হিসাবে পাঠানো হয় নাই, আমাকে শুধু রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (মুসলিম)

٣٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا. رواه مسلم، باب فى الأمر بالتيسير....، رقم: ٤٥٢٨

৩৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সহজ কর, কঠিন করিও না, লোকদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং ঘৃণা সৃষ্টি করিও না। (মুসলিম)

٣٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ لِسَانَهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ، إِلَّا أَجْرَى اللّٰهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد ٣/٢٦٦

৩৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আপন যবান দ্বারা কোন হক কথা বলে যাহার উপর পরবর্তীতে আমল হইতে থাকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য উহার সওয়াব জারি করিয়া দেন। আবার আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন উহার পুরাপুরি সওয়াব দান করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٣٩- عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه أبو داؤد، باب فى الدال على الخير، رقم: ٥١٢٩

৩৯. হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের দিকে পথ দেখায় সে সৎকর্মকারীদের সমান সওয়াব লাভ করে। (আবু দাউদ)

٤٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رواه مسلم، باب من سنّ سنة حسنة....، رقم: ٦٨٠٤

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হেদায়াত ও সৎকাজের দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আমল সমান সওয়াব পাইতে থাকিবে যাহারা সেই সৎকাজের অনুসরণ করিবে এবং

অনুসরণকারীদের সওয়াবে কোন কম হইবে না। এমনিভাবে যে গোমরাহীর কাজের দিকে দাওয়াত দিবে সে ঐ সমস্ত লোকদের আমলের গুনাহ পাইতে থাকিবে যাহারা সেই গোমরাহীর অনুসরণ করিবে এবং ইহার কারণে সেই অনুসরণকারীদের গুনাহে কোন কম হইবে না। (মুসলিম)

٤١- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُوْنَهُمْ، وَلَايَعِظُوْنَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ، وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ، وَلَا يَتَّعِظُوْنَ، وَاللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَعِظُوْنَهُمْ، وَيَأْمُرُوْنَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُوْنَ، وَيَتَّعِظُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ قَوْمٌ: مَنْ تَرَوْنَهُ عَنٰى بِهٰؤُلَاءِ؟ قَالُوا: الْأَشْعَرِيِّيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فُقَهَاءُ، وَلَهُمْ جِيْرَانٌ جُفَاةٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَالْأَعْرَابِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَكَرْتَ قَوْمًا بِخَيْرٍ، وَذَكَرْتَنَا بِشَرٍّ، فَمَا بَالُنَا؟ فَقَالَ: لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ، وَلَيَعِظُنَّهُمْ، وَلَيَأْمُرُنَّهُمْ، وَلَيَنْهَوُنَّهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَتَّعِظُوْنَ، وَيَتَفَقَّهُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا (وَفِىْ رِوَايَةٍ: أَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟) فَأَعَادَ قَوْلَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَادُوا قَوْلَهُمْ، أَنُفَطِّنُ غَيْرَنَا (وَفِىْ رِوَايَةٍ: أَبِطَيْرِ غَيْرِنَا؟) فَقَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا، فَقَالُوا: أَمْهِلْنَا سَنَةً، فَأَمْهَلَهُمْ سَنَةً لِيُفَقِّهُوْهُمْ، وَيُعَلِّمُوْهُمْ، وَيَعِظُوْهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِىْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ الْآيَةَ. رواه الطبرانى فى الكبيرعن بكير بن معروف عن علقمة،

الترغيب ١/١٢٢، بكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب.

৪১. হযরত আলকামা ইবনে সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিলেন, যাহাতে

কতিপয় মুসলমান কাওমের প্রশংসা করিলেন। তারপর এরশাদ করিলেন, ইহা কেমন কথা যে, কতিপয় কাওম তাহাদের নিজ প্রতিবেশীদের মধ্যে না দ্বীনের বুঝ পয়দা করে, না দ্বীন শিক্ষা দেয়, না তাহাদিগকে নসীহত করে, না তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করে, না তাহাদিগকে অসৎকাজ হইতে বারণ করে! আর কি ব্যাপার! কতিপয় কাওম নিজ প্রতিবেশীর নিকট হইতে না এলেম শিক্ষা করে, না দ্বীনের বুঝ হাসিল করে, আর না নসীহত গ্রহণ করে। আল্লাহর কসম, এই সমস্ত লোকেরা নিজ প্রতিবেশীদেরকে এলেম শিক্ষা দিবে তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ পয়দা করিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে, তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। আর অন্য লোকেরা তাহাদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট হইতে দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে এবং তাহাদের নসীহত গ্রহণ করিবে। নতুবা আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে নিচে নামিয়া আসিলেন।

লোকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বলাবলি হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ কওম সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন? লোকেরা বলিল, আশআরী কাওমের লোকজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ, তাহারা এলেম ওয়ালা আর তাহাদের আশে পাশের গ্রামের লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। আশআরী লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কতিপয় কাওমের প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের কি অন্যায় হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুনরায়) এরশাদ করিলেন, এই সমস্ত লোকেরা নিজেদের প্রতিবেশীদিগকে এলেম শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে নসীহত করিবে তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎ কাজ হইতে বারণ করিবে। এমনিভাবে অন্যদের উচিত যে, তাহারা নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবে, তাহাদের নিকট নসীহত গ্রহণ করিবে, দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে। নতুবা আমি তাহাদের সকলকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি প্রদান করিব।

আশআরীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি অন্যদেরকে জ্ঞানদান করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আপন সেই হুকুম এরশাদ করিলেন। তাহারা তৃতীয়বার একই

কথা আরজ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজের সেই হুকুম এরশাদ করিলেন। অতঃপর তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদিগকে এক বৎসরের সময় দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিবেশীদেরকে শিখাইবার জন্য এক বৎসরের সুযোগ দিলেন। যাহাতে তাহাদের মধ্যে দ্বীনের বুঝ পয়দা করে, তাহাদিগকে শিখায় এবং তাহাদিগকে নসীহত করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ (الآية)

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহাদের উপর হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালামের যবানে লা'নত করা হইয়াছিল। আর এই লা'নত এইজন্য করা হইয়াছিল যে, তাহারা আদেশের বিরোধিতা করিয়াছে এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যে অন্যায় কাজে তাহারা লিপ্ত ছিল উহা হইতে একে অপরকে নিষেধ করিত না। তাহাদের এই কাজ প্রকৃতই খারাপ ছিল। (তাবারানী, তরগীব)

٤٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ: يَا فُلَانُ! مَا شَأْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ. رواه البخاري، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم:٣٢٦٧

৪২. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, যাহাতে তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। সে নাড়ীভুঁড়ির চারিদিকে এমনভাবে ঘুরিতে থাকিবে যেমন জাঁতার গাধা জাঁতার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ জাঁতা ঘোরানোর জন্য যেমন জানোয়ারকে জাঁতার চারিদিকে ঘোরানো হইয়া থাকে

তেমনিভাবে এই ব্যক্তি তাহার নাড়ীভুঁড়ির চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। জাহান্নামের লোকেরা তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, হে অমুক, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ করিতে না এবং অসৎ কাজ হইতে আমাদিগকে নিষেধ করিতে না? সে উত্তর দিবে, আমি তোমাদিগকে সৎকাজের আদেশ করিতাম, কিন্তু নিজে উহার উপর আমল করিতাম না এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিতাম, কিন্তু নিজে উহা করিতাম। (বোখারী)

٤٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَآءِ؟ قَالُوْا: خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوْا يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ.

رواه أحمد ٣/١٢٠

৪৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শবে মেরাজে আমি এমন এক জামাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি যে, তাহাদের ঠোঁট জাহান্নামের আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে। আমি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, ইহারা ঐ সকল ওয়াজকারী যাহারা অন্যদেরকে সৎকাজের জন্য বলিত, আর নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাইত। অর্থাৎ নিজেরা আমল করিত না, অথচ তাহারা আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িত। তাহারা কি জ্ঞানবান ছিল না? (মুসনাদে আহমাদ)

॥ ॥ ॥

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফযীলত

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾ [الأنفال:٧٤]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নিজেদের ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাহে জিহাদ করিয়াছে, আর যাহারা এই সকল মুহাজিরদিগকে নিজেদের নিকট আশ্রয় দিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে, ইহারা ঈমানের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে মাগফেরাত ও সম্মানজনক রুজী। (আনফাল)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ☆ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ☆ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ [التوبة:٢٠-٢٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাহারা নিজ ঘর ছাড়িয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের জন্য বড় মর্তবা রহিয়াছে, আর এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ কামিয়াব। তাহাদিগকে তাহাদের রব সুসংবাদ দান করিতেছেন আপন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং জান্নাতের এমন বাগানসমূহের যেখানে তাহারা চিরস্থায়ী নেয়ামত লাভ করিবে। সেই সকল জান্নাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে। (তওবাহ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [العنكبوت:٦٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যাহারা আমার (দ্বীনের) খাতিরে কষ্ট সহ্য করে, আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার নিকট পৌছার রাস্তাসমূহ দেখাইয়া দিব। (অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন সমস্ত কথা বুঝাইব যাহা অন্যদের অনুভূতিতেও আসিবে না।) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এখলাসের সহিত আমলকারীদের সহিত আছেন। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [العنكبوت:٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি মেহনত করে সে নিজের লাভের জন্যই মেহনত করে। (নতুবা) আল্লাহ তায়ালার সমগ্র জাহানের কাহারই প্রয়োজন নাই। (আনকাবুত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾ [الحجرات:١٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—কামেল ঈমানদার তো তাহারাই যাহারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর ঈমান আনিয়াছে, অতঃপর (সারাজীবনে কখনও) সন্দেহ করে নাই। (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রত্যেক কথাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে মানিয়া লইয়াছে এবং উহাতে কখনও সন্দেহ করে নাই।) আর নিজের মাল ও জান লইয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। ইহারাই ঈমানে সত্যবাদী। (হুজুরাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ☆ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ☆ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

[الصف:١٠-١٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদিগকে এমন ব্যবসার কথা বলিব, যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে? (আর তাহা এই যে,) তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আপন মাল ও জান লইয়া জেহাদ কর। ইহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা কিছু বুঝ জ্ঞান রাখ। (ইহা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা তোমারে গুনাহসমূহকে মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতের এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উত্তম গৃহসমূহে দাখিল করিবেন যাহা সর্বদা অবস্থানের স্থানসমূহে হইবে। ইহা অনেক বিরাট সফলতা। (ছফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴾ [التوبة:٢٤]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি মুসলমানদিগকে বলিয়া দিন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধনসম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং সেই ব্যবসা যাহাতে তোমরা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা করিতেছ, আর সেই গৃহসমূহ যাহাতে বাস করা তোমরা পছন্দ করিতেছ, (যদি এই সমস্ত জিনিস) তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল হইতে এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা হইতে অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালার শাস্তির নির্দেশ পাঠাইয়া দেন ; আর আল্লাহ তায়ালা আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (তওবা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [البقرة:١٩٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তোমরা জানের সহিত মাল ও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর (এবং জেহাদ ত্যাগ করিয়া) নিজেদিগকে নিজেরা আপন হাতে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করিও না। আর যে কাজই

কর উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদিগকে ভালবাসেন। (বাকারাহ)

হাদীস শরীফ

٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوْذِيْتُ فِي اللّٰهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيْهِ إِبْطُ بِلَالٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب أحاديث عائشة وأنس ....، رقم:٢٤٧٢

৪৪. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দ্বীনের (দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখানো হইয়াছে যে, কাহাকেও এত ভয় দেখানো হয় নাই, এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আমাকে এত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে যে, আর কাহাকেও এত কষ্ট দেওয়া হয় নাই। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্র আমার উপর এরূপ অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমার ও বেলালের জন্য খাওয়ার এমন কোন জিনিস ছিল না যাহা কোন প্রাণী খাইতে পারে। শুধু এই পরিমাণ হইত যাহা বেলালের বগলতলা ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণে হইত। (তিরমিযী)

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ وأهله، رقم:٢٣٦٠

৪৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা একাধারে বহু রাত্র খালি পেটে অনাহারে কাটাইতেন। তাহাদের নিকট রাত্রের খাবার থাকিত না। আর তাঁহাদের খানা সাধারণতঃ যবের রুটি হইত। (তিরমিযী)

٤٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ

خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رواه مسلم،

باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، رقم: ٧٤٤٥

৪৬. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের লোকেরা যবের রুটি ও একাধারে দুইদিন পেট ভরিয়া খান নাই। (মুসলিম)

٤٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هٰذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ أَبُوْكِ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه أحمد والطبراني وزاد: فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتّٰى أَتَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْكِسْرَةِ. ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ١٠/٥٦٢

৪৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যবের রুটির একটি টুকরা পেশ করিলেন। তিনি এরশাদ করিলেন, তোমার পিতা তিন দিন পর এই প্রথম খানা খাইলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তিনি আরজ করিলেন, আমি একটি রুটি বানাইয়াছিলাম, আমার ভাল লাগিল না যে, আপনাকে ছাড়িয়া খাই। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ. رواه البخاري، باب الصحة والفراغ ...، رقم: ٦٤١٤

৪৮. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি খন্দক খনন করিতেছিলেন আর আমরা খন্দক হইতে মাটি বাহির করিয়া অন্য জায়গায় ফেলিতেছিলাম। তিনি আমাদের (এই অবস্থা) দেখিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ, আখেরাতের যিন্দেগীই একমাত্র যিন্দেগী।

আপনি আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন। (বোখারী)

٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. رواه البخاري، باب قول النبي ﷺ كن في الدنيا كأنك غريب ...، رقم: ٦٤١٦

৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কথার গুরুত্বের কারণে মনোযোগী করার উদ্দেশ্যে) আমার কাঁধ ধরিয়া এরশাদ করিলেন, তুমি দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথিকের ন্যায় থাকিও। (বোখারী)

٥٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب ما يحذر من زهرة الدنيا ...، رقم: ٦٤٢٥

৫০. হযরত আমর ইবনে আওফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না, বরং এই ব্যাপারে ভয় করি যে, দুনিয়া তোমাদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয় যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর তোমরাও দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ কর, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিত। অতঃপর দুনিয়া তোমাদিগকে এইভাবে গাফেল করিয়া দেয় যেভাবে তাহাদিগকে গাফেল করিয়া দিয়াছে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, 'তোমাদের ব্যাপারে অভাব অনটনের ভয় করি না'। ইহার অর্থ এই যে, তোমাদের উপর অভাব অনটন আসিবে না, অথবা এই অর্থ যে, অভাব অনটন এই পরিমাণ পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ নহে যে পরিমাণ দুনিয়ার সচ্ছলতা পেরেশানী ও ক্ষতির কারণ।

٥١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله عزوجل، رقم:٢٣٢٠

৫১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি মশার পাখার সমানও হইত, তবে আল্লাহ তায়ালা কোন কাফেরকে দুনিয়া হইতে এক ঢোক পানি পান করাইতেন না। (যেহেতু দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তায়ালার নিকট এই পরিমাণও নাই, সেহেতু কাফের ফাজেরকেও বে-হিসাব দুনিয়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে।) (তিরমিযী)

٥٢- عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللّٰهِ! يَا ابْنَ أُخْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوْقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ. (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن.....، رقم:٧٤٥٢

৫২. হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদ দেখিতাম, তারপর আরেক চাঁদ দেখিতাম, তারপর তৃতীয় চাঁদ দেখিতাম, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরসমূহতে আগুন জ্বলিত না। আমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনাদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইত? তিনি বলিলেন, খেজুর ও পানি দ্বারা। (মুসলিম)

٥٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا خَالَطَ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهْجٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٥٠٢/٥

৫৩. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহার শরীরে আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলাবালি প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٤- عَنْ أَبِيْ عَبْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى النَّارِ. رواه أحمد٣/٤٧٩

৫৪. হযরত আবু আব্স (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা উহাকে দোযখের আগুনের উপর হারাম করিয়া দিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا. رواه النسائى، باب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه، رقم:٣١١٢

৫৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোন বান্দার পেটে একত্র হইতে পারে না এবং কৃপণতা ও (কামেল) ঈমান কোন বান্দার দিলের মধ্যে কখনও একত্র হইতে পারে না। (নাসাঈ)

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا. رواه النسائى، باب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه، رقم:٣١١٥

৫৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্র হইতে পারে না। (নাসাঈ)

٥٧- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ وَجْهُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَمَّنَ اللّٰهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُّ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ إِلَّا أَمَّنَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٤٣

৫৭. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির চেহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হয় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার চেহারাকে অবশ্যই (দোযখের আগুন হইতে) রক্ষা করিবেন। আর যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলিময় হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উভয় পা কে কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। (বাইহাকী)

٥٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. رواه النسائي، باب فضل الرباط، رقم: ٣١٧٢

৫৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন উহা ব্যতীত হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম। (নাসাঈ)

٥٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. (وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٦٨

৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভিতর যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিয়া দেওয়া হয় তবুও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল উহা অপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হইবে। (মেরকাত)

٦٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

৬০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি বিকালও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয় তাহার শরীরে যে পরিমাণ ধুলাবালি লাগিবে সেই পরিমাণ কেয়ামতের দিন সে মেশক পাইবে। (ইবনে মাজাহ)

٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ، فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتّٰى أَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في الغدو ...، رقم: ١٦٥٠

৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী (কোন এক সফরে) এক পাহাড়ী রাস্তায় একটি মিষ্টি পানির ঝর্ণার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেই ঝর্ণাটি উত্তম হওয়ার কারণে তাহার বড় পছন্দ হইল। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, (কি উত্তম ঝর্ণা) কতই না উত্তম হয় যদি আমি লোক সংশ্রব হইতে পৃথক হইয়া এই পাহাড়ী ঘাঁটিতেই অবস্থান করি। কিন্তু আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ব্যতীত কখনও এই কাজ করিব না। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই খেয়াল পেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এরূপ করিও না। কেননা তোমাদের কাহারো আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কিছু সময়) দাঁড়াইয়া থাকা

আপন ঘরে থাকিয়া সত্তর বৎসর নামায পড়া হইতে উত্তম। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাগফেরাত করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দেন? আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ কর। যে ব্যক্তি একটি উটনীর দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় লড়াই করিয়াছে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (তিরমিযী)

٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ. رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد٣/٣٠٠

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহার মাথা ব্যথা হয় এবং সে উহার উপর সওয়াবের নিয়ত রাখে তাহার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِيْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِيْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. رواه أحمد٢/١١٧

৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই মোবারক এরশাদ বর্ণনা করেন, আমার যে বান্দা শুধু আমার সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আমার রাস্তায় মুজাহিদ হইয়া বাহির হয় আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি যে, আমি তাহাকে সওয়াব ও গনীমতের মালসহ ফিরাইয়া আনিব। আর যদি আমি তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লই তবে তাহার মাগফেরাত করিয়া দিব, তাহার উপর দয়া করিব এবং তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিয়া দিব। (মুসনাদে আহমাদ)

٦٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَإِيْمَانًا

بِيْ وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَبَدًا، وَلٰكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأُقْتَلُ. رواه مسلم، باب فضل الجهاد..... رقم:٤٨٥٩

৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়, (আল্লাহ তায়ালা বলেন,) তাহার ঘর হইতে বাহির হওয়ার কারণ আমার রাস্তায় জেহাদ করা, আমার উপর ঈমান আনয়ন, আমার রাসূলগণকে সত্য জানা ব্যতীত আর কিছু না হয়, আমি তাহার ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছি যে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিব, আর না হয় সওয়াব ও গনীমত সহকারে ঘরে ফিরাইয়া আনিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কসম সেই সত্তার, যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (কাহারো) যে কোন যখম লাগে কেয়ামতের দিন সে এই অবস্থায় আসিবে যেন আজই যখম লাগিয়াছে। উহার রং তো রক্তের রং হইবে, কিন্তু উহার সুগন্ধি মেশকের সুগন্ধি হইবে। কসম সেই সত্তার যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, যদি মুসলমানদের কষ্টের আশঙ্কা না হইত তবে আমি কখনও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কোন লশকরের সহিত শরীক না হইয়া পিছনে থাকিতাম না। কিন্তু আমার নিকট এইরূপ সচ্ছলতা নাই যে, সমস্ত লোকের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করি, আর না তাহাদের নিজেদের এইরূপ সামর্থ্য আছে। আর তাহাদের জন্য আমার সহিত যাইতে না পারা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। (অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় চলিয়া যাই আর তাহারা ঘরে থাকিয়া যায়।) কসম,

সেই সত্তার যাহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রাণ, আমার তো ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করি এবং কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। আবার জেহাদ করি, আবার কতল হইয়া যাই। (মুসলিম)

٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوا إِلٰى دِيْنِكُمْ. رواه أبوداؤد، باب في النهى عن العينة، رقم:٣٤٦٢

৬৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন তোমরা ক্রয় বিক্রয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যে পুরাপুরি মশগুল হইয়া যাইবে এবং গরুর লেজ ধরিয়া খেত খামারে মগ্ন হইয়া যাইবে আর জেহাদ করা ছাড়িয়া দিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন অপমান চাপাইয়া দিবেন, যাহা ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হইবে না যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে ফিরিয়া আসিবে। (আর দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদও শামিল রহিয়াছে।) (আবু দাউদ)

٦٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى فضل المرابط، رقم:١٦٦٦

৬৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের কোন চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজির হইবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার দ্বীন ক্রুটিযুক্ত হইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ জেহাদের চিহ্ন এই যে, যেমন তাহার শরীরে কোন যখম অথবা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ধুলাবালি অথবা খেদমত ইত্যাদির দরুন শরীরে কোন দাগ পড়িয়াছে। (শরহে তীবী)

٦٧- عَنْ سُهَيْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمُرَهُ فِيْ أَهْلِهِ. رواه الحاكم٣/٢٨٢

৬৭. হযরত সোহাইল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কাহারো সামান্য সময় আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পরিবার পরিজনের মধ্যে থাকিয়া সারা জীবনের নেক আমল হইতে উত্তম। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَآهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء فى السفر يوم الجمعة، رقم:٥٢٧

৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)কে এক জামাতে পাঠাইলেন। সেদিন জুমুআর দিন ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ)এর সঙ্গীগণ সকালবেলা রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি পরে যাইব যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায আদায় করিতে পারি। তারপর সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জুমুআর নামায পড়িলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদের সহিত সকালে কেন গেলে না? তিনি আরজ করিলেন, আমার ইচ্ছা হইল যে, আপনার সহিত জুমুআর নামায পড়িয়া লই, তারপর তাহাদের সহিত যাইয়া মিলিত হইব। তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তুমি জমিনের বুকে যাহা কিছু আছে উহা সমস্তও খরচ করিয়া দাও তবুও যাহারা সকালে গিয়াছে তাহাদের সমপরিমাণ সওয়াব হাসিল করিতে পারিবে না। (তিরমিযী)

٦٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ نَمْكُثُ حَتّٰى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: أَوَ لَا تُحِبُّوْنَ أَنْ تَبِيْتُوا فِيْ خَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ. السنن الكبرى٩/١٥٨

৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাতকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার হুকুম দিলেন। তাহারা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাত্রেই চলিয়া যাইব, না অপেক্ষা করিয়া সকালে যাইব? তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা কি ইহা চাও না যে, জান্নাতের বাগানের মধ্য হইতে কোন এক বাগানে তোমরা এই রাত্রটি অতিবাহিত কর? অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রাত কাটানোর অর্থ জান্নাতের বাগানে রাত কাটানো।

(সুনানে কুবরা)

৭০- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه البخارى، باب وسمّى النبى ﷺ الصلاة عملا، رقم: ٧٥٣٤

৭০. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি এরশাদ করিলেন, সময়মত নামায পড়া, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা, তারপর আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (বোখারী)

৭১- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: الحديث صحيح ٢/٢٥٢

৭১. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন যে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে রহিয়াছে। যদি জীবিত থাকে তবে তাহাদিগকে রুজী দেওয়া হইবে এবং তাহাদের কাজে সাহায্য করা হইবে। আর যদি তাহাদের মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। একজন ঐ ব্যক্তি—যে আপন ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি—যে মসজিদে গমন করে। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি—যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হয়। (ইবনে হিব্বান)

৭২- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ طَرِيْقُهُ عَلَيْنَا، يَأْتِيْ عَلَى الْحَيِّ فَيُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ عِيْرٍ لَنَا، فَبِعْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَلَآتِيَنَّ مَنْ بَعْدِيْ بِخَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يُرِيْنِيْ بَيْتًا، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ عَنْزَةً وَصِيْصَتَهَا الَّتِيْ تَنْسِجُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا وَصِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنِّيْ قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِيْ وَصِيْصَتِيْ، وَإِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَنْزِيْ وَصِيْصَتِيْ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَهُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَصِيْصَتُهَا وَمِثْلُهَا، وَهَاتِيْكَ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُصَدِّقُكَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥/٤٠٥

৭২. হযরত হুমাইদ ইবনে হেলাল (রহঃ) বলেন, তুফাওয়া গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। তাঁহার আসা যাওয়ার রাস্তায় আমাদের গোত্র পড়িত। তিনি (আসা–যাওয়ার পথে) আমাদের গোত্রে আসিতেন এবং গোত্রের লোকদেরকে হাদীস শুনাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, একবার আমি আমার ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত মদীনা মুনাওয়ারায় গেলাম। সেখানে আমরা আমাদের সামানপত্র বিক্রয় করিলাম। অতঃপর আমি মনে মনে বলিলাম, আমি এই ব্যক্তি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবশ্যই যাইব এবং তাঁহার অবস্থা জানিয়া আমার গোত্রের লোকদেরকে জানাইব। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে একটি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, এই ঘরে একজন মহিলা ছিল। সে মুসলমানদের এক জামাতের সহিত আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গেল। যাওয়ার সময় সে ঘরে বারটি বকরী এবং নিজের কাপড় বুনার একটি কাঁটা যাহা দ্বারা সে কাপড় বুনার কাজ করিত রাখিয়া গেল। তাহার একটি বকরী ও সেই কাঁটা হারাইয়া গেল। সেই মহিলা বলিতে লাগিল, ইয়া রব, যে ব্যক্তি আপনার রাস্তায় বাহির হয় তাহার সর্বপ্রকার হেফাজতের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। (আর

আমি আপনার রাস্তায় গিয়াছিলাম এবং আমার অনুপস্থিতিতে) আমার বকরীগুলি হইতে একটি বকরী ও আমার কাপড় বুনার কাঁটা হারাইয়া গিয়াছে। আমি আমার বকরী ও কাঁটাটার ব্যাপারে আপনাকে কসম দিতেছি (যেন আমি উহা ফেরৎ পাই)। বর্ণনাকারী বলেন, সেই মহিলা কিভাবে অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সহিত আপন রবের নিকট দোয়া করিয়াছিল তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটিকে বলিতে লাগিলেন। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সেই বকরী ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি বকরী এবং তাহার সেই কাঁটা ও উহার সহিত অনুরূপ আরেকটি কাঁটা (আল্লাহ তায়ালার গায়েবী খাজানা হইতে) সে পাইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই সেই মহিলা। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার। সেই তুফাওয়া গোত্রীয় লোকটি বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, (আমার সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই) আমি আপনার নিকট হইতে শুনিয়াই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। (আপনার কথার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।) (মুসনাদে আহমাদ, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٧٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللّٰهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ (وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ) وَجَاهِدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ، وَأَقِيْمُوا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٧٤

৭৩. হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই জিহাদ কর। কেননা ইহা জান্নাতের দরজাসমূহ হইতে একটি দরজা। আল্লাহ তায়ালা ইহা দ্বারা দুঃখ–চিন্তা দূর করিয়া দেন।

এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দূরে এবং কাছে যাইয়া জেহাদ কর। কাছে ও দূরে সকলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ কায়েম কর এবং আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের কোনই আছর গ্রহণ করিও না।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

٧٤- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ائْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه أبوداود، باب في النهي عن السياحة، رقم:٢٤٨٦

৭৪. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ভ্রমণ করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (আবু দাউদ)

٧٥- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ. رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١/٢٠١

৭৫. হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভের উপায় হইল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ। কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে জেহাদের আমলের কাছাকাছিও হইতে পারে না।

(তারীখে বোখারী, জামে' সগীর)

٧٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالُوْا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِيْ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أي الناس أفضل، رقم:١٦٦٠

৭৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি এরশাদ করিলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কে? এরশাদ করিলেন, তারপর সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে—অর্থাৎ নির্জনে থাকে, আপন রবকে ভয় করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ রাখে। (তিরমিযী)

٧٧- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْمَلُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللّٰهَ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. رواه أبوداود، باب فى ثواب الجهاد، رقم:٢٤٨٥

৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার কে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে নিজের জান ও নিজের মাল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ী ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে এবং লোকদেরকে নিজের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ করিয়া রাখে। (আবু দাউদ)

٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٤٦٣

৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের সামনে এবাদত করা হইতে উত্তম। (ইবনে হিব্বান)

٧٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَهْبَانِيَّةٌ، وَرَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه أحمد٣/٢٦٦

৭৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য কোন বৈরাগ্যতা থাকে। আর আমার উম্মতের বৈরাগ্যতা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করা। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ দুনিয়া ও উহার ভোগবিলাস হইতে নিঃসম্পর্কতাকে বৈরাগ্য বলে।

٨٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ. رواه النسائى، باب مثل المجاهد فى سبيل الله عزوجل، رقم:٣١٢٩

৮০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত—আর আল্লাহ তায়ালা খুব ভাল করিয়া জানেন যে, কে (তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য) তাঁহার রাস্তায় জেহাদ করে,—সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে রোযা রাখে, রাত্রে এবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তাঁহার সম্মুখে অনুনয় বিনয় করে, রুকু করে, সেজদা করে। (নাসাঈ)

٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلٰى أَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٤٨٦

৮১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে রোযা রাখে, রাত্রভর নামাযে কুরআনে পাক তেলাওয়াত করে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত রোযা ও সদকা করিতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী মুজাহিদ ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ মুজাহিদ এরূপ এবাদতকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে। (ইবনে হিব্বান)

٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. رواه ابن ماجه، باب الخروج فى النفير، رقم:٢٧٧٣

৮২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার জন্য বলা হয় তখন বাহির হইয়া যাইও। (ইবনে মাজাহ)

٨٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَاأَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْسَعِيْدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرٰى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه مسلم، باب بيان ما أعدّه اللّٰه تعالى للمجاهد.....، رقم:٤٨٧٩

৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে রব বলিয়া স্বীকার করা ও ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হয় তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ)এর নিকট এই কথাটি খুব ভাল লাগিল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পুনরায় বলুন। তিনি পুনরায় এরশাদ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরো একটি জিনিসও রহিয়াছে যাহার কারণে জান্নাতে বান্দার একশত মর্তবা উন্নত করিয়া দেওয়া হয়। উহার দুই মর্তবার মধ্যবর্তী দূরত্ব হইল আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমতুল্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উহা কি জিনিস? এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ। (মুসলিম)

٨٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلٰى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ. رواه النسائى، باب الموت بغير مولده، رقم:١٨٣٢

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তির মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল হইল। তাহার জন্ম মদীনা মুনাওয়ারায়ই

হইয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং এরশাদ করিলেন, হায়! যদি এই ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ইন্তেকাল করিত! সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এরূপ কেন বলিলেন? তিনি এরশাদ করিলেন, মানুষ যখন তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যস্থানে ইন্তেকাল করে তখন তাহার জন্মস্থান হইতে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত জায়গা মাপিয়া উহা তাহাকে জান্নাতে দান করা হয়। (নাসাঈ)

٨٥- عَنْ أَبِىْ قِرْصَافَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا وَتَمَسَّكُوا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ. رواه الطبرانى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٩/٦٥٨

৮৫. হযরত আবু কিরসাফাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে লোকেরা, (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরত কর এবং ইসলামকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখ। কেননা যতক্ষণ জেহাদ থাকিবে ততক্ষণ (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) হিজরতও শেষ হইবে না।

(তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ জেহাদ যেমন কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে তেমনি হিজরতও বাকী থাকিবে। উহার মধ্যে দ্বীন প্রচার দ্বীন শিক্ষা করা এবং দ্বীনের হেফাজতের জন্য নিজের দেশ ইত্যাদি ত্যাগ করাও শামিল রহিয়াছে।

٨٦- عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْهِجْرَةُ خَصْلَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: هَجْرُ السَّيِّئَاتِ، وَالْأُخْرٰى: يُهَاجِرُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُوْلَةً حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ. رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط والصغير ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد٥/٤٥٦

৮৬. হযরত মুআবিয়া, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হিজরত দুই

প্রকার। এক প্রকার হিজরত হইল অন্যায়কে পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় প্রকার হইল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। (অর্থাৎ নিজের জিনিসপত্র ছাড়িয়া) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের রাস্তায় হিজরত করা। হিজরত ততক্ষণ বাকী থাকিবে যতক্ষণ তওবা কবুল হইবে। তওবা ততক্ষণ কবুল হইবে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হয়। যখন পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইয়া যাইবে তখন দিল (ঈমান বা কুফর) যে অবস্থার উপর থাকিবে উহার উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে এবং লোকদের (বিগত) আমলই (চিরস্থায়ী সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য) যথেষ্ট হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৮৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِيْ، فَأَمَّا الْبَادِيْ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا. رواه النسائي، باب هجرة البادي، رقم: ٤١٧٠

৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ হিজরত সবচেয়ে উত্তম? এরশাদ করিলেন, তুমি তোমার রবের অপছন্দনীয় কাজসমূহকে পরিত্যাগ কর। আরো এরশাদ করিলেন যে, হিজরত দুই প্রকার,—শহরে বসবাসকারীর হিজরত, গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত। গ্রামে বসবাসকারীর হিজরত এই যে, যখন তাহাকে (নিজ স্থান হইতে) ডাকা হয় তখন আসিয়া যায়, যখন তাহাকে কোন হুকুম দেওয়া হয় তখন উহা পালন করে। (আর শহরে বসবাসকারীর হিজরতও অনুরূপ, কিন্তু) শহরে বসবাসকারীর হিজরত পরীক্ষার দিক দিয়া বড় ও আজর ও সওয়াব হিসাবেও উত্তম। (নাসাঈ)

ফায়দা ঃ শহরে বসবাসকারী যেহেতু কর্মব্যস্ততা ও সামানপত্র অধিক হওয়া সত্ত্বেও সবকিছু ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরত করে সেহেতু তাহার আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় হিজরতকরা কঠিন পরীক্ষার বিষয়। এইজন্য অধিক আজর ও সওয়াবের কারণ হয়। (ফাতহে রাব্বানী)

৮৮- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَتُهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْ هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ، وَهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: أَنْ تَثْبُتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: أَنْ تَرْجِعَ إِلٰى بَادِيَتِكَ، وَعَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/٤٥٨

৮৮. হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হিজরত করিবে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাদিয়া না হিজরতে বাত্তা, (কোন্ হিজরত করিবে)? আমি বলিলাম, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? এরশাদ করিলেন, হিজরতে বাত্তা। আর হিজরতে বাত্তা এই যে, তুমি (সম্পূর্ণ নিজের দেশ ছাড়িয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অবস্থান কর। (এই হিজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত ছিল।) আর হিজরতে বাদিয়া এই যে, তুমি (সাময়িকভাবে দ্বীনী উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হও এবং আবার) নিজের এলাকায় ফিরিয়া যাও। অসচ্ছলতা বা সচ্ছলতা হউক, ইচ্ছা হউক বা না হউক বা তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হউক (সর্বাবস্থায়) তোমার জন্য আমীরের কথা শুনা ও মানা জরুরী হইবে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

৮৯- عَنْ أَبِيْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا. رواه النسائي، باب الحث على الهجرة، رقم: ٤١٧٢

৮৯. হযরত আবু ফাতেমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় অবশ্যই হিজরত করিতে থাক। কেননা হিজরতের ন্যায় কোন আমল নাই। অর্থাৎ হিজরত সবচেয়ে উত্তম আমল। (নাসাঈ)

৯০- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء فى فضل الخدمة فى سبيل الله، رقم:١٦٢٧

৯০. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম সদকা হইল, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কাজ করার খাদেম দান করা এবং পূর্ণবয়স্ক উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দেওয়া (যাহাতে উহা আরোহণ ইত্যাদির কাজে আসে)। (তিরমিযী)

٩١- عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِىْ حَدِيْثِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه أبوداود، باب كراهية ترك الغزو، رقم:٢٥٠٣

৯১. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি না জেহাদ করিয়াছে, না কোন মুজাহিদের সামান তৈয়ার করিয়া দিয়াছে, আর না কোন মুজাহিদের আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজখবর লইয়াছে সে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কোন না কোন মুসীবতে লিপ্ত হইবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে আব্দে রব্বিহ বলেন, ইহা দ্বারা কেয়ামতের পূর্বের মুসীবত উদ্দেশ্য বুঝানো হইয়াছে। (আবু দাউদ)

٩٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ إِلٰى بَنِىْ لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِىْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ. رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله، رقم:٤٩٠٧

৯২. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লেহইয়ান গোত্রের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন যে, প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইবে। অতঃপর (সেই সময়) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যাহারা যায়

নাই তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের পরিবার পরিজন ও মাল সম্পদের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সওয়াবের অর্ধেক লাভ করে। (মুসলিম)

٩٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَهُ فِىْ أَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٣/٤٨٠

৯৩. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জে গমনকারী বা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের সামান তৈয়ার করিয়া দেয় অথবা সফরে যাওয়ার পর তাহার পরিবারের খোঁজ খবর রাখে বা কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী ও হজ্জে গমনকারী ও রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে এবং উহাদের সওয়াবের মধ্যে কোন কম হয় না। (বাইহাকী)

٩٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ وَأَنْفَقَ عَلٰى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ. رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥/٥١٥

৯৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সফরের তৈয়ারী করিয়া দেয় সে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের পরিবার পরিজনের উত্তমরূপে দেখাশুনা করে এবং তাহাদের উপর খরচ করে সেও আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٩٥- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِىْ أَهْلِهِ

فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هٰذَا خَانَكَ فِيْ أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ رواه النسائى، باب من خان غازيا فى أهله، رقم:٣١٩٢

৯৫. হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাগণ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যায় নাই এরূপ সম্মান যোগ্য যেরূপ স্বয়ং তাহাদের মাতাগণ তাহাদের জন্য সম্মানযোগ্য। (অতএব আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারীদের মহিলাদের ইজ্জত আবরুর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।) যদি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় গমনকারী কাহাকেও তাহার পরিবার পরিজনের দেখাশুনার ভার দিয়া যায়, অতঃপর সে তাহার পরিবার পরিজনের (ইজ্জত আবরুর) ব্যাপারে খেয়ানত করে তবে কেয়ামতের দিন তাহাকে বলা হইবে এই সেই ব্যক্তি যে (তোমার অনুপস্থিতিতে) তোমার পরিবার পরিজনের সহিত খারাপ ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং তাহার নেকী হইতে যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় লইয়া লও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তোমাদের কি ধারণা! সেই ব্যক্তি কি তাহার কোন নেকী ছাড়িয়া দিবে? কেননা তখন তো মানুষ এক একটি নেকীর জন্য লালায়িত থাকিবে। (নাসাঈ)

٩٦- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الصدقة فى سبيل الله...، رقم:٤٨٩٧

৯৬. হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম ধরিয়া একটি উটনী লইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল যে, এই উটনী আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (দান করিলাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের দিন তুমি ইহার বিনিময়ে এরূপ সাতশত উটনী পাইবে যে, উহার প্রত্যেকটিতে লাগাম লাগানো থাকিবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ লাগাম লাগানো থাকার দ্বারা উটনী আয়ত্বে থাকে এবং উহাতে আরোহণ সহজ হয়।

٩٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ، قَالَ: ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلَانَةُ! أَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِيْ عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللّٰهِ! لَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ. رواه مسلم، باب فضل إعانة الغازى...، رقم:٤٩٠١

৯৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, আসলাম গোত্রীয় এক যুবক আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জেহাদে যাইতে চাই, কিন্তু আমার নিকট প্রস্তুতির জন্য কোন সামান নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট যাও। সে জেহাদের প্রস্তুতি করিয়াছিল কিন্তু এখন সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। (তাহাকে বলিও যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম বলিতেছেন এবং তাহাকে ইহাও বলিও যে, তুমি জেহাদের জন্য যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহা আমাকে দিয়া দাও।) সুতরাং সেই যুবক সেই আনসারীর নিকট গেল এবং বলিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আপনি ঐ সমস্ত সামান আমাকে দিয়া দিন যাহা আপনি জেহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি (নিজ স্ত্রীকে) বলিলেন, হে অমুক, আমি যে সামান প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা এই ব্যক্তিকে দিয়া দাও এবং সেই সামান হইতে কোন জিনিস রাখিয়া দিও না। আল্লাহ তায়ালার কসম, তুমি উহা হইতে যে কোন জিনিস রাখিয়া দিবে উহাতে তোমার জন্য বরকত হইবে না। (মুসলিম)

٩٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ سِتْرَهُ مِنْ نَارٍ. رواه عبد بن حميد، المسند الجامع٥/٥٤٧

৯৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় ঘোড়া ওয়াকফ করিয়াছে, তাহার এই আমল জাহান্নামের আগুন হইতে আড় হইবে।

(আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে জামে')

আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ☆ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى☆ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى☆ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى☆ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى﴾ [طه:٤٢-٤٦]

আল্লাহ তায়ালা যখন মূসা ও হারুন (আঃ)কে ফেরাউনের নিকট দাওয়াতের জন্য পাঠাইলেন, তখন বলিলেন, এখন তুমি এবং তোমার ভাই উভয়ে আমার নিদর্শনসমূহ লইয়া যাও, এবং তোমরা উভয়ে আমার যিকিরে অলসতা করিও না। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সেখানে যাইয়া তাহার সহিত নরম কথা বলিও। হইতে পারে সে উপদেশ মানিয়া লইবে অথবা আযাবকে ভয় করিবে। উভয় ভাই আরজ করিলেন, হে আমাদের রব! আমরা এই আশংকা করিতেছি যে, সে আমাদের ব্যাপারে সীমালংঘন করিয়া না বসে। অথবা সে আরও অধিক অবাধ্যতা করিতে শুরু না করিয়া দেয়। (আর সেই সীমালংঘন ও অবাধ্যতার কারণে আমরা তাবলীগ করিতে না পারি।) আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের উভয়ের সহিত রহিয়াছি। সবকিছু শুনিতেছি এবং দেখিতেছি। অর্থাৎ তোমাদের হেফাজত করিব এবং ফেরাউনের উপর ভয়ভীতি ঢালিয়া দিব যাহাতে তোমরা পুরাপুরি তাবলীগ করিতে পার। (সূরা তোয়াহা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾ [آل عمران:١٥٩]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করেন,—হে নবী! ইহা আল্লাহ তায়ালার বড় অনুগ্রহ যে, আপনি তাহাদের প্রতি নরম দিল সাব্যস্ত হইয়াছেন। আর যদি আপনি রুক্ষ স্বভাব ও কঠোর অন্তরের অধিকারী হইতেন তবে এই সমস্ত লোক কবে আপনার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। সুতরাং এখন আপনি তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন। অতঃপর আপনি যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।

(সূরা আলে ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ☆ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾ [الأعراف:١٩٩،٢٠٠]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—ক্ষমা করাকে আপনি আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। এবং নেক কাজের হুকুম করিতে থাকুন, আর (যাহারা নেককাজের হুকুম করার পরও অজ্ঞতার কারণে না মানে এমন) অজ্ঞদের হইতে বিরত থাকুন। অর্থাৎ তাহাদের সহিত জড়িত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি (তাহাদের অজ্ঞতার কারণে ঘটনাক্রমে) শয়তানের পক্ষ হইতে আপনার মধ্যে (রাগান্বিত হওয়ার) কোন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিয়া লইবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয় শ্রবণকারী সর্ববিষয় অবগত। (সূরা আরাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا﴾ [المزمل:١٠]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—আর এই সকল লোক যাহারা কষ্টদায়ক উক্তি করে বলে। আপনি ঐ সকল উক্তির উপর সবর করুন এবং উত্তম পন্থায় তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকুন। অর্থাৎ না অভিযোগ করিবেন, আর না প্রতিশোধ লওয়ার কোন চেষ্টা করিবেন। (সূরা মুযযাম্মেল)

হাদীস শরীফ

٩٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ أَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلٰى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ؟ (إِنْ شِئْتَ) أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. رواه مسلم، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم:٤٦٥٣

৯৯. উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর ওহুদের দিনের চাইতেও কি কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হইয়াছে? তিনি এরশাদ করিলেন, আমাকে তোমার কওমের পক্ষ হইতে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী কষ্ট আকাবায় (তায়েফের) দিন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি

(তায়েফবাসীদের সর্দার) ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সম্মুখে নিজেকে পেশ করিলাম (যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আমার সাহায্য কর, আমাকে তোমাদের এখানে থাকিয়া স্বাধীনভাবে দাওয়াতের কাজ করিতে দাও)। কিন্তু সে আমার কথা মানিল না। আমি (তায়েফ হইতে) অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হইয়া নিজের পথে (ফিরিয়া) চলিলাম। কারনে সা'আলিব নামক জায়গায় পৌছার পর আমার চিন্তা ও পেরেশানী কিছুটা কম হইল। তখন মাথা উঠাইয়া দেখিলাম যে, একটি মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া করিয়া আছে। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিলাম যে, উহাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আছেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আরজ করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত আপনার কাওমের কথাবার্তা শুনিয়াছেন। তাহাদের জবাবও শুনিয়াছেন। আর পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি এই সকল কাফেরদের ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাকে হুকুম করুন। অতঃপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম করিলেন এবং আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার কওমের সহিত আপনার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহা শুনিয়াছেন। আমি পাহাড়সমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা। আমাকে আপনার রব আপনার নিকট এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় আমাকে হুকুম করুন। আপনি কি চান? যদি আপনি চান, তবে আমি মক্কার দুই পাহাড় (আবু কোবায়েস ও আহমার)কে মিলাইয়া দিব। (যাহাতে ইহারা মাঝখানে পিষিয়া যাইবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, না, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পরবর্তী বংশধরদের হইতে এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিবে, এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। (মুসলিম)

١٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: إِلٰى أَهْلِي قَالَ: هَلْ لَكَ فِيْ خَيْرٍ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، قَالَ: مَنْ شَاهِدٌ عَلٰى مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: هٰذِهِ الشَّجَرَةُ، فَدَعَاهَا رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتّٰى جَاءَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلٰى مَنْبَتِهَا وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلٰى قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ يَتَّبِعُونِي آتِيكَ بِهِمْ، وَإِلَّا رَجَعْتُ إِلَيْكَ فَكُنْتُ مَعَكَ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى أيضا والبزار، مجمع الزوائد٨/٥١٧

১০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সামনের দিক হইতে একজন গ্রাম্যলোককে আসিতে দেখা গেল। যখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, নিজের বাড়ী যাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কোন ভাল কথা চাও কি? সে বলিল, ভাল কথাটি কি? তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি কলেমায়ে শাহাদৎ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ পড়িয়া লও। লোকটি বলিল, আপনি যে কথা বলিতেছেন, উহার ব্যাপারে সাক্ষী কে আছে? তিনি এরশাদ করিলেন, এই গাছটি সাক্ষী। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গাছটিকে ডাকিলেন, যাহা নিম্নভূমির এক প্রান্তে ছিল। সেই গাছটি জমিনকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তিনি উহার নিকট তিনবার সাক্ষী তলব করিলেন। গাছটি তিনবার সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিতেছেন উহা সত্য। অতঃপর গাছটি নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল। (এই সবকিছু দেখিয়া গ্রাম্য লোকটি বড় আশ্চর্যান্বিত হইল) এবং নিজের কওমের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল যে, যদি আমার কওমের লোকেরা আমার কথা মানিয়া লয় তবে আমি তাহাদের সবাইকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। না হয় আমি নিজে আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব এবং আপনার সঙ্গে থাকিব। (তাবরানী, আবু ইয়ালা, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٠١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَوْمَ خَيْبَرَ: انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ، حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم:٦٢٢٣

১০১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, খায়বরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে এরশাদ করিলেন, তুমি শান্তভাবে চলিতে থাক। অবশেষে খায়বারবাসীদের ময়দানে ছাউনি ফেলিবে। অতঃপর তাহাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। আল্লাহ তায়ালার যে সকল হক তাহাদের উপর রহিয়াছে উহা তাহাদিগকে বলিবে। আল্লাহ তায়ালার কসম! তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা যদি এক ব্যক্তিকেও হেদায়েত করেন তবে ইহা তোমার জন্য লাল উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হইবে। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ আরবদের মধ্যে লালবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ মনে করা হইত।

١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم:٣٤٦١

১০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার পক্ষ হইতে পৌঁছাইয়া দাও, যদিও একটি আয়াতও হয়। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীসের অর্থ হইল, যে পরিমাণ সম্ভব দ্বীনের কথা পৌঁছানো চাই। কেননা, তুমি যে কথা অন্যের নিকট পৌঁছাইতেছ যদিও উহা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উহা দ্বারা হইতে পারে কেহ হেদায়াত পাইয়া যাইবে। আর তুমিও সওয়াব পাইবে, এবং অসংখ্য নেকীর ভাগী হইবে। (মোযাহেরে হক)

١٠٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا قَالَ: تَأَلَّفُوا النَّاسَ، وَتَأَنَّوْا بِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوا عَلَيْهِمْ حَتّٰى تَدْعُوهُمْ، فَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا وَأَنْ

تَأْتُونِي بِهِمْ مُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَقْتُلُوا رِجَالَهُمْ وَتَأْتُونِي بِنِسَائِهِمْ. المطالب العالية ٢/١٦٦، وذكر صاحب الإصابة بنحوه ٣/١٥٢

১০৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিতেন, তখন তাহাদিগকে বলিতেন, লোকদের সহিত উলফত পয়দা কর অর্থাৎ তাহাদেরকে আপন কর, তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদেরকে দাওয়াত না দাও তাহাদের উপর হামলা করিও না। কেননা পৃথিবীতে যত কাঁচা পাকা ঘর রহিয়াছে অর্থাৎ যত শহর ও গ্রাম রহিয়াছে, উহার অধিবাসীদেরকে তুমি যদি মুসলমান বানাইয়া আমার নিকট লইয়া আস, তবে ইহা আমার নিকট ইহার চেয়ে বেশী প্রিয় যে, তুমি তাহাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর এবং তাহাদের মহিলাদেরকে আমার নিকট (বাঁদী বানাইয়া) লইয়া আস। (মাতালেবে আলীয়া–ইসাবা)

١٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. رواه أبوداود، باب فضل نشر العلم، رقم: ٣٦٥٩

১০৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আজ আমার নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনিতেছ, কাল তোমাদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শোনা হইবে। অতঃপর ঐ সকল লোকদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনা হইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে দ্বীনের কথা শুনিয়াছিল। (সুতরাং তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুন, এবং উহাকে তোমাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাও। তারপর তাহারা তাহাদের পরবর্তীদের নিকট পৌঁছাইবে, আর এই ধারাবাহিকতা চলিতে থাকে।) (আবু দাউদ)

١٠٥- عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ وَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: هَلْ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْمِكَ بَنِي سَعْدٍ فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَأَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَقُلْتَ أَنْتَ إِنَّكَ تَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ لَيَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، فَبَلَغْتُ ذٰلِكَ

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَكَانَ الْأَحْنَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى لِي مِنْهُ. رواه الحاكم في المستدرك ٣/٦١٤

১০৫. হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর যুগে আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করিতেছিলাম। এমন সময় বনু লায়েস গোত্রের এক ব্যক্তি আসিল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাইব কি? আমি বলিলাম, অবশ্য শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমার মনে আছে কি? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার গোত্র বনী সাদের নিকট (ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য) পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে বলিতে শুরু করিলাম এবং তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে লাগিলাম। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাদেরকে কল্যাণের দাওয়াত দিতেছ এবং ভাল কাজের হুকুম করিতেছ। আর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কল্যাণের দাওয়াত দিতেছেন এবং ভাল কাজের হুকুম করিতেছেন। অর্থাৎ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। আমি তোমার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তোমার) এই (স্বীকৃতির) কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ

হে আল্লাহ! আহনাফ ইবনে কায়েসকে ক্ষমা করিয়া দিন।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাযিঃ) বলিতেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়ার চাইতে অধিক নিজের কোন আমলের উপর আশা নাই। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

١٠٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى رَأْسٍ مِنْ رُؤُوسِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِلٰهُ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ أَمِنْ فِضَّةٍ هُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُوَ؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللَّهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ لَهُ

مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ إِلَى اللّٰهِ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الطَّرِيْقِ لَا يَعْلَمُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَهُ، وَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ "وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ". رواه أبو يعلى، قال المحقق: إسناده حسن ٣/٣٥١

১০৬. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে মুশরিকদের সর্দারদের মধ্য হইতে কোন এক সর্দারের নিকট আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। (সুতরাং তিনি তাহাকে যাইয়া দাওয়াত দিলেন) সেই মুশরিক বলিল, যেই মা'বুদের দিকে তুমি আমাকে দাওয়াত দিতেছ, তিনি কি রূপার তৈরী না তামার তৈরী? মুশরিকের এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত প্রতিনিধির নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হইল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। তাহাকে মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। তিনি সাহাবীকে এরশাদ করিলেন, তুমি দ্বিতীয় বার যাইয়া উক্ত মুশরিককে দাওয়াত দাও। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় বার যাইয়া দাওয়াত দিলেন। মুশরিক পুনরায় আগের মত বলিল। উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। এবং মুশরিকের উক্তি সম্পর্কে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এরশাদ করিলেন, যাও, তাহাকে দাওয়াত দাও। (সুতরাং ঐ সাহাবী তৃতীয়বার দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন) অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত মুশরিককে (বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে ছিলেন, তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালার এই এরশাদ নাজিল হইল—

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ তায়ালা জমিনের দিকে বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর যাহার উপর চাহেন নিক্ষেপ করেন। আর ইহারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

١٠٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَّشْهَدُوا أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ. رواه البخاري، باب أخذ الصدقة من الأغنياء..... رقم:١٤٩٦

১০৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামানে পাঠাইলেন, তখন তাহাকে এই হেদায়েত দিলেন যে, তুমি এমন কওমের নিকট যাইতেছ, যাহারা আহলে কিতাব। তুমি যখন তাহাদের নিকট যাইবে তখন তাহাদেরকে এই বিষয়ে দাওয়াত দিবে যে, তাহারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। তাহারা যদি তোমার কথা মানিয়া লয় তবে তাহাদেরকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লও তবে তাহাদিগকে আরও বলিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর যাকাত ফরজ করিয়াছেন। যাহা তাহাদের ধনীদের হইতে লইয়া তাহাদের গরীবদেরকে দেওয়া হইবে। তাহারা যদি তোমার এই কথাও মানিয়া লয় তবে তুমি তাহাদের উত্তম মাল লওয়া হইতে বিরত থাকিও। অর্থাৎ, যাকাতের মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের মাল লইবে। উত্তম মাল লইবে না। আর মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিও। কেননা তাহার বদদোয়া ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোন বাধা নাই। (বোখারী)

١٠٨- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ

خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، فَأَقَمْنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيْبُوْهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدًا إِلَّا رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ مَعَ خَالِدٍ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِيٍّ فَلْيُعَقِّبْ مَعَهُ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيْعًا، فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ".

قال البيهقي: رواه البخارى مختصرا من وجه آخر عن ابراهيم بن يوسف، البداية والنهاية٥/١٠١

১০৮. হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)কে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়ামান পাঠাইলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)এর সঙ্গীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা ছয় মাস সেখানে অবস্থান করিলাম। হযরত খালেদ তাহাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকিলেন। কিন্তু তাহারা দাওয়াত কবুল করিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিঃ)কে সেখানে পাঠাইলেন। আর তাহাকে বলিলেন যে, হযরত খালেদকে তো ফেরত পাঠাইয়া দাও আর তাহার সাথীদের মধ্য হইতে যে তোমার সহিত সেখানে থাকিতে চায় সে যেন থাকিয়া যায়। সুতরাং হযরত বারা (রাযিঃ) বলেন, আমিও ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম যাহারা হযরত আলী (রাযিঃ)এর সহিত থাকিয়া গেলেন। যখন আমরা ইয়ামানবাসীদের একেবারে নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম, তখন তাহারাও বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া গেল। হযরত আলী (রাযিঃ) অগ্রসর হইয়া আমাদেরকে নামায পড়াইলেন। অতঃপর আমাদেরকে এক কাতারে কাতার বন্দী করিলেন। এবং আমাদের নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। চিঠি শুনিয়া হামদান গোত্রের সকলে মুসলমান হইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

হামদান গোত্রের মুসলমান হওয়ার সুসংবাদ দিয়া চিঠি পাঠাইলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত চিঠি পাঠ করিলেন তখন (খুশীতে) সেজদায় পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তিনি সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হামদান গোত্রের জন্য দোয়া করিলেন। হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

(বোখারী, বায়হাকী, আল বেদায়াহ ওয়ানে নেহায়াহ)

١٠٩- عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى فضل النفقة فى سبيل الله، رقم:١٦٢٥

১০৯. হযরত খুরাইম ইবনে কাতেহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় কোন কিছু খরচ করে উহা তাহার আমলনামায় সাতশত গুণ লেখা হয়। (তিরমিযী)

١١٠- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. رواه ابوداؤد، باب فى تضعيف الذكر فى سبيل الله عزّوجلّ، رقم:٢٤٩٨

১১০. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নামায, রোযা এবং যিকিরের সওয়াব, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় মাল খরচ করার চেয়ে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

١١١- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. قال يحيى فى حديثه: بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ. رواه أحمد٣/٤٣٨

১১১. হযরত মুয়ায (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যিকিরের সওয়াব (আল্লাহ তায়ালার রাস্তায়) খরচ করার সওয়াব হইতে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, সাতলক্ষ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٢- عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، كَتَبَهُ اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/٨٧

১১২. হযরত মুয়ায জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আম্বিয়া (আঃ), সিদ্দীকন, শহীদান ও নেক লোকদের জামাতভুক্ত করিয়া দিবেন। (মুসতাদরাক হাকেম)

١١٣- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّيْ وَيَبْكِيْ حَتّٰى أَصْبَحَ. رواه أحمد ١/١٢٥

১১৩. হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হযরত মেকদাদ (রাযিঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহ ঘোড়সওয়ার ছিলেন না। আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমরা সবাই ঘুমাইয়া ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে নামায পড়িতে পড়িতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সকাল করিয়া দিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١١٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا. رواه النسائي، باب ثواب من صام ٠٠٠٠، رقم: ٢٢٤٧

১১৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা ঐ একদিনের বিনিময়ে দোযখ এবং সেই ব্যক্তির মাঝে সত্তর বছরের ব্যবধান করিয়া দিবেন। (নাসায়ী)

١١٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣/٤٤٤

১১৫. হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় রোযা রাখিল, তাহার নিকট হইতে জাহান্নামের আগুন একশত বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ দূর হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١١٦- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، رقم: ١٦٢٤

১১৬. হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় একদিন রোযা রাখিল, আল্লাহ তায়ালা তাহার এবং দোযখের মাঝখানে এত বিরাট খন্দক পরিমাণ ব্যবধান করিয়া দিবেন যত পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝখানে দূরত্ব রহিয়াছে।

(তিরমিযী)

١١٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا مَنْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوْا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ. رواه البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

১১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছায়াতে ঐ ব্যক্তি ছিল যে তাহার নিজের চাদর দ্বারা ছায়া করিয়া লইয়াছিলেন। যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন তাহারা তো কিছু করিতে পারেন নাই। আর যাহারা রোযা রাখিয়াছিলেন না তাহারা সওয়ারীর

জানোয়ারসমূহকে (পানি পান করা ও চরিবার জন্য) পাঠাইলেন। এবং কষ্ট পরিশ্রম করিয়া খেদমতের কাজসমূহ সমাধা করিলেন। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহারা রোযা রাখে নাই আজ তাহারা সমস্ত সওয়াব লইয়া গেল। (বোখারী)

١١٨- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ. رواه مسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان..... رقم:٢٦١٨

১১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমরা রমযানের মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে গমন করিতাম। কোন কোন সাথী রোযা রাখিতেন, কোন কোন সাথী রোযা রাখিতেন না। রোযাদারগণ যাহারা রোযা রাখিতেন না তাহাদের প্রতি নারাজ হইতেন না। যাহারা রোযা রাখিতেন না তাহারা রোযাদারদের প্রতি নারাজ হইতেন না। সকলে মনে করিতেন, যে নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করিয়াছে সে রোযা রাখিয়াছে, তাহার জন্য এইরূপ করাই ঠিক আছে। আর যে নিজের মধ্যে দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে এবং সে রোযা রাখে নাই, সেও ঠিক করিয়াছে। (মুসলিম)

١١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ. رواه أبوداود، باب في الدعاء عند الوداع، رقم:٢٦٠١

১১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খাতমী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন লশকর রওয়ানা করিবার ইচ্ছা করিতেন তখন ইরশাদ করিতেন—

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ،

অর্থ ঃ আমি তোমাদের দ্বীনকে, তোমাদের আমানতসমূহকে, তোমাদের আমলের পরিণামকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিতেছি। (যাহার নিকট রক্ষিত বস্তু নষ্ট হয় না)। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আমানত বলিতে পরিবার পরিজন, মালদৌলত, আসবাবপত্র বুঝায়। কেননা এই সব বস্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাদের নিকট আমানত স্বরূপ রাখা হইয়াছে। এমনিভাবে ঐ আমানতকেও বুঝায় যাহা সফরে গমনকারী ব্যক্তির নিকট লোকেরা রাখিয়াছে অথবা লোকদের নিকট সফরকারী ব্যক্তি রাখিয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে কেমন ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দ্বীনের পরিবার পরিজনের মালদৌলত হেফাজত করুন এবং তোমাদের আমলের পরিনাম উত্তম করুন। (বযলুল মাজহুদ)

١٢٠- عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ، فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيْلَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ تَعَالٰى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ. رواه أبوداود، باب ما يقول الرجل إذا ركب، رقم:٢٦٠٢

১২০. হযরত আলী ইবনে রাবীয়াহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট হাজির হইলাম। তাহার সম্মুখে সওয়ারীর জন্য একটি জানোয়ার আনা হইল। যখন তিনি নিজের পা রেকাবের মধ্যে রাখিলেন তখন বলিলেন, বিসমিল্লাহ। অতঃপর যখন সওয়ারীর পিঠে বসিয়া গেলেন তখন বলিলেন আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর বলিলেন—

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ ঃ পবিত্র ঐ সত্তা যিনি এই সওয়ারীকে আমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। যখন উহাকে অধীন করার শক্তি আমাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে

আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলার পর বলিলেন---

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ ঃ আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি (নাফরমানী করিয়া) নিজের উপর বহু জুলুম করিয়াছি। আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। আপনি ব্যতীত কেহ গুনাহসমূহ মাফ করিতে পারে না।

অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) হাসিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, যেমন আমি করিলাম। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়িলেন) অতঃপর হাসিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসিলেন? তখন তিনি এরশাদ করিলেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার আপন বান্দার প্রতি খুশী হন যখন সে বলে, 'আমার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিন।' কারণ, বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী কেহ নাই। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ লোহার তৈরী আংটাকে রেকাব বলে। যাহা ঘোড়ার পিঠে তৈরী গদীর উভয় দিকে ঝুলিতে থাকে। আরোহী উহার উপর পা রাখিয়া ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে।

١٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلٰى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ: آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. رواه مسلم، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته.....

رقم:٣٢٧٥

১২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর উপর বসিতেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবার বলিতেন। অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

অর্থ ঃ পবিত্র সত্তা যিনি এই সওয়ারীকে আমার অধীন করিয়া দিয়াছেন। যখন আমাদের পক্ষে উহাকে অধীন করার ক্ষমতা ছিল না। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের দিকে ফিরিয়া যাইব। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাকওয়া এবং এমন আমলের আবেদন করিতেছি যাহা দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। হে আল্লাহ! এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিন। আর ইহার দূরত্বকে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনিই এই সফরে আমাদের সঙ্গী আর আমাদের পরে আপনিই আমাদের পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সফরের কষ্ট হইতে, সফরে কোন কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা হইতে আর ফিরিয়া আসার পর ধনসম্পদ এবং পরিবার পরিজনের মধ্যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু পাওয়া হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।

আর যখন সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেন তখন উক্ত দোয়াই পড়িতেন এবং এই শব্দগুলি বেশী বলিতেন—

آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং আপন পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারী। (মুসলিম)

١٢٢- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيْدُ دُخُوْلَهَا إِلَّا قَالَ حِيْنَ يَرَاهَا: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ،

وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٢/ ١٠٠

১২২. হযরত সোহাইব (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বস্তি বা এলাকায় প্রবেশের ইচ্ছা করিতেন তখন সেই বস্তি বা এলাকা দেখা গেলে এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যিনি সাত আসমান এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহার উপর সাত আসমান ছায়া করিয়া আছে। আর যিনি সাত জমিন এবং ঐ সকল বস্তুর রব যাহা সাত জমিন ধারণ করিয়া আছে। আর যিনি সমস্ত শয়তানদের এবং যাহাদেরকে শয়তানরা গোমরাহ করিয়াছে তাহাদের রব। আর যিনি সমস্ত বাতাস ও বাতাস যে সকল জিনিস উড়াইয়াছে উহার রব। আমরা আপনার নিকট এই বস্তির কল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের কল্যাণ কামনা করিতেছি। আর আপনার নিকট এই বস্তির অকল্যাণ এবং বস্তিবাসীদের অকল্যাণ আর এই বস্তিতে যাহাকিছু আছে উহার অকল্যাণ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٢٣- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ السُّلَمِيَّةِ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ

১২৩. হযরত খাওলাহ বিনতে হাকীম সুলামিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করিয়া

পড়িবে, অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহ তায়ালার (উপকারী ও শেফাদানকারী) সমস্ত কলেমা দ্বারা তাহার সকল মাখলুকের অপকারিতা হইতে পানাহ চাহিতেছি।' তবে সেই জায়গা ছাড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু তাহার ক্ষতি করিবে না। (মুসলিম)

١٢٤- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ، قَالَ: نَعَمْ! اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ، فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ. رواه أحمد ٣/٣

১২৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সময় পড়িবার জন্য কি কোন দোয়া আছে যাহা আমরা পড়িব? কেননা কলিজা কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হাঁ, এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! (দুশমনের মোকাবিলায়) আমাদের যে সব দুর্বলতা রহিয়াছে উহার উপর পর্দা ফেলিয়া দিন এবং আমাদেরকে ভয়ের বস্তুসমূহ হইতে নিরাপত্তা দান করুন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, (আমরা এই দোয়া পড়িতে শুরু করিয়া দিলাম। উহার বরকতে) আল্লাহ তায়ালা প্রবল বাতাস পাঠাইয়া দুশমনদের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। (আর এমনিভাবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বাতাস দ্বারা পরাজিত করিলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٢٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ هَلُمَّ، قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَاكَ الَّذِيْ لَا تَوٰى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ. رواه البخاري، باب فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ٢٨٤١

১২৫. হযরত আবু হোরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া (যেমন দুইটি ঘোড়া, দুইটি কাপড়, দুইটি দেরহাম, দুইজন গোলাম ইত্যাদি) আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করিবে, তাহাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ আহবান করিবে, (জান্নাতের) প্রত্যেক দ্বাররক্ষী (নিজের দিকে আহবান করিবে) হে অমুক! এই দরজা দিয়া আস। (ইহাতে) হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো ঐ ব্যক্তির কোন ভয় থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি পূর্ণ আশা রাখি যে, তুমিও তাহাদের মধ্য হইতে হইবে। (যাহাদেরকে প্রত্যেক দরজা হইতে আহবান করা হইবে।) (বোখারী)

١٢٦- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَفْضَلُ دِيْنَارٍ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى أَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١٠/٥٠٣

১২৬. হযরত সওবান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, উত্তম দীনার হইল যাহা মানুষ নিজের পরিবার পরিজনের উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের ঘোড়ার উপর খরচ করে। আর ঐ দীনার উত্তম যাহা মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজের সঙ্গীদের উপর খরচ করে। (দীনার স্বর্ণমুদ্রার নাম) (ইবনে হাব্বান)

١٢٧- وَيُرْوٰى عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الترمذي، باب ما جاء في المشورة، رقم: ١٧١٤

১২৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিজের সাথীদের সহিত পরামর্শ করিতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। অর্থাৎ তিনি অত্যাধিক পরিমাণে পরামর্শ করিতেন। (তিরমিযী)

١٢٨- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ، وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ. رواه الطبراني في الأوسط

১২৮. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন কোন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে যাহা করা অথবা না করার ব্যাপারে আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না থাকে তবে সেই ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে কি হুকুম করেন? তিনি এরশাদ করিলেন, এমতাবস্থায় দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও এবাদতগুজার লোকদের সহিত পরামর্শ করিবে। আর কাহারো ব্যক্তিগত মতামতের উপর ফয়সালা করিবে না। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ﴾ الآية، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمَا إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ غَنِيَّانِ عَنْهُمَا وَلٰكِنْ جَعَلَهَا اللّٰهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدَمْ عَنَاءً. رواه البيهقي ٦/٧٦

১২৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ 'এবং তাহাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করিতে থাকুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নাই, তবে আল্লাহ তায়ালা ইহাকে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে সে সোজা পথের উপর থাকে। আর আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না সে চিন্তাযুক্ত থাকে। (বায়হাকী)

١٣٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه أحمد ١/٦١

১৩০. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় এক রাত্রি পাহারা দেওয়া ঐরূপ হাজার রাত্রির চেয়ে উত্তম যাহাতে রাতভর দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা হয় এবং দিনে রোযা রাখা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

١٣١- عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يَوْمَ حُنَيْنٍ): مَنْ يَّحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: فَارْكَبْ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ وَجَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَتَلَفَّتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى إِذَا قَضٰى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِي أَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا. رواه أبوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢٥٠١

১৩১. হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হোনাইনের যুদ্ধের দিন) এরশাদ করিলেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারা কে দিবে? হযরত আনাস আবি মারছাদ গানাবী (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (পাহারা দিব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সওয়ার হও। সুতরাং তিনি তাহার ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এরশাদ করিলেন, সামনে ঐ গিরিপথের দিকে চলিয়া যাও এবং গিরিপথের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছিয়া যাও। (সেখানে পাহারা দিবে এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে) এমন যেন না হয় যে,

তোমার অসতর্কতা ও উদাসীনতার কারণে আজ রাত্রে আমরা দুশমনের ধোকায় পড়িয়া যাই। (হযরত সাহাল (রাযিঃ) বলেন) যখন সকাল হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নামাযের স্থানে গেলেন। এবং দুই রাকাত ফজরের সুন্নত পড়িলেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, তোমরা কি তোমাদের ঘোড় সওয়ারের খবর পাইয়াছ? সাহবা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাহার কোন খবর পাই নাই। অতঃপর (ফজরের) নামাযের একামত হইল। নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ গিরিপথের দিকে রহিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন, তখন এরশাদ করিলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তোমাদের ঘোড়সওয়ার আসিয়া গিয়াছে। আমরা গিরিপথের দিকে গাছের ফাঁকে দেখিতে লাগিলাম যে, আনাস ইবনে আবি মারসাদ (রাযিঃ) আসিতেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সালাম করিলেন এবং আরয করিলেন যে, আমি (এখান হইতে) চলিলাম এবং চলিতে চলিতে ঐ গিরিপথের সবচেয়ে উঁচু স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম, যেখানে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম দিয়াছিলেন। (আমি সারারাত্রি সেখানে পাহারারত রহিয়াছে) সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিয়াছি। কোন লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি তোমার সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়াছিলে কিনা? তিনি বলিলেন, না। শুধু নামায পড়া ও মানবিক প্রয়োজনের জন্য নামিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি (আজ রাত্রে পাহারা দিয়া আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে নিজের জন্য জান্নাত) ওয়াজিব করিয়া লইয়াছ। সুতরাং (পাহারার) এই আমলের পরে তুমি যদি কোন (নফল) আমল নাও কর তবে তোমার কোন ক্ষতি নাই। (আবু দাউদ)

١٣٢- عَنِ ابْنِ عَائِذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ رَآهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ، حَرَسَ لَيْلَةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَثَى التُّرَابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: أَصْحَابُكَ يَظُنُّوْنَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٤٣

১৩২. হযরত ইবনে আয়েয (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য বাহিরে আসিলেন। যখন জানাযা রাখা হইল তখন ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহার জানাযার নামায পড়িবেন না। কেননা এই ব্যক্তি একজন ফাসেক লোক ছিল। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কি এই ব্যক্তিকে ইসলামের কোন কাজ করিতে দেখিয়াছে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, জ্বি হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে এক রাত্রি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় পাহারা দিয়াছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন এবং তাহার কবরের উপর মাটিও দিলেন। অতঃপর (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, তোমার সাথীদের ধারণা তুমি দোযখী, আর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি জান্নাতী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে ওমর, তোমার নিকট লোকদের বদআমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে না বরং নেক আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। (বায়হাকী)

١٣٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِهِ، فَقَالَ: إِنِّى مُخْبِرُكَ بِاسْمِى، سَمَّانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَفِيْنَةَ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: ابْسُطْ كِسَاءَكَ، فَبَسَطْتُهُ، فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ: احْمِلْ مَا أَنْتَ إِلَّا سَفِيْنَةٌ، قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَ بَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ، مَا ثَقُلَ عَلَيَّ. حلية الأولياء ١/٣٦٩ وذكره فى الإصابة بنحوه ٢/٥٨

১৩৩. হযরত সাঈদ ইবনে জুমহান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাফীনা (রাযিঃ)এর নিকট তাহার নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম (যে,

এই নাম কে রাখিয়াছে?) তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে আমার নামের ব্যাপারে বলিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নাম সাফীনা রাখিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম সাফীনা কেন রাখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে গেলেন। তাঁহার সহিত সাহাবা (রাযিঃ)ও ছিলেন। তাহাদের সামানপত্র তাহাদের জন্য ভারী হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি বিছাইয়া দিলাম। তিনি ঐ চাদরের মধ্যে সাহাবাদের সামানপত্র বাঁধিয়া আমার উপর উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি বহণ কর, তুমি তো সাফীনা অর্থাৎ তুমি তো নৌকা। হযরত সাফীনা (রাযিঃ) বলেন, যদি ঐ দিন এক দুইটি নয় বরং পাঁচ, ছয় উটের বোঝাও উঠাইয়া লইতাম উহা আমার জন্য ভারী হইত না। (হিলইয়া–এসাবাহ)

١٣٤- عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِى غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أَعْبُرُ النَّاسَ فِى وَادٍ أَوْ نَهْرٍ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا كُنْتَ فِى هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةً. الإصابة ١/٢٣

১৩৪. হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আহমার (রাযিঃ) বলেন, আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। (একটি নিম্নভূমি অথবা নদীর উপর দিয়া আমরা অতিক্রম করিলাম) তখন আমি লোকদেরকে নিম্নভূমি অথবা নদী পার করাইতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, তুমি তো আজ সাফীনা (নৌকা) হইয়া গিয়াছ। (এসাবাহ)

١٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلٰى بَعِيْرٍ، قَالَ: فَكَانَ أَبُوْلُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ زَمِيْلَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِىْ عَنْكَ، قَالَ: مَا أَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّىْ وَمَا أَنَا بِأَغْنٰى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. رواه البغوى فى شرح السنة، قال المحقق: إسناده حسن ١١/٣٥

১৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমাদের প্রতি তিনজনের জন্য একটি

মাত্র উট ছিল, যাহার উপর আমরা পালাক্রমে সওয়ার হইতাম। হযরত আবু লুবাবাহ এবং হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়দল চলিবার পালা আসিত, তখন হযরত আবু লুবাবাহ এবং হযরত আলী (রাযিঃ) আরয করিতেন, আপনার পরিবর্তে আমরা পায়দল চলিব। (আপনি উটের উপর সওয়ার থাকুন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, তোমরা উভয়ে আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর আমি আজর ও সওয়াবের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে কম মুখাপেক্ষী নই। (শরহুস সুন্নাহ)

١٣٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٣٣٤

১৩৬. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফরের মধ্যে জামাতের জিম্মাদার হইল তাহাদের খাদেম স্বরূপ। যে ব্যক্তি খেদমত করার ব্যাপারে সাথীদের চাইতে অগ্রগামী হইয়াছে, তাহার সঙ্গীগণ শাহাদৎবরণ করা ব্যতীত অন্য কোন আমল দ্বারা তাহার চাইতে অগ্রগামী হইতে পারিবে না। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় আমল হইল শহীদ হওয়া। উহার পরে হইল খেদমত। (বায়হাকী)

١٣٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥/٩٢

১৩৭. হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের (সহিত মিলিয়া থাকা) রহমত। আর জামাত হইতে পৃথক হওয়া আযাব। (মুসনাদে আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. رواه البخاري، باب السير وحده، رقم: ٢٩٩٨

১৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি লোকেরা একাকী সফর করার মধ্যে নিহিত ঐ সকল (দ্বীনি ও দুনিয়াবী) ক্ষতিসমূহ জানিতে পারে যাহা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাত্রিবেলায় একাকী সফর করার সাহস করিবে না। (বোখারী)

١٣٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ. رواه أبوداؤد، باب في الدلجة، رقم: ٢٥٧١

১৩৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন সফর কর তখন সফরের কিছু অংশ রাত্রেও করিও। কেননা রাত্রিবেলায় জমিনকে গুটাইয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যখন তুমি কোন সফরের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হও তখন শুধু দিনে চলার উপর ক্ষান্ত হইও না, বরং কিছু রাত্রেও চলিও। কেননা রাত্রে দিনের মত বাধা বিপত্তি থাকে না। সুতরাং সহজে দ্রুত পথ অতিক্রম হইয়া যায়। জমিন গুটাইয়া দেওয়া হয় দ্বারা ইহাই বুঝানো হইয়াছে। (মুজাহিরে হক)

١٤٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. رواه الترمذي وقال: حديث عبد الله بن عمرو أحسن، باب ما جاء في كراهية أن يسافر وحده، رقم: ١٦٧٤

১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন আরোহী একটি শয়তান, দুইজন আরোহী দুইটি শয়তান, আর তিনজন আরোহী হইল জামাত। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীসে আরোহী দ্বারা মুসাফির বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ একাকী সফর করে অথবা দুইজন সফর করে, শয়তান তাহাদেরকে অত্যন্ত সহজে মন্দ কাজে লিপ্ত করিতে পারে। এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্যে একাকী সফরকারী বা দুইজন সফরকারীকে শয়তান বলিয়াছেন। এইজন্য সফরে কমপক্ষে তিনজন হওয়া চাই। যাহাতে শয়তান হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে। আর জামাতের সহিত নামায আদায় ও অন্যান্য

কাজে একে অন্যের সাহায্যকারী হইতে পারে। (মোযাহেরে হক)

۱۴۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ. رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ٣/٤٩١

১৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শয়তান একজন এবং দুইজনের সহিত খারাপ এরাদা করে অর্থাৎ ক্ষতি করিতে চায়। কিন্তু যখন তিনজন হয় তখন তাহাদের সহিত খারাপ এরাদা করে না।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

۱۴۲- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى. رواه أحمد٥/١٤٥

১৪২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি হইতে দুইজন উত্তম, দুইজন হইতে তিনজন উত্তম, তিনজন হইতে চারজন উত্তম। অতএব তোমাদের জন্য জামাত (এর সহিত জুড়িয়া থাকা) জরুরী। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে হেদায়েতের উপরই একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত উম্মত গোমরাহীর উপর কখনও একত্রিত হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাতের সহিত জুড়িয়া থাকিবে গোমরাহী হইতে নিরাপদ থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

۱۴۳-عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب قتل من فارق الجماعة۰۰۰۰، رقم:٤٠٢٥

১৪৩. হযরত আরফাজা ইবনে শুরাইহ আশজায়ী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার হাত জামাতের উপর থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার

বিশেষ সাহায্য জামাতের সহিত থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাত হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহার সহিত শয়তান থাকে এবং তাহাকে উস্কানী দিতে থাকে। (নাসায়ী)

۱۴۳- عَنْ اَبِي وَائِلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَلٰى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ فَتَخَلَّفَ بِشْرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَاخَلَّفَكَ، اَمَا لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلٰى! وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا اُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفَ عَلٰى جَسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخاري من طريق سويد، الإصابة ١/ ١٥٢

১৪৪. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাযিঃ)কে হাওয়াযেন (গোত্রের) সদকা (উসুল করার জন্য) আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশর গেলেন না। তাহার সহিত হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সাক্ষাত হইলে হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গেলে না কেন? আমার আদেশ শোনা এবং মানা তোমার জন্য জরুরী নয় কি? হযরত বিশর (রাযিঃ) আরয করিলেন, নিশ্চয়ই জরুরী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে, তাহাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। (যদি জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে আর না হয় দোযখের আগুন হইবে)। (ইসাবাহ)

١٤٤- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ عَمِّيْ، فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّيْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا اَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ. رواه مسلم، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم:٤٧١٧

১৪৪. হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমি এবং আমার দুই চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হই। তাহাদের মধ্য হইতে একজন আরয করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে সকল এলাকার শাসনকর্তা বানাইয়াছেন

আমাদেরকে উহার মধ্য হইতে কোন এলাকার আমীর নিযুক্ত করিয়া দিন। অপর ব্যক্তিও অনুরূপ খাহেশ জাহির করিল। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এই সকল বিষয়ে এমন কোন ব্যক্তিকেই জিম্মাদার বানাইব না যে জিম্মাদারী চায় অথবা উহার খাহেশ রাখে। (মুসলিম)

١٤٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ فَيُزْجِي الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ. رواه أبو داوُد، باب لزوم الساقة، رقم:٢٦٣٩

১৪৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিনয় প্রকাশ এবং অন্যদের সাহায্য ও খোঁজখবর নেওয়ার জন্য) কাফেলার পিছনে চলিতেন। সুতরাং তিনি দুর্বলের (সওয়ারী)কে হাঁকাইতেন। আর যে ব্যক্তি পায়দল চলিত তাহাকে নিজের পিছনে সওয়ার করিয়া লইতেন। আর (কাফেলার) লোকদের জন্য দোয়া করিতে থাকিতেন। (আবু দাউদ)

١٤٦ - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رواه أبو داوُد، باب في القوم يسافرون ....، رقم:٢٦٠٨

১৪৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তিন ব্যক্তি সফরে বাহির হইবে তখন নিজেদের মধ্য হইতে কোন একজনকে আমীর বানাইয়া লইবে। (আবু দাউদ)

١٤٧ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ، لَقِيَ اللّٰهَ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ. رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٥/٤٠١

১৪৭. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত হইতে পৃথক হইল এবং আমীরের আমীরীকে তুচ্ছ মনে করিল, তবে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহার কোন মর্যাদা থাকিবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হইতে পড়িয়া যাইবে।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٤٨ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح على شرطهما ١٠/٣٤٤

১৪৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্তকে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছে নাকি নষ্ট করিয়াছে। অর্থাৎ দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়াছে কিনা। (ইবনে হাব্বান)

١٤٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم:٨٩٣

১৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি—তোমরা সকলে জিম্মাদার, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার রাইয়ত (অধীনস্থদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। শাসনকর্তা একজন জিম্মাদার, তাহাকে তাহার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মানুষ তাহার পরিবার পরিজনের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ঘরের জিম্মাদার, তাহাকে তাহার ঘরে বসবাসকারী সন্তান ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। কর্মচারী তাহার মালিকের ধনসম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে মালিকের মালসম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সন্তান তাহার পিতার সম্পদের জিম্মাদার, তাহাকে পিতার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তোমরা প্রত্যেকে জিম্মাদার, প্রত্যেকের নিকট তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (বোখারী)

١٥٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَسْتَرْعِي اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَأَلَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَمْ أَضَاعَهُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً. رواه أحمد ٢/١٥

১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যাহাকেই কোন অধীনস্থের জিম্মাদার বানান, অধীনস্থরা সংখ্যায় বেশী হউক বা কম হউক, আল্লাহ তায়ালা তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে তাহাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। সে তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হুকুম কায়েম করিয়াছিল, না নষ্ট করিয়াছিল। এমনকি তাহাকে বিশেষভাবে তাহার ঘরের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

١٥١- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلٰى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧٢٠

১৫১. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দয়াপরবশ হইয়া হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে) এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করিতেছি। (তুমি আমীরের জিম্মাদারীকে পুরা করিতে পারিবে না) আমি তোমার জন্য উহা পছন্দ করিতেছি যাহা নিজের জন্য পছন্দ করিতেছি। তুমি দুইজন লোকের উপরও কখনও আমীর হইও না। আর কোন এতীমের মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করিও না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে যাহা এরশাদ করিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল যদি আমি তোমার মত দুর্বল হইতাম তবে দুইজনের উপরও কখনও আমীর হইতাম না।

١٥٢- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلٰى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا. رواه مسلم، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة،

১৫২. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমীর কেন বানান না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধের উপর হাত মারিয়া এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল। আর আমীর হওয়া একটি আমানত। (উহার সহিত বান্দাদের হকসমূহ জড়িত রহিয়াছে।) আর (আমীর হওয়া) কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমীরীর দায়িত্বকে সঠিকরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার জিম্মাদারীসমূহকে আদায় করিয়াছে। (তবে এইরূপ আমীর হওয়া কেয়ামতের দিন অপমান ও লজ্জার কারণ হইবে না)। (মুসলিম)

١٥٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِي) النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. (الحديث) رواه البخاري،

১৫৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! আমীর হইতে চাহিও না। যদি তোমার চাওয়ার কারণে তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তবে তুমি উহার সোপর্দ হইয়া যাইবে। (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমার কোন সাহায্য ও পথপ্রদর্শন করা হইবে না) আর যদি তোমার চাওয়া ব্যতীত তোমাকে আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় তখন উহাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বোখারী)

١٥٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. رواه البخاري، باب ما يكره من الحرص على الإمارة،

১৫৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে যখন তোমরা আমীর হওয়ার লোভ করিবে, অথচ আমীর হওয়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হইবে। আমীর হওয়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন স্তন্যদানকারিণী একজন মেয়েলোক। শুরুতে (তো শিশুর নিকট) বড় ভাল লাগে, আর যখন দুধ ছাড়ানোর সময় হয়

তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের শেষোক্ত বাক্যের অর্থ হইল, যখন কেহ আমীরের দায়িত্ব পায় তখন ভাল লাগে যেমন শিশুর নিকট স্তন্যদানকারিণী ভাল লাগে। আর যখন আমীরের দায়িত্ব হাতছাড়া হইয়া যায় তখন উহা অত্যন্ত খারাপ লাগে, যেমন দুধপান বন্ধ করা শিশুর নিকট অত্যন্ত খারাপ লাগে।

١٥٥- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِيَ؟ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ؟.

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥/٣٦٣

১৫৫. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা চাহিলে আমি তোমাদেরকে আমীর হওয়ার হাকীকত সম্পর্কে বলিব? আমি উচ্চস্বরে তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার হাকীকত কি? তিনি এরশাদ করিলেন, উহার প্রথম অবস্থা হইল তিরস্কার ও নিন্দা। দ্বিতীয় অবস্থা হইল অনুতাপ। তৃতীয় অবস্থা হইল কেয়ামতের দিন আযাব। তবে যে ব্যক্তি ইনসাফ করিল সে নিরাপদ থাকিবে। (কিন্তু) মানুষ নিজের নিকট (আত্মীয়)দের ব্যাপারে ইনসাফ কিভাবে করিতে পারে অর্থাৎ ইনসাফ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মনমানসিকতার কারণে প্রভাবিত হইয়া ইনসাফ করিতে পারে না এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ঝুকিয়া পড়ে। (বাযযার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমীর হয় তাহাকে চতুর্দিক হইতে তিরস্কার করা হয় যে, সে এমন করিয়াছে, তেমন করিয়াছে। অতঃপর মানুষের তিরস্কারে অস্থির হইয়া সে অনুতাপে লিপ্ত হয়। আর বলে যে, আমি এই পদ কেন গ্রহণ করিলাম। অতঃপর শেষ অবস্থা হইল ইনসাফ না করার কারণে কেয়ামতের দিন এই আমীরী আযাবের আকৃতিতে প্রকাশ পাইবে। মোটকথা দুনিয়াতেও অপমান ও লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন হিসাব হইবে।

١٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٤/٩٢

১৫৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহাকেও জামাতের আমীর নিযুক্ত করিল, অথচ জামাতের লোকদের মধ্যে তাহার চেয়েও বেশী আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি মওজুদ রহিয়াছে। সে আল্লাহ তায়ালার সহিত খেয়ানত করিল এবং তাঁহার রাসূলের সহিত খেয়ানত করিল এবং ঈমানদারদের সহিত খেয়ানত করিল।

(মুসতাদরাক হাকেম)

ফায়দা ঃ উত্তম ব্যক্তি মওজুদ থাকা সত্ত্বে অন্য কাহাকে আমীর বানানোর ব্যাপারে যদি কোন দ্বীনী কারণ থাকে তবে এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। যেমন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইলেন। উহাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাযিঃ)কে আমীর বানাইলেন এবং ইহা এরশাদ করিলেন যে, এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নয় কিন্তু ক্ষুধা পিপাসায় অধিক ধৈর্য ধারণকারী।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥٧- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب فضيلة الأمير العادل، رقم: ٤٧٣١

১৫৭. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে আমীর মুসলমানদের বিষয়সমূহের জিম্মাদার হইয়া মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় চেষ্টা করিবে না, সে মুসলমানদের সহিত জান্নাতে দাখেল হইতে পারিবে না। (মুসলিম)

١٥٨- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه البخاري، باب من استرعى رعية فلم ينصح،

১৫৮. হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান জনগোষ্ঠীর জিম্মাদার হয় অতঃপর তাহাদের সহিত প্রতারণামূলক কাজ করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাতকে হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

١٥٩- عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ. رواه أبوداؤد، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ....، رقم:٢٩٤٨

১৫৯. হযরত আবু মারইয়াম আযদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানাইয়াছেন আর সে মুসলমানদের অবস্থা, প্রয়োজনসমূহ ও তাহাদের অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজন না মিটায়, আর না তাহাদের অভাব অনটন দূর করিবার চেষ্টা করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার অবস্থা ও প্রয়োজনসমূহ এবং অভাব অনটন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবেন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহার প্রয়োজন এবং পেরেশানীকে দূর করিবেন না। (আবু দাউদ)

١٦٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد

১৬০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে দশজন অথবা দশজনের বেশী ব্যক্তির উপর আমীর নিযুক্ত করা হয়, আর সে ব্যক্তি তাহাদের সহিত ইনসাফ করে না, তবে কেয়ামতের দিন বেড়ী ও হাতকড়াতে (বাঁধা অবস্থায়) আসিবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

١٦١- عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ، فَتَخَلَّفَ بِشْرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ، أَمَا لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى! وَلٰكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

يَقُوْلُ: مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُوْقَفَ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) أخرجه البخاري من طريق سويد، الإصابة ١/١٥٢

১৬১. হযরত আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাযিঃ)কে হাওয়াযেন (গোত্র)এর সদকা উসুল করার জন্য আমেল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হযরত বিশর (রাযিঃ) গেলেন না। হযরত ওমর (রাযিঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গেলে না, আমার কথা মানা ও শোনা তোমার উপর জরুরী নয় কি? হযরত বিশর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কেন জরুরী হইবে না! কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইল তাহাকে কেয়ামতের দিন আনিয়া জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে। (যদি সে জিম্মাদারীকে সঠিকভাবে পালন করিয়া থাকে তবে নাজাত হইবে অন্যথায় দোযখের আগুন হইবে।) (বোখারী, এসাবাহ)

١٦٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتٰى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا حَتّٰى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥/٣٧٠

১৬২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর চাই দশজনের উপরই হইক না কেন, কেয়ামতের দিন গলায় শিকল পরা অবস্থায় তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। অবশেষে তাহার ইনসাফ তাহাকে শিকল হইতে মুক্তি দিবে অথবা তাহার জুলুম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে।
(বাযযার, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سَيَلِيْكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ، وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ أَكْثَرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/١٥

১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কিছুসংখ্যক আমীর এমন হইবে, যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করিবে (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দ্বারা যেই পরিমাণ সংশোধন ও সংস্কার সাধন করিবেন উহা তাহাদের ফাসাদ সৃষ্টি ও বিনষ্ট করা হইতে বেশী হইবে। সুতরাং ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার হুকুম মত কাজ করিবে সে তো আজর ও সওয়াব পাইবে এবং তোমাদের জন্য শোকর করা জরুরী হইবে। এমনিভাবে ঐ সকল আমীরদের মধ্য হইতে যেই আমীর আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজ করিবে, উহার গুনাহ তাহার উপর হইবে। আর তোমাদেরকে এমতাবস্থায় সবর করিতে হইবে। (বায়হাকী)

١٦٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي بَيْتِي هٰذَا: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ.

رواه مسلم، باب فضيلة الأمير العادل ....، رقم:٤٧٢٢

১৬৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমার এই ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করিতে শুনিয়াছি যে, আয় আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের (দ্বীনি এবং দুনিয়াবী) যে কোন কাজের জিম্মাদার নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে লোকদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে, আপনিও তাহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিন। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যে কোন বিষয়ে জিম্মাদার নিযুক্ত হয় এবং লোকদের সহিত নম্র ব্যবহার করে আপনিও তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করুন। (মুসলিম)

١٦٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ. رواه أبوداود، باب في التجسس، رقم:٤٨٨٩

১৬৫. হযরত জোবায়ের ইবনে নুফায়ের, হযরত কাসীর ইবনে মুররাহ, হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ, হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দী কারিব এবং

হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীর যখন লোকদের মধ্যে সন্দেহমূলক বিষয় তালাশ করে, তখন লোকদেরকে নষ্ট করিয়া দেয়। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আমীর যখন লোকদের উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে তাহাদের দোষত্রুটি তালাশ করিতে শুরু করিবে এবং তাহাদের প্রতি খারাপ ধারণা করিতে শুরু করিবে তখন সে নিজেই লোকদের মধ্যে ফেৎনা ফাসাদ ও বিশৃংখলার কারণ হইবে। এইজন্য আমীরের উচিত লোকদের দোষ ঢাকিয়া রাখা এবং তাহাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। (বযলুল মজহুদ)

١٦٦- عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا. رواه مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء ....، رقم:٤٧٦٢

১৬৬. হযরত উম্মে হোসাইন (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি তোমাদের উপর কোন নাক কান কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক চালায় তোমরা তাহার কথা শুনিও এবং মানিও। (মুসলিম)

١٦٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ. رواه البخاري، باب السمع والطاعة للإمام ....، رقم:٧١٤٢

১৬৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনিতে ও মানিতে থাক, যদিও তোমাদের উপর এমন হাবশী গোলামকেই আমীর নিযুক্ত করা হউক না কেন, যাহার মাথা দেখিতে কিসমিসের মত (ছোট) হয়। (বোখারী)

١٦٨- عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. رواه مسلم، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، رقم:٤٧٨٣

১৬৮. হযরত ওয়ায়েল হাযরামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা

আমীরদের কথা শুন এবং মান। কেননা তাহাদের জিম্মাদারী (যেমন ইনসাফ করা) সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর তোমাদের জিম্মদারী (যেমন আমীরের কথা মানা) সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। (অতএব প্রত্যেক নিজ নিজ জিম্মাদারী আদায় করার মধ্যে লাগিয়া থাকিবে চাই অন্যেরা আদায় করুক বা না করুক।) (মুসলিম)

١٦٩- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَطِيْعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُوْنَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَعَضُّوا عَلَى نَوَاجِذِكُمْ بِالْحَقِّ. رواه الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي ١/٩٦

১৬৯. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে তোমাদের কাজের ব্যাপারে জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদেরকে মানিয়া চল। আর আমীরের সহিত তাহার দায়িত্বের ব্যাপারে ঝগড়া করিও না। যদিও আমীর কালো গোলামই হয়। আর তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযিঃ)দের তরীকাকে মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া ধর এবং হক ও সত্যকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক।

(মুসতাদরাকে হাকেম)

١٧٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. رواه أحمد ٢/٣٦٧

১৭০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি জিনিসকে পছন্দ করেন, আর তিনটি

জিনিসকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা ইহা পছন্দ করেন যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। আর সকলে মিলিয়া আল্লাহ তায়ালার রশিকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাক। (পৃথক পৃথক হইয়া) বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইও না। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জিম্মাদার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আন্তরিকতা, আনুগত্য হিত কামনা রাখ। আর তোমাদের এই সকল বিষয়কে অপছন্দ করেন যে, অনর্থক তর্কবিতর্ক কর, মাল নষ্ট কর, আর অতিরিক্ত প্রশ্ন কর। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِيْ. رواه ابن ماجه، باب طاعة الإمام، رقم: ٢٨٥٩

১৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিল। আর যে আমার নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের আনুগত্য করিল সে আমার আনুগত্য করিল। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীরের নাফরমানী করিল সে আমার নাফরমানী করিল। (ইবনে মাজা)

١٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. رواه مسلم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ....، رقم: ٤٧٩٠

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কোন বিষয় দেখে তাহার ঐ বিষয়ে সবর করা উচিত। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত অর্থাৎ সংঘবদ্ধ জীবন হইতে এক বিঘৎ পরিমাণও পৃথক হইল (এবং তওবা করা ব্যতীত) ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ

করিল। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করার অর্থ হইল জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা স্বাধীন জীবন যাপন করিত। তাহারা না সর্দারের আনুগত্য করিত আর না ধর্মীয় নেতাদের কথা মানিত। (নববী)

١٧٣-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ. (وهو بعض الحديث) رواه أبو داوُد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٢٥

১৭৩. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর কাজে কাহারো আনুগত্য করিও না। আনুগত্য তো শুধু নেককাজের মধ্যে রহিয়াছে। (আবু দাউদ)

١٧٤-عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ. رواه أحمد٢/١٤٢

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমীরের কথা শুনা ও মানা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। পছন্দ হউক বা অপছন্দ হউক। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর হুকুম দেওয়া হইলে আনুগত্য জায়েয নাই। অতএব যদি কোন গুনাহের কাজ করার হুকুম দেওয়া হয় তবে উহা শুনা ও মানার দায়িত্ব তাহার উপর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

١٧٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيْرُكُمْ. رواه البزار وإسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٢٠٦

১৭৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা সফর কর, তখন এমন ব্যক্তি তোমাদের ইমাম হওয়া উচিত যাহার কুরআন শরীফ বেশী জানা থাকে (এবং মাসায়েল বেশী জানে) যদিও সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হয়। আর যখন সে নামাযে তোমাদের ইমাম হইল

তখন সে তোমাদের আমীরও বটে। (বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেল যে, এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো উচিত যাহার কুরআনে করীম ও মাসায়েল বেশী জানা আছে, কারণ সে সকলের মধ্যে উত্তম। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা ইহাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোন বিশেষ গুণের কারণে এমন ব্যক্তিকেও আমীর বানাইয়াছেন, যাহার সাথীরা তাহার চেয়ে উত্তম ছিল। যেমন ১৫৬ নং হাদীসের ফায়দায় বর্ণিত হইয়াছে।

١٧٦-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَمَنْ عَبَدَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد٥/٣٨٩

১৭৬. হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার এবাদত এমনভাবে করিয়াছে যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে, আর আমীরের কথা শুনিয়াছে এবং মানিয়াছে, আল্লাহ তায়ালার জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য হইতে যে দরজা দিয়া সে চাহিবে তাহাকে দাখেল করিবেন। জান্নাতের আটটি দরজা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়াছে যে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নামায কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে এবং আমীরের কথা শুনিয়াছে, (কিন্তু) উহা মানে নাই, তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ রহিল। তিনি ইচ্ছা করিলে দয়া করিবেন, ইচ্ছা করিলে আযাব দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٧٧-عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ

الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه أبوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم:٢٥١٥

১৭৭. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ দুই প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জেহাদে বাহির হইল, আমীরের আনুগত্য করিল, নিজের উত্তম মালকে খরচ করিল, সাথীদের সহিত নম্র ব্যবহার করিল, এবং (সকল প্রকার) ফেৎনা ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিল, এমন ব্যক্তির ঘুম ও জাগরণ সবই সওয়াবের বিষয় হইবে। আর যে ব্যক্তি গর্ব ও লোক দেখানো এবং লোকদের মধ্যে নিজের নাম চর্চার জন্য জেহাদে বাহির হইল, আমীরের কথা মানিল না, এবং জমিনে ফেৎনা ফাসাদ ছড়াইল সে ব্যক্তি জেহাদ হইতে লোকসানের সহিত ফিরিবে। (আবু দাউদ)

١٧٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَأَعْظَمَ ذٰلِكَ النَّاسُ، وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَ لَهُ. رواه أبوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم:٢٥١٦

১৭৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদের জন্য এই নিয়তে বাহির হয় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র পাওয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা এই কথাকে বড় ভারী মনে করিল এবং ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা কর। সম্ভবতঃ তুমি তোমার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝাইতে পার নাই। উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে জেহাদে যায় যে, দুনিয়াবী কিছু সামানপত্র মিলিয়া যাইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, সে কোন সওয়াব পাইবে না। লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও তাহাকে ইহাই বলিলেন যে, সে কোন সওয়াব পাইবে না। (আবু দাউদ)

١٧٩- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. رواه أبوداؤد، باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، رقم:٢٦٢٨

১৭৯. হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জায়গায় অবস্থান করিবার জন্য তাঁবু ফেলিতেন, তখন সাহাবা (রাযিঃ) উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এইভাবে উপত্যকা ও নিম্নভূমিতে তোমাদের বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে। (সে তোমাদের একজনকে অন্যজন হইতে পৃথক রাখিতে চায়) এই এরশাদের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানেই অবস্থান করিতেন সমস্ত সাহাবী (রাযিঃ) একসাথে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করিতেন। এমনকি তাহাদের (একজনকে অন্যজনের কাছাকাছি দেখিয়া) এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল যে, যদি ইহাদের সকলের উপর একটি কাপড় ফেলিয়া দেওয়া হয় তবে উহা তাহাদের সবাইকে ঢাকিয়া লইবে। (আবু দাউদ)

١٨٠- عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ

النَّهَارِ، فَأَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أبوداود، باب في الإبتكار في السفر، رقم:٢٦٠٦

১৮০. হযরত সাখর গামেদী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের প্রথমাংশে বরকত দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন ছোট অথবা বড় লশকর রওয়ানা করিতেন, তখন তাহাদেরকে দিনের প্রথম অংশে রওয়ানা করিতেন। হযরত সাখর (রাযিঃ) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাহার ব্যবসার মাল কর্মচারীদের মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য দিনের প্রথমাংশে পাঠাইতেন। ইহাতে তিনি ধনী হইয়া গেলেন এবং তাহার মাল বৃদ্ধি পাইয়া গেল। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যদি আমার উম্মতের লোকেরা দিনের প্রথম অংশে সফর করে, অথবা দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী কাজ করে তবে উহাতে তাহাদের বরকত হাসিল হইবে।

١٨١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمْ عَلٰى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ. رواه ابن ماجه، باب السرايا، رقم:٢٨٢٧

১৮১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আকসাম ইবনে জাওনখুযায়ী (রাযিঃ)কে এরশাদ করিলেন, হে আকসাম! নিজের কওম ব্যতীত অন্যদের সাথে মিলিয়াও জেহাদ করিত। ইহাতে তোমার আখলাক সুন্দর হইবে। আর ঐ আখলাকের কারণে তুমি নিজের বন্ধুবান্ধব ও সাথীদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হইবে।

হে আকসাম! (সফরের জন্য) সর্বোত্তম সাথী (কমপক্ষে) চারজন। আর সর্বোত্তম সারিয়্যাহ (ছোট লশকর) যাহা চারশত লোকের সমন্বয়ে হয়। আর সর্বোত্তম জায়েশ (বড় লশকর) হইল যাহা চার হাজার লোকের সমন্বয়ে হয়। বার হাজার লোক সংখ্যার স্বল্পতার কারণে পরাজিত হইতে

পারে না। (তবে পরাজয়ের অন্য কোন কারণ—যেমন আল্লাহ তায়ালার কোন নাফরমানীতে লিপ্ত হইয়া যাওয়া ইত্যাদি থাকিলে ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

١٨٢- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتّٰى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ. رواه مسلم، باب استحباب المواساة بفضول المال، رقم:٤٥١٧

১৮২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন যে, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আসিল এবং (নিজের প্রয়োজন প্রকাশার্থে) ডানে বামে তাকাইতে লাগিল। (যাহাতে কোন উপায়ে তাহার প্রয়োজন মিটে।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যাহার নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে উহা এমন ব্যক্তিকে দান করে যাহার নিকট সওয়ারী নাই। আর যাহার নিকট (নিজের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে সে উহা তাহাকে দান করে যাহার নিকট খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা নাই। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে বিভিন্ন প্রকার মালের নাম উল্লেখ করিলেন। এমনকি (তাহার উৎসাহ দানের কারণে) আমাদের ধারণা হইতে লাগিল যে, আমাদের কাহারো নিকট নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর কোন হক নাই। (বরং এই অতিরিক্ত জিনিসের প্রকৃত হকদার সেই ব্যক্তি যাহার নিকট উহা নাই)। (মুসলিম)

١٨٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ. (الحديث) رواه أبوداود، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم:٢٥٣٤

১৮৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় এরশাদ করিলেন, হে মোহাজের ও আনসারদের জামাত! তোমাদের ভাইদের মধ্যে কিছু লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট না মাল আছে, আর না তাহাদের আত্মীয় স্বজন আছে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকে তাহাদের মধ্য হইতে দুই অথবা তিনজনকে নিজের সঙ্গে মিলাইয়া লও। (আবু দাউদ)

١٨٤- عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا خَلَّفَ عَبْدٌ عَلٰى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا. رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير ٢/٤٩٥، ورد عليه صاحب الإتحاف وملخص كلامه أن الحديث ليس بضعيف، إتحاف السادة ٣/٤٦٥..

১৮৪. হযরত মুতয়ীম ইবনে মেকদাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন সর্বোত্তম নায়েব যাহাকে সে তাহার পরিবার পরিজনের নিকট রাখিয়া যায় উহা হইল সেই দুই রাকাত নামায, যাহা সে তাহাদের নিকট পড়িয়া রওয়ানা হয়। (জামে সগীর)

١٨٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا. رواه البخاري، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة .....، رقم:٦٩

১৮৫. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, লোকদের সহিত সহজ আচরণ কর এবং তাহাদের সহিত কঠিন আচরণ করিও না। সুসংবাদ শুনাও এবং বিমুখ করিও না। (বোখারী)

অর্থাৎ লোকদেরকে নেক কাজের সওয়াব ও প্রতিদানের সুসংবাদ শুনাও এবং তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে এমন ভয় দেখাইও না যাহাতে তাহারা আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া যায়।

١٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ. رواه أبوداود، باب في فضل القفل في الغزو، رقم:٢٤٨٧

১৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসাও জেহাদে যাওয়ার মত। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদ করিলে যে সওয়াব ও প্রতিদান মিলে উক্ত সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ তায়ালার রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসার পর নিজ এলাকায় থাকিয়াও মিলে। যখন নিয়ত এই হয় যে, যেই প্রয়োজনে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম যখন সেই প্রয়োজন পুরা হইয়া যাইবে অথবা যখনই আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ডাক আসিবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হইয়া যাইব। (মোজাহেরে হক)

١٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. رواه أبوداود، باب في التكبير على كل شرف في المسير، رقم:٢٧٧٠

১৮৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেহাদ, হজ্জ অথবা ওমরা হইতে ফিরিতেন তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানে তিনবার তাকবীর বলিতেন। অতঃপর এই কালেমাসমূহ পড়িতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাহারই জন্য। তাহারই জন্য প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী এবং সেজদাকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তায়ালা তাহার ওয়াদা সত্য প্রমাণ করিয়াছেন, এবং আপন বান্দার সাহায্য করিয়াছেন, আর তিনি এককভাবে দুশমনকে পরাস্থ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

١٨٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لَهُ: يَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ: أَنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِ كَافَّةً، أَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآمُرُهُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، فَآمِنْ بِاللّٰهِ يَا عَمْرُو يُؤَمِّنْكَ اللّٰهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِئْتَ بِهِ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ أَرْغَمَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْأَقْوَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَرْحَبًا بِكَ يَا عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ابْعَثْنِي إِلَى قَوْمِي لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَمُنَّ بِي عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيَّ، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظًّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُوْدًا، فَأَتَيْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ: يَا بَنِي رِفَاعَةَ، يَا مَعَاشِرَ جُهَيْنَةَ، إِنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْكُمْ، أَدْعُوْكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَأُحَذِّرُكُمُ النَّارَ، وَآمُرُكُمْ بِحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَفْضِ الْأَصْنَامِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَكُمْ خِيَارَ مَنْ أَنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَّضَ إِلَيْكُمْ فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُبِّبَ إِلَى غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيْهِ، وَالْغَزَاةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأَجِيْبُوا هٰذَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ، تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَارِعُوا فِي ذٰلِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيْلَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ، فَأَجَابُوْهُ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا. رواه الطبراني

১৮৮. হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং

বলিলেন, হে আমর ইবনে মুররাহ! আমি আল্লাহ তায়ালার সকল বান্দাদের প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি, এবং আমি তাহাদিগকে হুকুম দিতেছি যে, তাহারা যেন খুনের হেফাজত করে। (অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা না করে) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে। মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দেয়। বাইতুল্লাহর হজ্জ করে। আর বার মাসের এক মাস রমযানে রোযা রাখে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়সমূহকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য জাহান্নাম হইবে।

হে আমর! আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন কর। তিনি তোমাকে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব হইতে নিরাপত্তা দান করিবেন। হযরত আমর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। আর আপনি যাহা কিছু হালাল ও হারামের বিষয় লইয়া আসিয়াছেন আমি ঐ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনিলাম। যদিও এই সকল বিষয় অনেক কওমের নিকট অপছন্দনীয় হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে আমর! তোমার জন্য সাবাসি হউক। অতঃপর হযরত আমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হউন। আপনি আমাকে আমার কওমের প্রতি প্রেরণ করুন। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, যেমন আপনার দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করিলেন। আর এই উপদেশ দিলেন যে, নম্র ব্যবহার করিও। সঠিক এবং সরল কথা বলিও। কঠোর ভাষা ও দুর্ব্যবহার করিও না, অহংকার ও হিংসা করিও না।

অতঃপর আমি আমার কওমের নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে বনি রিকায়াহ ও বনি জুহাইনার লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূলের প্রতিনিধি। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের দিকে দাওয়াত দিতেছি এবং তোমাদিগকে জাহান্নাম হইতে ভয় প্রদর্শন করিতেছি। আমি তোমাদিগকে এই বিষয় হুকুম দিতেছি যে, তোমরা রক্তের হেফাজত কর। অর্থাৎ কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর। মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দাও। বাইতুল্লাহর হজ্জ কর। আর বার মাসের এক মাস রমযানে রোযা রাখ। যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়গুলিকে মানিয়া লইবে সে জান্নাত পাইবে। আর যে

ব্যক্তি মানিবে না তাহার জন্য দোযখ হইবে। হে জুহাইনাহ গোত্রের লোকেরা! আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে আরবদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম গোত্র বানাইয়াছেন। আর যে সকল মন্দ বিষয়গুলি অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট পছন্দনীয় ছিল, আল্লাহ তায়ালা জাহেলিয়াতের যুগেও তোমাদের অন্তরে ঐসব বিষয়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। যেমন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা দুই সহোদর বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করিত। আর নিজের পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিত এবং সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করিত। (অথচ তোমরা এই সকল অন্যায় কাজ জাহেলিয়াতের যুগেও করিতে না) অতএব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে প্রেরিত সেই রসূলের কথা মানিয়া লও যাহার বংশীয় সম্পর্ক বনি লুয়াই ইবনে গালেবের সহিত রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার মর্যাদা এবং আখেরাতের ইজ্জত পাইয়া যাইবে। তোমরা তাহার কথা গ্রহণ করিতে তাড়াতাড়ি কর। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আগে (ইসলাম কবুল করার কারণে) তোমাদের মর্যাদা লাভ হইবে। সুতরাং তাহার দাওয়াতের কারণে একজন ব্যতীত সমস্ত কওম মুসলমান হইয়া গেল। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ চার মাস সম্মানিত ছিল। যে মাসে আরবরা যুদ্ধ করিত না। উহা হইল, মহররম, রজব, যুলকাদাহ, যুলহাজ্জাহ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

١٨٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ. رواه مسلم، باب استحباب ركعتين فى المسجد...، رقم:١٦٥٩

১৮৯. হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, দিনের বেলায় চাশতের সময় সফর হইতে ফিরিতেন এবং আসিবার পর প্রথমে মসজিদে যাইতেন। দুই রাকাত নামায আদায় করিতেন। অতঃপর মসজিদে বসিতেন। (মুসলিম)

١٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ): ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه البخارى، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة...، رقم:٢٦٠٤

১৯০. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমরা যখন

(সফর হইতে ফিরিয়া) মদীনায় আসিয়া গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিলেন, মসজিদে যাও এবং দুই রাকাত নামায পড়। (বোখারী)

١٩١- عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوْا لَنَا فَقَعَدْنَا، فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ؟ فَأَشَرْنَا بِأَجْمَعِنَا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِذٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَهٰذَا الْأَشَجُّ؟ وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هٰذَا الْإِسْمُ بِضَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَأَلْقٰى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِجْلَهُ وَاتَّكَأَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْأَشَجُّ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ، وَقَالُوْا: هٰهُنَا يَا أَشَجُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَوٰى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْلَهُ: هٰهُنَا يَا أَشَجُّ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَحَّبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ بِلَادِهِ، وَسَمّٰى لَهُ قَرْيَةً قَرْيَةً الصَّفَا وَالْمُشَقَّرِ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ قُرٰى هَجَرَ، فَقَالَ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا، فَقَالَ: إِنِّيْ قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِيْ فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَكْرِمُوْا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، أَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ أَشْعَارًا وَأَبْشَارًا، أَسْلَمُوْا طَائِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ إِذْ أَبٰى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوْا حَتّٰى قُتِلُوْا، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحُوْا قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرُ إِخْوَانٍ، أَلَانُوْا فِرَاشَنَا، وَأَطَابُوْا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوْا وَأَصْبَحُوْا يُعَلِّمُوْنَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ، فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَفَرِحَ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا، فَعَرَضْنَا

عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمْنَا وَعُلِّمْنَا، فَمِنَّا مَنْ عُلِّمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّوْرَةَ وَالسُّوْرَتَيْنِ وَالسُّنَنَ. (الحديث) رواه أحمد ٣/٤٣٢

১৯১. হযরত শিহাব ইবনে আব্বাদ (রহঃ) বলেন, আবদে কায়েস গোত্রের যেই প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়াছিল, তাহাদের এক ব্যক্তিকে এইভাবে নিজের সফরের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন, আমাদের আগমনে মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশী হইলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে পৌঁছিলে লোকেরা আমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিল। আমরা সেখানে বসিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে খোশ আমদেদ বলিলেন, এবং দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে তাকাইয়া এরশাদ করিলেন, তোমাদের সর্দার ও জিম্মাদার কে? আমরা সকলে মুনযির ইবনে আয়েদের দিকে ইঙ্গিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, এই আশাজ্জ? অর্থাৎ জখমের দাগ যুক্ত ব্যক্তি কি তোমাদের সর্দার? আমরা আরজ করিলাম, জ্বি হাঁ। (আশাজ্জ ঐ ব্যক্তিকে বলে যাহার মাথা অথবা মুখমণ্ডলের উপর কোন জখমের দাগ থাকে) তাহার মুখমণ্ডলের উপর গাধার ক্ষুরের আঘাতের কারণে জখমের দাগ ছিল। তাহার আশাজ্জ নাম হওয়ার ইহাই সর্বপ্রথম দিন ছিল। তিনি সাথীদের পিছনে রহিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাথীদের বাহনগুলিকে বাঁধিলেন এবং তাহাদের সামান সামলাইলেন। অতঃপর নিজের পুটলী বাহির করিয়া সফরের কাপড় খুলিয়া পরিষ্কার কাপড় পরিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে রওয়ানা দিলেন। (ঐ সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা মোবারক মেলিয়া হেলান দিয়াছিলেন। হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিলেন, তখন লোকেরা তাহার জন্য জায়গা করিয়া দিল এবং বলিল, হে আশাজ্জ! এখানে বসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আশাজ্জ! এখানে আস। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খোশ আমদেদ বলিলেন এবং স্নেহসুলভ আচরণ করিলেন। তাহাকে তাহার এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন

এবং হাজর এলাকার সাফা, মুশাক্কার ইত্যাদি এক একটি বস্তির নাম উল্লেখ করিলেন। হযরত আশাজ্জ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কোরবান হউন, আপনি তো আমাদের বস্তিসমূহের নাম আমাদের চাইতে বেশী জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমার জন্য তোমাদের এলাকা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমি উহার মধ্যে চলাফেরা করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আনসার! তোমাদের ভাইদের একরাম কর। কেননা ইহারা তোমাদের মত মুসলমান। তাহাদের চুল ও চামড়ার রং তোমাদের সহিত অনেক বেশী সামঞ্জস্যতা রাখে। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় নাই। আর এমনও হয় নাই যে, তাহাদের হক সারা হইয়াছে যাহা উসুল করিবার জন্য তাহারা ইসলাম কবুল করিয়াছে। অথচ অনেক কওম ইসলাম কবুল করিতে অস্বীকার করিয়াছে (এবং মোকাবিলা করিয়াছে) ফলে তাহারা মারা পড়িয়াছে। (উক্ত প্রতিনিধিদল আনসারদের নিকট রহিল) অতঃপর যখন সকাল হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইদের পক্ষ হইতে একরাম ও মেহমানদারী কেমন পাইয়াছ? তাহারা বলিল, বড় উত্তম ভাই, আমাদেরকে নরম বিছানা দিয়াছেন, উত্তম খাবার খাওয়াইয়াছেন, আর সকাল সন্ধ্যা আমাদেরকে আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা খুব পছন্দ করিলেন এবং ইহাতে তিনি খুব খুশী হইলেন। অতঃপর তিনি আমাদের এক একজন করিয়া প্রত্যেকের প্রতি মনোযোগ দিলেন। আমরা যাহা শিখিয়াছিলাম, এবং আমাদেরকে যাহা শিখানো হইয়াছিল আমরা তাঁহাকে শুনাইলাম। আমাদের মধ্যে কাহাকেও আত্তাহিয়্যাতু, কাহাকেও সূরা ফাতেহা, কাহাকেও একটি সূরা কাহাকেও দুইটি সূরা এবং কাহাকেও কয়েকটি সুন্নত শিখানো হইয়াছিল।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٩٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ. رواه أبوداوُد، باب في الطروق، رقم:٢٧٧٧

১৯২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন মানুষ ঘর হইতে দীর্ঘসময় অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ সফরে তাহার দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়, তবে সে (হঠাৎ) রাত্রিবেলায় নিজের ঘরে যাইবে না। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, দীর্ঘ সফরের পর হঠাৎ রাত্রিবেলায় ঘরে যাওয়া সঙ্গত নয়। কেননা এমতাবস্থায় ঘরের লোকেরা আগে হইতে মানসিকভাবে তাহার এস্তেকবালের জন্য প্রস্তুত থাকিবে না। তবে যদি পূর্ব হইতে আসার খবর থাকে তবে রাত্রিবেলায় যাইতে কোন অসুবিধা নাই। (নববী)

١٩٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، أَنْ يَأْتِىَ أَهْلَهُ طُرُوْقًا. رواه مسلم، باب كراهة الطروق.....، رقم:٤٩٦٧

১৯৩. হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সফর হইতে প্রত্যাবর্তনকারী পুরুষের জন্য নিজের পরিবারের নিকট যাওয়ার সর্বোত্তম সময় হইল রাত্রের প্রথম অংশ। (ইহা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন পরিবারের লোকদের আগে হইতে তাহার আগমনের খবর থাকে অথবা যখন নিকটের সফর হইবে।

(আবু দাউদ)

॥ ॥ ॥

অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا﴾ [بنى اسرائيل:٥٣]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করিয়াছেন,—এবং আপনি আমার বান্দাদেরকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন এইরূপ কথাবার্তা বলে যাহা উত্তম হয়। (যাহাতে কাহারো অন্তরে কষ্ট না হয়) কেননা শয়তান অন্তরে কষ্টদায়ক কথার দ্বারা পরস্পর ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

(সূরা বনী ইসরাঈল ৫৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ﴾ [المؤمنون:٣]

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের একটি গুণ এই এরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা অহেতুক কথাবার্তা হইতে সরিয়া থাকে। (সূরা মোমেনুন)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ☆ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ☆ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ [النور:١٥-١٧]

(মুনাফেকেরা একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর প্রতি অপবাদ দিল। কতক সরলমনা মুসলমানও এই শোনা কথার আলোচনায় লিপ্ত হইল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—তোমরা ঐ সময় আযাবের উপযুক্ত হইয়া যাইতে যখন তোমরা আপন জবানে এই খবরকে একে অপরের নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিলে এবং আপন মুখসমূহ দ্বারা এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা ইহাকে হালকা ব্যাপার মনে করিতেছিলে। (অর্থাৎ ইহাতে কোন গুনাহ নাই।) অথচ উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট বড়ই গুরুতর ব্যাপার ছিল। আর যখন তোমরা এই অপবাদকে শুনিয়াছিলে তখন এই অপবাদ সম্পর্কে শুনিবামাত্রই এইরূপ কেন বলিলে না যে, আমাদের জন্য তো এমন কথা মুখ দিয়া বাহির করাও শোভনীয় নহে। আল্লাহর পানাহ! ইহা তো গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নসীহত করিতেছেন যে, যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আগামীতে পুনরায় কখনও এমন কাজ করিবে না। (অর্থাৎ যাচাই ব্যতিরেকে মিথ্যা সংবাদ রটাইতে থাক) (সূরা নূর)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا﴾ [الفرقان:٧٢]

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের একটি গুণ এই বর্ণনা করিয়াছেন,—এবং তাহারা বেহুদা কথায় অংশগ্রহণ করে না। আর যদি ঘটনাক্রমে বেহুদা মজলিশসমূহের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতার সহিত এড়াইয়া যায়। (সূরা ফোরকান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ﴾ [القصص:٥٥]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—আর যখন কোন বেহুদা কথা শুনিতে পায় তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা কাসাস)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾ [الحجرات:٦]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—হে মুসলমানরা! যদি কোন দুস্কার্যকারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ লইয়া আসে (যাহাতে কাহারো প্রতি অভিযোগ থাকে) তবে ঐ সংবাদকে ভালরূপে যাচাই করিয়া গ্রহণ করিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোন কাওমের ক্ষতি করিয়া ফেল। অতঃপর তোমাদেরকে

নিজেদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হইতে হয়। (সূরা হুজুরাত)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ﴾ [ق:١٨]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,—মানুষ যে কোন শব্দ মুখ হইতে বাহির করে, তাহার নিকট একজন ফেরেশতা অপেক্ষায় প্রস্তুত বসিয়া আছে। (যে উহাকে সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লয়) (সূরা কাফ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن إسلام المرء ....، رقم:٢٣١٧

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণ এই যে, সে অহেতুক কাজকর্ম ও অনর্থক কথাবার্তা পরিত্যাগ করে। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা এবং অহেতুক কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা, ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণও মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য।

٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم:٦٤٧٤

২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তাহার উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে (যে সে তাহার মুখ ও লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিবে না) আমি তাহার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। (বোখারী)

٣- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَخْبِرْنِىْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَمْلِكْ هٰذَا وَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِهِ. رواه الطبرانى باسنادين وأحدهما جيد، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٦

৩. হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে এমন কোন বিষয় বলিয়া দিন যাহাকে আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিব। তিনি নিজের যবান মোবারকের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহাকে নিজের আয়ত্ত্বে রাখ। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٤- عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَىُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، قَالَ: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٢٤٥

৪. হযরত আবু জুহাইফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কি? সকলেই চুপ রহিলেন। কেহ উত্তর দিলেন না। তখন তিনি এরশাদ করিলেন, সবচেয়ে পছন্দনীয় আমাল হইল জিহ্বার হেফাজত করা। (বায়হাকী)

٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه داوُد بن هلال، ذكره ابن أبى الحاتم ولم يذكر فيه ضعفا، وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ١٠/٥٤٣

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জিহ্বার হেফাজত করিবে না ঈমানের হাকীকতকে হাসিল করিতে পারিবে না। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء فى حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٦

৬. হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি পাওয়ার রাস্তা কি? তিনি

এরশাদ করিলেন, নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখ। নিজের ঘরে থাক (অনর্থক বাহিরে ঘোরাফিরা করিও না) আর নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ নিজের জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখার অর্থ এই যে, উহাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করা। যেমন গীবত করা, চোগলখুরী করা, বেহুদা কথা বলা, বিনা প্রয়োজনে কথা বলা, অসাবধানতার সহিত সব ধরনের কথা বলা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, ঝগড়া বিবাদ করা, গালি দেওয়া, মানুষ অথবা জীবজন্তুকে অভিশাপ দেওয়া, কাব্য ও কবিতা চর্চায় সবসময় লাগিয়া থাকা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, গোপন বিষয় প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া, দোমুখী কথা বলা, অকারণে কাহারো প্রশংসা করা, অকারণে প্রশ্ন করা। (ইত্তেহাফ)

٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء فى حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٩

৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার ঐ সকল অঙ্গের অপকর্ম হইতে হেফাজত করিয়াছেন যাহা উভয় চোয়াল ও উভয় পায়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে, অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থান, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (তিরমিযী)

٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوْصِنِى، فَقَالَ (فِيْمَا أَوْصَى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذٰلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ. (وهو بعض الحديث) رواه أبويعلى وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو مدلس، قال المحقق: الحديث حسن، مجمع الزوائد ٤/٣٩٢

৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি তাহাকে কিছু উপদেশ দান করিলেন। যাহার মধ্যে একটি এই যে, নিজের জিহ্বাকে কল্যাণকর কথা ব্যতীত সকল প্রকার কথা হইতে হেফাজত কর

ইহার দ্বারা তুমি শয়তানের উপর ক্ষমতা লাভ করিবে।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৯- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ: اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. رواه الترمذى، باب ما جاء فى حفظ اللسان، رقم:٢٤٠٧

৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সকাল করে তখন তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট অত্যন্ত মিনতিসহকারে বলে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। কেননা আমাদের ব্যবহার তোমারই সহিত (জড়িত রহিয়াছে) তুমি সোজা থাকিলে আমরাও সোজা থাকিব। আর যদি তুমি বাঁকা হইয়া যাও তবে আমরাও বাঁকা হইয়া যাইব। (অতঃপর উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে) (তিরমিযী)

১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ما جاء فى حسن الخلق، رقم:٢٠٠٤

১০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জান্নাতে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাকওয়া (আল্লাহ তায়ালার ভয়) এবং উত্তম চরিত্র। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ আমলের কারণে লোকেরা জাহান্নামে বেশী দাখেল হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুখ এবং লজ্জাস্থান (এর অন্যায় ব্যবহার)। (তিরমিযী)

১১- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! عَلِّمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِيْ أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالْإِعْتَاقِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٢٣٩

১১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রাম্য (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি আমল বলিয়া দিলেন। যাহার মধ্যে দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের বোঝা হইতে মুক্ত করা এবং পশুর দুধ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উহা অন্যকে দান করা ইত্যাদি ছিল। ইহা ছাড়া আরো কিছু কাজও বলিয়া দিলেন। অতঃপর এরশাদ করিলেন, যদি ইহা করিতে না পার তবে নিজের জিহ্বাকে ভাল কথা ব্যতীত বলিতে বিরত রাখিও। (বায়হাকী)

১২- عَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ، قَالَ: تَمْلِكُ يَدَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِيْ؟ قَالَ: تَمْلِكُ لِسَانَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ لِسَانِيْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا. رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

১২. হযরত আসওয়াদ ইবনে আসরাম (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, নিজের হাতকে সামলাইয়া রাখ, (যাহাতে উহা দ্বারা কেহ কষ্ট না পায়) আমি আরজ করিলাম, যদি আমার হাতকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে অন্য কোন জিনিসকে আমি সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ হাতকে তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, আপন জিহ্বাকে সামলাইয়া রাখ। আমি আরজ করিলাম, যদি আমার জিহ্বাকেই আমি সামলাইতে না পারি তবে আর কোন জিনিসকে সামলাইতে পারিব? অর্থাৎ জিহ্বা তো আমি সামলাইতে পারিব। এরশাদ করিলেন, তবে তুমি নিজের হাতকে ভাল কাজের জন্য প্রসারিত কর। আর নিজের জিহ্বা দ্বারা ভাল কথাই বল। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٣- عَنْ أَسْلَمَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اطَّلَعَ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ، قَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الَّذِيْ أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلٰى حِدَّتِهِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٤٤

১৩. হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাযিঃ)এর দৃষ্টি পড়িলে তিনি (দেখিলেন যে,) হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নিজের জিহ্বাকে টানিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলীফা! আপনি ইহা কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের জায়গায় পৌঁছাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, শরীরের কোন অংশ এমন নাই যাহা জিহ্বার অশালীনতা ও উগ্রতার অভিযোগ না করে। (বায়হাকী)

١٤- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلٰى أَهْلِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ خَشِيْتُ أَنْ يُدْخِلَنِيْ لِسَانِي النَّارَ، قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً. رواه أحمد ٥/٣٩٧

১৪. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, আমার জিহ্বা আমার পরিবার পরিজনদের উপর খুব চলিত। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে খুব গালমন্দ করিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভয় করিতেছি যে, আমার জিহ্বা আমাকে জাহান্নামে দাখেল করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তবে এস্তেগফার কোথায় গিয়াছে? (অর্থাৎ এস্তেগফার কেন কর না যাহাতে তোমার জিহ্বার সংশোধন হইয়া যায়)। আমি তো দৈনিক একশত বার এস্তেগফার করি।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٥- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٨

১৫. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তাহার উভয় চোয়ালের মাঝখানে রহিয়াছে। অর্থাৎ জিহ্বার সঠিক ব্যবহার সৌভাগ্যের এবং ভুল ব্যবহার দুর্ভাগ্যের কারণ।

(তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٦- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٤١

১৬. হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন যে উত্তম কথা বলিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়েদা হাসিল করে। অথবা চুপ থাকিয়া জিহ্বার স্খলন হইতে বাঁচিয়া যায়। (বায়হাকী)

١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ صَمَتَ نَجَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن بالله ....، رقم: ٢٥٠١

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চুপ থাকিল সে নাজাত পাইয়া গেল। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি মন্দ ও অনর্থক কথাবার্তা হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখিয়াছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের বহু রকমের বিপদ আপদ ও ক্ষতি হইতে নাজাত পাইয়া গিয়াছে। কেননা মানুষ সাধারণত যে সকল বিপদ আপদে পতিত হয় উহা অধিকাংশ জিহ্বার কারণেই হয়। (মেরকাত)

١٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤/٢٥٦

১৮. হযরত ইমরান ইবনে হাত্তান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর খেদমতে হাজির হইলে তাহাকে দেখিলাম যে, একটি কালো কম্বল জড়াইয়া একা মসজিদে বসিয়া আছেন। আমি আরজ করিলাম, হে আবু যার! এই নির্জনতা ও একাকিত্ব কেমন? অর্থাৎ আপনি সম্পূর্ণ একা এবং সবলোক হইতে আলাদা হইয়া থাকা কেন অবলম্বন করিলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মন্দ লোকের সংশ্রবে বসার চাইতে একা থাকা ভাল। আর সৎ লোকের সংশ্রবে বসা একা থাকার চাইতে উত্তম। কাহাকেও ভাল কথা বলিয়া দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। মন্দ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। (বায়হাকী)

١٩- عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَوْصِنِى، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ إِلٰى أَنْ قَالَ: عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى أَمْرِ دِيْنِكَ، قُلْتُ: زِدْنِى، قَالَ: إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٤/٢٤٢

১৯. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বলিলেন, অধিক সময় চুপ থাকিও (বিনা প্রয়োজনে কোন কথা যেন না হয়) ইহা শয়তানকে দূর করে, এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়। হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমাকে আরো কিছু অসিয়ত করুন। তিনি এরশাদ করিলেন, অতিরিক্ত হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিও, কেননা এই অভ্যাস অন্তরকে মুর্দা ও চেহারার নূরকে খতম করিয়া দেয়। (বায়হাকী)

٢٠- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ

الْخُلُقِ وَطُوْلِ الصَّمْتِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. (الحديث) رواه البيهقى ٤/٢٤٢

২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রাযিঃ)এর সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবু যার! আমি কি তোমাকে এমন দুইটি অভ্যাসের কথা বলিয়া দিব না? যাহার উপর আমল করা অত্যন্ত সহজ এবং আমলের পাল্লায় অন্যান্য আমলের তুলনায় বেশী ভারী? আবু যার (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উত্তম চরিত্র ও অধিক সময় চুপ থাকিবার অভ্যাস করিয়া লও। ঐ সত্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টির আমলের মধ্যে এই দুইটি আমলের মত উত্তম কোন আমল নাই। (বায়হাকী)

٢١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. قلت: رواه الترمذى باختصار من قوله: إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ إِلَى آخِرِهِ. رواه الطبرانى باسنادين و رجال احدهما ثقات، مجمع الزّوائد ١٠/٥٣٨

২১. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কোন কথাই আমরা বলিয়া থাকি, উহা সব কি আমাদের আমলনামায় লিখা হয়? (এবং উহার ব্যাপারেও কি ধরপাকড় হইবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক। (ভালভাবে জানিয়া লও,) লোকদেরকে উল্টোমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপকারী তাহাদের জিহ্বার মন্দ কথাসমূহই হইবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চুপ থাকিবে (জিহ্বার আপদ হইতে) বাঁচিয়া থাকিবে। যখন কোন কথা বলিবে তখন তোমার জন্য সওয়াব অথবা গুনাহ লিখা হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা ঃ তোমার জন্য তোমার মা ক্রন্দন করুক, আরবী পরিভাষা হিসাবে ইহা স্নেহ–মমতার বাক্য। বদদোয়া নয়।

٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِيْ لِسَانِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥٣٨/١٠

২২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি তাহাদের জিহ্বার দ্বারা হয়।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٣- عَنْ أَمَةِ ابْنَةِ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُوْ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد وثق، مجمع الزوائد ٥٣٣/١٠

২৩. হযরত আবুল হাকামের মেয়ের বাঁদী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি জান্নাতের এত নিকটবর্তী হইয়া যায় যে, তাহার ও জান্নাতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব থাকিয়া যায়। অতঃপর এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহার কারণে জান্নাত হইতে উহার চেয়েও বেশী দূর সরিয়া যায় যে পরিমাণ মদীনা হইতে (ইয়ামানের শহর) সানআর দূরত্ব রহিয়াছে। (মোসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٤- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

২৪. হযরত বেলাল ইবনে হারেস মাযানী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে

শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি রাজী থাকার ফয়সালা করেন। অপরদিকে তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহাকে সে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তাহার প্রতি অসন্তুষ্টির ফয়সালা করেন।

(তিরমিযী)

٢٥- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيْدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه أحمد ٣٨/٣

২৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ শুধু লোকদেরকে হাসাইবার জন্য এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতেও বেশী গভীরে পৌঁছিয়া যায়।

(মোসনাদে আহমাদ)

٢٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. رواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٨

২৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া বসে যাহাকে সে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না কিন্তু উহার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাহার মর্যাদা উন্নত করিয়া দেন। অপরদিকে বান্দা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিজনক এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার প্রতি সে কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামে যাইয়া পড়ে। (বোখারী)

٢٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا، يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. رواه مسلم، باب حفظ اللسان، رقم:٧٤٨٢

২৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা কখনও না ভাবিয়া না বুঝিয়া এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যাহার কারণে দোযখের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়েও বেশী দূরে যাইয়া পড়ে। (মুসলিম)

٢٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِيْ بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء من تكلم بالكلمة ...، رقم:٢٣١٤

২৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ কোন কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা বলাতে কোন ক্ষতি মনে করে না। কিন্তু উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বৎসরের দূরত্ব পরিমাণ (নীচে) পড়িয়া যায়। (তিরমিযী)

٢٩- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ. رواه أبو داود، باب ما جاء في التشدق في الكلام، رقم:٥٠٠٨

২৯. হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত কথা বলার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা সংক্ষিপ্ত কথা বলাই উত্তম। (আবু দাউদ)

٣٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم:٦٤٧٥

৩০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহার উচিত যে, ভাল কথা বলিবে নতুবা চুপ করিয়া থাকিবে। (বোখারী)

٣١- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، الجامع الصحيح لسنن الترمذي، رقم:٢٤١٢

৩১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নেককাজের হুকুম করা, অথবা মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা, অথবা আল্লাহ তায়ালার যিকির করা ছাড়া মানুষের সকল প্রকার কথাবার্তা তাহার উপর বিপদস্বরূপ। অর্থাৎ পাকড়াও হওয়ার কারণ হইবে। (তিরমিযী)

٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه النهي عن كثرة الكلام إلا بذكر الله، رقم:٢٤١١

৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার যিকির ব্যতীত বেশী কথাবার্তা বলিও না। কেননা ইহাতে অন্তরে কঠোরতা (এবং অনুভূতিহীনতা) সৃষ্টি হয়। আর লোকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ঐ ব্যক্তি বেশী দূরে যাহার অন্তর কঠোর হয়। (তিরমিযী)

٣٣- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. رواه البخاري، باب قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، رقم:١٤٧٧

৩৩. হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিসকে অপছন্দ করিয়াছেন। এক—(অনর্থক) এদিক সেদিকের কথা বলা। দ্বিতীয়—সম্পদ নষ্ট করা। তৃতীয়—অধিক প্রশ্ন করা। (বোখারী)

٣٤- عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. رواه أبوداود، باب في ذي الوجهين، رقم:٤٨٧٣

৩৪. হযরত আম্মার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দোমুখী হইবে তবে কেয়ামতের দিন তাহার মুখে দুইটি আগুনের জিহ্বা হইবে। (আবু দাউদ)

٣٥- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مُرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: آمِنْ بِاللّٰهِ وَقُلْ خَيْرًا يُكْتَبْ لَكَ، وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ. رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ١٠/٥٣٩

৩৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বলিয়া দিন, যাহা আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবে। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং ভাল কথা বলা তোমার জন্য সওয়াব লেখা হইবে। আর মন্দ কথা বলিও না অন্যথায় তোমার জন্য গুনাহ লেখা হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٣٦- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، رقم:٢٣١٥

৩৬. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হীদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস রহিয়াছে, যে লোকদেরকে হাসাইবার জন্য মিথ্যা বলে। তাহার জন্য ধ্বংস, তাহার জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী)

٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ما جاء في الصدق والكذب، رقم:١٩٧٢

৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে তখন ফেরেশতা তাহার মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। (তিরমিযী)

٣٨- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ. رواه أبوداود، باب في المعاريض، رقم:٤٩٧١

৩৮. হযরত সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ইহা অনেক বড় খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাই এর নিকট কোন মিথ্যা কথা বর্ণনা কর, আর সে তোমার এই কথাকে সত্য মনে করে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মিথ্যা যদিও অনেক কঠিন গুনাহ, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় উহার কঠোরতা আরও বাড়িয়া যায়। তন্মধ্যে এক অবস্থা ইহাও যে, এক ব্যক্তি তোমার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে। আর তুমি তাহার আস্থা দ্বারা অবৈধ ফায়দা উঠাইয়া তাহার সহিত মিথ্যা বলিবে ও তাহাকে ধোঁকা দিবে।

٣٩- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ. رواه أحمد ٥/٢٥٢

৩৯. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনের মধ্যে জন্মগতভাবে সব রকম অভ্যাস থাকিতে পারে। (ভাল হউক বা মন্দ হউক) কিন্তু প্রতারণা এবং মিথ্যার (মন্দ) অভ্যাস থাকিতে পারে না। (মুসনাদে আহমাদ)

٤٠- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ! أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ: أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لَا . رواه الإمام مالك فى الموطا، ما جاء فى الصدق والكذب، ص٧٣٢

৪০. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, মোমেন ব্যক্তি কাপুরুষ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, কৃপণ হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, হইতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, মিথ্যাবাদী হইতে পারে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। (মোয়াত্তা)

٤١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِيْ سِتًّا، أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوْجَكُمْ . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن سنان لم يسمع من أنس، وفى الحاشية: رواه أبو يعلى وفيه سعيد أو سعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزوائد ١٠/٥٤١

৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। ১—যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কথা বলিবে, তখন মিথ্যা বলিবে না। ২—যখন ওয়াদা করিবে তখন ওয়াদা ভঙ্গ করিবে না। ৩—যখন কাহারো নিকট আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করিবে না। ৪—নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখিবে। অর্থাৎ যে সব বস্তু দেখিতে নিষেধ করা হইয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। ৫—নিজে হাতকে (অন্যায়ভাবে মারপিট ইত্যাদি হইতে) বিরত রাখিবে। ৬—নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে।

(আবু ইয়ালা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা

٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. رواه مسلم باب قبح الكذب ......، رقم:٦٦٣٧

৪২. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে সত্য নেকীর পথে লইয়া যায় আর নেকী জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ সত্য বলিতে থাকে, এমনকি তাহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট 'সিদ্দীক' (অত্যন্ত সত্যবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে মিথ্যা মন্দ পথের দিকে লইয়া যায়। এমনকি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাকে 'কাযযাব' (অত্যন্ত মিথ্যাবাদী) লিখিয়া দেওয়া হয়। (মুসলিম)

٤٣- عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه مسلم، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع، رقم:٧

৪৩. হযরত হাফস ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা কিছু শোনে তাহার যাচাই না করিয়া বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ শোনা কথা যাচাই ব্যতীত বর্ণনা করাও একপ্রকার মিথ্যা। যাহার কারণে তাহার প্রতি লোকদের আস্থা উঠিয়া যায়।

٤٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَفٰى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه أبو داؤد، باب التشديد فى الكذب، رقم:٤٩٩٢

৪৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথাকে যাচাই না করিয়া বর্ণনা করে। (আবু দাউদ)

٤٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيْكَ -ثَلَاثًا- مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ، وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ. رواه البخاري، باب ما جاء في قول الرجل ويلك، رقم:٦١٦٢

৪৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিল। (আর যাহার প্রশংসা করা হইতেছিল সেও সেখানে উপস্থিত ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আফসোস তোমার প্রতি, তুমি তো তোমার ভাইয়ের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিলে। তিনি এই কথা তিনবার এরশাদ করিলেন। (অতঃপর বলিলেন) যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাহারও প্রশংসা করা জরুরীই মনে করে এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাসও হয় যে, সে সৎলোক তবুও এইরূপ বলিবে যে, অমুক ব্যক্তিকে আমি ভাল মনে করি। আল্লাহ তায়ালাই তাহার হিসাব গ্রহণকারী (আর প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাহাকে জানেন ভাল না মন্দ)। আমি তো আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে কাহারো প্রশংসা সুনিশ্চিতভাবে করি না। (বোখারী)

٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُوْلُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ. رواه البخاري، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم: ٦٠٦٩

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহারা প্রকাশ্যে গুনাহ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মত ক্ষমাযোগ্য। আর প্রকাশ্যে গুনাহ করার মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ রাত্রিতে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছেন, (মানুষের মধ্যে প্রকাশ হইতে দেন নাই) আর সে সকালে বলে হে অমুক! আমি গতরাত্রে অমুক অমুক (মন্দ) কাজ

করিয়াছিলাম। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়াছিল যে, তাহার প্রতিপালক তাহাকে পর্দা দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। আর সে সকালে ঐ পর্দা সরাইতেছে যাহা দ্বারা (রাত্রে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। (বোখারী)

٤٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. رواه مسلم، باب النهي عن قول هلك الناس، رقم:٦٦٨٣

৪৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি (লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করিয়া) বলে যে, লোকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তবে সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসের মধ্যে রহিয়াছে। (কেননা এই ব্যক্তি অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করার কারণে অহংকারের গুনাহে লিপ্ত রহিয়াছে। (মুসলিম)

٤٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِيْ رَجُلًا: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَوَلَا تَدْرِيْ، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن إسلام المرء...، رقم:٢٣١٦

৪৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন যে, সাহাবাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হইয়া গেল। তখন এক ব্যক্তি (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া) বলিল, তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে এরশাদ করিলেন, এই কথা তুমি কিভাবে বলিতেছ যখন প্রকৃত অবস্থা তোমার জানা নাই? হইতে পারে এই ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলিয়াছে অথবা এমন কোন জিনিসে কৃপণতা করিয়াছে যাহা দান করিলেও কম হইত না (যেমন এলেম শিক্ষা দেওয়া, কোন জিনিস ধার দেওয়া, অথবা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে মাল খরচ করা। কেননা ইহা এলেম ও মালকে কম করে না।) (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, কাহারো ব্যাপারে জান্নাতী বলিয়া উক্তি করার দুঃসাহস করা চাই না। অবশ্য নেক আমলের কারণে আশা রাখা চাই।

٤٩- عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَثْ بِهَا، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا وَأَنَا أَخْطِمُهَا وَأَزُمُّهَا غَيْرَ كَلِمَتِي هٰذِهِ، فَلَا تَحْفَظُوْهَا عَلَيَّ، وَاحْفَظُوا مِنِّي مَا أَقُوْلُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزُوا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَأَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. رواه أحمد ٣٣٨/٢٨

৪৯. হযরত হাছছান ইবনে আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) এক সফরে ছিলেন। এক জায়গায় অবস্থানের জন্য নামিলেন এবং তাহার গোলামকে বলিলেন, দস্তরখান আন যেন কিছু ব্যস্ততা থাকে। (হযরত হাছছান বলেন) আমার নিকট তাহার এক কথা আশ্চর্যজনক লাগিল। (কেননা ইতিপূর্বে তাহার নিকট হইতে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা কখনও শুনি নাই।) অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, আমি মুসলমান হওয়ার পর হইতে যে কথাই বলিয়াছি সবসময় বুঝ বিবেচনা করিয়া বলিয়াছি। (আজ শুধু ভুল হইয়া গিয়াছে) এই কথা ভুলিয়া যাও। বরং আমি এখন তোমাদেরকে যাহা বলিব উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যখন সোনা–রূপার ভাণ্ডার জমা করিতে লাগিয়া যাইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলিকে ভাণ্ডার বানাইয়া লইও। অর্থাৎ উহা অধিক পরিমাণে পড়িতে থাকিও।

"اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ:

الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَأَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সকল কাজে দৃঢ়তা ও হেদায়াতের ব্যাপারে পরিপক্কতা চাহিতেছি। এবং আপনার নেয়ামত–সমূহের শোকর আদায় করার তাওফীক চাহিতেছি। এবং উত্তমরূপে আপনার এবাদত করার তাওফীক চাহিতেছি এবং আপনার নিকট (কুফর ও শিরক হইতে) পবিত্র অন্তর চাহিতেছি। আর আপনার নিকট সত্যবাদী জবান চাহিতেছি। আর আপনার জানামত সকল কল্যাণ চাহিতেছি আর আপনার জানামত সকল অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি। আর আমার যত গুনাহসমূহ আপনি জানেন, আমি আপনার নিকট ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি। নিঃসন্দেহে আপনিই গায়েবের সমস্ত বিষয় জানেন। (মুসনাদে আহমাদ)

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

إتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى	دار الفكر، بيروت
إرشاد السارى لشرح البخارى للقسطلانى المتوفى ٩٢٣ھ	دار إحياء التراث العربى، بيروت
الإستيعاب لابن عبد البر	دار إحياء التراث العربى
الإصابة للعسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ	دار إحياء التراث العربى
إقامة الحجة لعبد الحى الكهنوى المتوفى ١٣٠٣ھ	الفاروق الحديثة، القاهرة
إنجاح الحاجة للمجددى المتوفى ١٢٩٥ھ	قدیمی کتب خانہ، کراچی
البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ٧٧٤ھ	دار الحديث، القاهرة
بذل المجهود فى حل أبى داوٗد للسهارنفورى المتوفى ١٣٤٦ھ	معہد الخلیل، کراچی
بیان القرآن مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ	میر محمد کتب خانہ
ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ	انجمن خدام الدین، لاہور
ترجمان السنۃ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ	ادارہ اسلامیات، لاہور
ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین ومولانا فتح خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہما	تاج کمپنی کراچی
الترغيب والترهيب للمنذرى المتوفى ٦٥٦ھ	دار إحياء التراث العربى
تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ	مطبع الملك فهد
تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ٧٧٤ھ	دار المعرفة، بيروت
التفسير الكبير للرازى	دار الكتب العلمية، بيروت
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى المتوفى ٨٥٢ھ	دار الرشيد، سوريا
تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقی عثمانی	مکتبہ دار العلوم، کراچی
تنزيه الشريعة المرفوعة للكنانى المتوفى ٩٦٣ھ	دار الكتب العلمية
تهذيب الأسماء واللغات للنووى المتوفى ٦٧٦ھ	دار الكتب العلمية
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزى المتوفى ٧٤٢ھ	دار الفكر
جامع الأحاديث للسيوطى المتوفى ٩١١ھ	دار الفكر
جامع الأصول لابن أثير الجزرى المتوفى ٦٠٦ھ	دار الفكر

صحیح مسلم بشرح النووی المتوفی ٦٧٦ھ — دار إحیاء التراث العربی

عارضة الأحوذی بشرح الترمذی لابن العربی المتوفی ٥٤٣ھ — دار الکتب العلمیة

العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة لابن الجوزی — دار الکتب العلمیة

عمدة القاری شرح البخاری للعینی المتوفی ٨٥٥ھ — مکتبہ مدینہ، لاہور

عمل الیوم واللیلة لابن السنی المتوفی ٣٦٤ھ — مکتبہ شیخ، کراچی

عمل الیوم واللیلة للنسائی المتوفی ٣٠٣ھ — مؤسسة الرسالة

عون المعبود لأبی الطیب مع شرح ابن قیم — دار الفکر

غریب الحدیث لابن الجوزی المتوفی ٥٩٧ھ — دار الکتب العلمیة

فتح الباری بشرح البخاری لابن حجر العسقلانی — مکتبة حلبی، مصر

الفتح الربانی لترتیب المسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی — دار إحیاء التراث العربی

فیض القدیر شرح جامع الصغیر للمناوی المتوفی ١٠٣١ھ — دار الباز

قواعد فی علوم الحدیث مولانا ظفر احمد عثمانی المتوفی ١٣٩٤ھ — شرکة العبیکان للنشر، ریاض

الکاشف للذهبی المتوفی ٧٤٨ھ — المکتبة التجاریة، مکة

کتاب الموضوعات لابن الجوزی المتوفی ٥٩٧ھ — محمد سعید اینڈ سنز، کراچی

کشف الخفاء للعجلونی المتوفی ١١٦٢ھ — دار إحیاء التراث العربی

کشف الرحمان، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ — مکتبہ رشیدیہ، کراچی

لسان العرب لجمال الدین المتوفی ٧١١ھ — دار بیروت للطباعة والنشر

لسان المیزان فی أسماء الرجال لابن حجر — ادارۃ تالیفات اشرفیہ، ملتان

اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة للسیوطی — دار الکتب العلمیة

مجمع بحار الأنوار للشیخ محمد طاهر المتوفی ٩٨٦ھ — مکتبة دار الإیمان، المدینة المنورة

مجمع البحرین فی زوائد المعجمین للهیثمی — مکتبة الرشد، ریاض

جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر — دار الکتب العلمیة

الجامع الصحیح للترمذی المتوفی ٢٧٩ھ — دار الباز، المکة المکرمة

الجامع الصغیر للسیوطی المتوفی ٩١١ھ — دار الفکر

جامع العلوم والحکم لابن الفرج — دار العلوم الحدیثة، بیروت

حلیة الأولیاء لأبی نعیم المتوفی ٤٣٠ھ — دار الفکر

الدرر المنتثرة للسیوطی المتوفی ٩١١ھ — دار الفکر

ذخیرة الحفاظ للحافظ محمد بن طاهر المتوفی ٥٠٧ھ — دار السلف، ریاض

الرائد لجبران مسعود — دار العلم للملایین، بیروت

الروض الأنف، للسهیلی المتوفی ٥٨١ھ — دار إحیاء التراث العربی

سنن الدارمی المتوفی ٢٥٥ھ — قدیمی کتب خانہ

السنن الکبری للبیهقی المتوفی ٤٥٨ھ — دار المعرفة

شرح سنن أبی داوٗد للعینی المتوفی ٨٥٥ھ — مکتبة الرشد، ریاض

شرح السنة للبغوی المتوفی ٥١٦ھ — المکتب الإسلامی، بیروت

شرح السنوسی للإمام محمد السنوسی المتوفی ٨٩٥ھ — مکتبہ دار الباز

شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح للطیبی المتوفی ٧٤٣ھ — ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی

الشذرة فی الأحادیث المشتهرة لابن طولون المتوفی ٩٥٣ھ — دار الکتب العلمیة

شعب الإیمان للبیهقی المتوفی ٤٥٨ھ — دار الکتب العلمیة

الشمائل المحمدیة للترمذی المتوفی ٢٧٩ھ — مکتبة نزار مصطفی الباز، المکة المکرمة

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المتوفی ٧٣٩ھ — مؤسسة الرسالة، بیروت

صحیح ابن خزیمه المتوفی ٣١١ھ — المکتب الإسلامی

صحیح البخاری بشرح الکرمانی للبخاری — دار إحیاء التراث العربی

مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي	سہیل اکیڈمی، لاہور
المقاصد الحسنة للسخاوى المتوفى ٩٠٢ھ	دار الباز للنشر والتوزيع
المنجد فى اللغة للويس معلوف	دار المشرق، بيروت
موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء	مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة	دار السلام، رياض
الموضوعات الكبرى لملا على قارى المتوفى ١١١١ھ	المكتبة الأثرية
موطأ الإمام مالك المتوفى ١٧٩ھ	نور محمد، کراچی
ميزان الإعتدال فى نقد الرجال للذهبى المتوفى ٧٤٨ھ	المكتبة الأثرية
النهاية لابن الجزرى المتوفى ٦٠٦ھ	إسماعيليان، ايران
الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١ھ	مكتبة دار البيان، دمشق
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى المتوفى ٨٠٧ھ	دار الفكر
مختار الصحاح لأبى بكر الرازى	المركز العربى للثقافة...، بيروت
مختصر سنن أبى داوٗد للمنذرى المتوفى ٦٥٦ھ	المكتبة الأثرية، باكستان
مرقاة المفاتيح لملا على قارى المتوفى ١١١١ھ	مکتبہ امدادیہ، ملتان
المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى ٤٠٥ھ	دار المعرفة
مسند أبى يعلى الموصلى المتوفى ٣٠٧ھ	دار القبلة، جده
مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ھ	دار الفكر
مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ھ	مؤسسة الرسالة
المسند الجامع لجماعة من العلماء	دار الجيل، بيروت
مسند الشافعى المتوفى ٢٠٤ھ	دار الكتب العلمية
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى المتوفى ٧٣٧ھ	المكتب الإسلامى، بيروت
مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى	قدیمی کتب خانہ، کراچی
مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٥١٦ھ	دار المعرفة، بيروت
مصباح الزجاجة لأبى بكر الكنانى المتوفى ٨٤٠ھ	الجنان للطباعة والنشر، بيروت
مصنف ابن أبى شيبه المتوفى ٢٣٥ھ	ادارۃ القرآن، کراچی
المصنف لعبد الرزاق المتوفى ٢١١ھ	المكتب الإسلامى
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلانى	دار الباز
مظاہر حق	دار الاشاعت
معارف السنن للشيخ البنورى المتوفى ١٣٩٧ھ	مکتبہ بنوریہ، کراچی
معجم البلدان لعبد الله البغدادى المتوفى ٦٢٦ھ	دار إحياء التراث العربى
المعجم الكبير للطبرانى المتوفى ٣٦٠ھ	ادارۃ القرآن، کراچی
المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين	دفتر نشر فرہنگ اسلامی، ایران